পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 196 Tuesday, 17 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৯৬ সংখ্যা ✱ ২ আষাঢ় ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৭ জুন ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

## কেন্দ্রের কাছে এক গুচ্ছ প্রশ্ন রাখলেন অভিষেক

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** ৫৫ দিন পার। কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলা। আরও একবার তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় কেন্দ্র। সামাজিক মাধ্যমে কেন্দ্রের উদ্দেশে রাখলেন এক গুচ্ছ প্রশ্ন। যে প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা।

প্রশ্ন ১, পহেলগাঁওতে পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত এখনও চার জঙ্গি কোথায়? ওই চার জঙ্গিকে নিয়ে কেন কোনও পরিস্কার তথ্য দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার? এক্স মাধ্যমে প্রশ্ন করলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ২, চার সন্ত্রাসবাদী গেল কোথায়? ওরা বেঁচে আছে না মরে গেল?

প্রশ্ন ৩, কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকল এই চার জঙ্গি? সীমান্তে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অভিষেক।

প্রশ্ন ৪, পাক অধিকৃত জম্মু কাশ্মীরও বা কবে পুনরুদ্ধার করা হবে?

প্রশ্ন ৫. ভারত পাক যুদ্ধ বিরতি নিয়ে ট্রাম্পের দাবির কোনও জবাব কেন দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার?

প্রশ্ন ৬, প্রতিনিধি দল বিদেশ সফরে গিয়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে অন্যান্য দেশ ভারতকে কতটা সাহায্য করল? সে সম্পর্কের কেন্দ্রের কাছে উত্তর চেয়েছেন অভিষেক।

উল্লেখ্য, এর আগেও দিল্লিতে একটি বৈঠকে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক। দেশের প্রতিনিধিদল বিদেশসফরে গিয়েও পাকিস্তানের এই জঘন্য কাজের নিন্দা করেছেন। দেশের স্বার্থে এককাট্টা হয়ে পাকিস্তানের বিরোধিতায় সরব থেকেছেন অভিষেক। এর আগেও অভিষেক সওয়াল করেছেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধারের সময়' বলে এসে গিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, 'ওরা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় সবক শেখানোর সময় এটা।' পহেলগাঁও হত্যামামলার ৫৫ দিন পর আবারও সামাজিক মাধ্যমে সে প্রশ্ন আরও একবার তুললেন।

## কাউন্সিলর বলছেন ৪০০ দোকান পুড়েছে, ব্যবসায়ীদের দাবি ১৩০০!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** খিদিরপুর বাজারে ভয়াবহ আগুন। পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন খোদ দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। মন্ত্রীর কাছে ক্ষোভ উগরে দেন। রবিবার রাত ২টো নাগাদ ভয়াবহ আগুন লাগে খিদিরপুর বাজারে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের ২০টি ইঞ্জিন

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ করেছে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে কমপক্ষে ৪০০ দোকান। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী, যাদের দোকান ওই বাজারে রয়েছে, তারা দমকলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে দমকলে খবর দেওয়া হয়, কিন্তু দমকল প্রায় তিন ঘণ্টা পরে আসে। আরও অভিযোগ, প্রথমে দমকলের ২০টি ইঞ্জিন আসেনি। ২টি ইঞ্জিন আসে। যে ইঞ্জিনগুলি এসেছিল, তাতেও জল ছিল না। এর কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কাউন্সিলর ৪০০ দোকান পুড়ে যাওয়ার কথা বললেও ব্যবসায়ীদের দাবি, অন্তত ১৩০০ দোকান পুড়ে গিয়েছে। সকালেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁর কাছেও অভিযোগ জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। এক পর্যায়ে মন্ত্রীর সঙ্গে কার্যত বাক-বিতণ্ডা লেগে যায়। মন্ত্রীর দাবি, দমকল আসতে যেটুকু সময় লাগে, ততটুকুই লেগেছে। অনেক দোকান বেআইনিভাবে তৈরি করা। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে আগুন আর বাড়বে না। খাল থেকে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

# ২০২৬-এ রাজনীতিতে শূন্য হয়ে যাবেন

## বিধানসভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** সপ্তাহের শুরুতে ফের উত্তপ্ত বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখা শুরু করলেই হই হট্টগোল শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। সেই ইস্যুতে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরকে উদ্দেশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমি বিধানসভায় পা রাখলেই ওদের আর কোনও প্রশ্ন থাকে না। বিতর্ক করার মতো যুক্তিও থাকে না। তাই এখন গায়ে পড়ে অপপ্রচার চালায় আর স্লোগান দেয়।'' মুখ্যমন্ত্রী কোনও নাম নেননি তবে তাঁর নিশানায় ছিলেন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতা সুকান্ত মজুমদার। মমতা বলেন, ''আপনাদের হাফ মিনিস্টার আমাদের পাড়ায় গিয়ে এক পাঞ্জাবি অফিসারকে জুতো ছুঁড়ে মারেন। এটাই কি রাজনৈতিক শালীনতা?'' এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ''আমার বাড়িতে আপনি ঢোকার চেষ্টা করলে, আমরাও আপনার বাড়ির ঠিকানা জানি। বাড়াবাড়ি করলে জবাব পাবেন।'' বিরোধীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ''আপনারা তো গদ্দারদের আশ্রয় দেন। যারা দেশ বিক্রি করেছে, তাদের হাত শক্ত করেন। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নেই। আর বড় বড় কথা বলছেন!'' গুজরাত প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যেদিন গুজরাতে ঘটনাটা ঘটেছিল, আমরা রাজনৈতিক সৌজন্যের কারণে চুপ ছিলাম। কিন্তু সেই সৌজন্যের অপব্যবহার করবেন না। এত যদি হাওয়াই চটি ভালো লাগে, তা হলে হাওয়াই চটির দোকান দিন। ব্যবসা মন্দ হবে না!'' প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে বিজেপির তোলা প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমার সব ফাইল কেন্দ্রের কাছে আছে। আমি চলে আসার পরও ওরা একটাও ফাইল ছাড়েনি। দেখেছে - কিছু পায়নি। আমি এক পয়সা বেতন নিই না। সার্কিট হাউজে থাকা-খাওয়ার খরচ নিজের পকেট থেকেই দিই।'' এমনকী ব্যক্তিগত আক্রমণের বিষয় নিয়েও সুর চড়ান তিনি। মন্তব্য করেন, ''আমার খাওয়াদাওয়া, পোশাক-আশাক, ওদের ঠিক করার অধিকার নেই। কে কী খাবে, পড়বে-তা নিয়ে মন্তব্য করার সাহস কোথা থেকে আসে?'' সবশেষে হুঁশিয়ারি, ''২০২৬ সালে আপনারা রাজনীতিতে শূন্য হয়ে যাবেন। মানুষ সব বুঝে গেছে।'' বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বিশেষ করে বিজেপি নেতা এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগ তুলে ধরেন। মমতা বলেন, ''বিজেপি নেতারা ব্যক্তিগত কুৎসা ছড়িয়ে রাজনীতি করছে।

এই ধরনের অসভ্য ভাষা শুধুমাত্র বিমারু ও বিকৃত মানসিকতার মানুষেরাই ব্যবহার করতে পারে।'' তিনি আরও বলেন, ''ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে বিজেপি রাজ্যের শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার মানুষ এই ধরনের বিভাজনের রাজনীতি মেনে নেবে না।'' মমতার এই মন্তব্যের পর বিধানসভায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি বিধায়করা তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে হইহট্টগোল শুরু করেন। তারা দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা অসংসদীয় এবং তাঁর বক্তব্যের জবাব দেওয়ার সুযোগ বিরোধী দলনেতাকে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার পর বিজেপি বিধায়করা বিধানসভার বাইরে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'অসত্য' বলে দাবি করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বিজেপির রাজনৈতিক কৌশলের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ''বিজেপি ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। তারা মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়। কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের এই ষড়যন্ত্র বুঝে গেছে। ২০২৬-এ বিজেপি শূন্য হবে, কারণ বাংলার মানুষ তৃণমূলের পাশে থাকবে।'' তিনি আরও বলেন, ''বিজেপি নেতারা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে। আমি তাদের কাছ থেকে কোনও সার্টিফিকেট নিতে চাই না। আমার কাজই আমার পরিচয়।'' মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বলেন, ''যিনি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছেন, তাঁকে একদিন পস্তাতে হবে।'' তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এও বলেন, ''মানবতাই সবচেয়ে বড় ধর্ম। আমরা বাংলার মাটিকে সম্মান করি এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করি।'' বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতার এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য। তিনি বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের সুযোগ দেননি। আমরা বিধানসভার বাইরে সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি।'' শুভেন্দু আরও দাবি করেন, ''তৃণমূল সরকার বাংলার মানুষের কল্যাণের জন্য কোনও কাজ করেনি। তারা ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।'' বিজেপির আরেক নেতা অমিত মালব্য আসানসোলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ২০২৬-এ ক্ষমতায় থাকবে না। বাংলার মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দেবে।'' তিনি আরও বলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, যেমন আয়ুষ্মান ভারত, বাংলায় বাস্তবায়িত হতে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে।''

## খিদিরপুর অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মমতার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ বাজারে মধ্যরাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। অন্তত ১৩০০টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। সোমবার সকালে বিধানসভা থেকে সোজা ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস। আপাতত তাঁদের জন্য অস্থায়ী দোকানের ব্যবস্থা করারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সরকারের তরফ থেকে বাজার তৈরি করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এখনও পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে সার্ভে শুরু করা হয়নি। তদন্ত তো হবেই। কীভাবে আগুন লাগল, কটা দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হল, কার কার নামে দোকান ছিল।'' ব্যবসায়ীদের উদ্দেশেও তিনি বলেন, ''সিলিন্ডারগুলোকে মাঝেমধ্যে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জীবনও তো চলে যেতে পারত। এসি মেশিনও দেখতে হবে। মার্কেট এখন সরাতে হবে। নতুন হবে। একটা জায়গা আমরা বেছে রেখেছিলাম, অন্য একটা কাজে, সেখানেই আপাতত বাজার সরানো হোক। সেখানে বাইরের কেউ আসবে না, এখানকার ব্যবসায়ীরাই আপাতত ব্যবসা করবেন।'' তিনি জানান, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। তার আগে সার্ভে রিপোর্ট সামনে আসতে হবে। কাদের পুরো দোকান জ্বলে গিয়েছে, কাদের অর্ধেক। যাদের পুরো দোকান জ্বলে গিয়েছে, তাঁদের দোকান বানিয়ে দেওয়া হবে, ও ব্যবসার কাচামাল কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। যাদের অর্ধেক দোকান পুড়েছে, তাদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার রাত ১টার কিছু পরে খিদিরপুর বাজারে আচমকা আগুন লেগে যায়। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অন্ততপক্ষে ১৩০০ টি দোকান পুড়ে গিয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। রাতেই ২০টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পকেট ফায়ার রয়েছে কিনা, সকাল পর্যন্ত তার খোঁজ চলে। সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

## মহেশতলায় জনসভা করতে পারবেন শুভেন্দু, অনুমতি কিন্তু শর্তের বেড়াজালে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কেন্দ্রিক একটি বড় খবর সামনে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের হাই কোর্ট গত মঙ্গলবার বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে মহেশতলায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, তবে কিছু শর্তের ভিত্তিতে। শুভেন্দু অধিকারী, যিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল বিজেপির প্রভাবশালী নেতা, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে, এবং সম্প্রতি তিনি মহেশতলায় জনসভা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই মামলার প্রেক্ষিতে, হাই কোর্ট তাকে মহেশতলায় যাওয়ার অনুমতি দিলেও, কিছু শর্ত আরোপ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম অনুসরণ করতে হবে। প্রসঙ্গত, শুভেন্দু অধিকারী গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতার এক অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ছিলেন, কিন্তু ২০২০ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। তারপর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর কর্মসূচি ও জনসভাগুলোকে কেন্দ্র করে বহুবার রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বিপক্ষ দলের নেতা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা দাবি করেছেন, শুভেন্দুর সফর রাজ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে। তারা এই

শর্ত হলো, তিনি মহেশতলায় কোনও ধরনের অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না। তার সফরের সময় তিনি কোনোভাবেই আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে পারবেন না এবং তাঁর সফরের পরিকল্পনা পূর্বে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে। কোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছে, শুভেন্দু অধিকারী কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রচারণা করতে পারবেন না এবং শুধুমাত্র একটি শান্তিপূর্ণ জনসভা করার অনুমতি দেওয়া হবে। তার সফরের সময় পুলিশ বিভাগের অধীনে থাকবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কড়া থাকবে। এর পাশাপাশি, যদি কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে তার সফর বাতিল করা হবে এবং তাকে আদালত নির্দেশিত শর্তাবলী সফরকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে, আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে শুভেন্দু যদি আদালতের শর্তাবলী পালন করেন, তবে তার সফরের অনুমতি থাকবে। এই ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন দৃষ্টিকোণ আনতে পারে এবং এটি আরও কিছু প্রশ্নও উত্থাপন করেছে। কোর্টের শর্তগুলো কি আদৌ সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে? শুভেন্দু কি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে তাঁর সফর সম্পন্ন করতে পারবেন? আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি আরও উত্তপ্ত হবে, নাকি শান্তির দিকেই যাবে? এটাই সময় দেখাবে, তবে এই সিদ্ধান্তের পর রাজ্যের রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যে কিছু অস্বস্তি অবশ্যই দেখা দেবে।

## সাসপেন্ড বিধায়ক! ওয়াক আউট করে বিধানসভায় তুলসী-বিক্ষোভ বিজেপির

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** সোমের সকালে উত্তাল রাজ্য বিধানসভা। মাঝ অধিবেশন থেকেই ওয়াক আউট বিজেপির। তারপর চলে বিক্ষোভ। এদিন বেলা ১২টা ৭মিনিটে ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের 'ভেঙে পড়া' শিক্ষাব্যবস্থা, রাস্তায় চাকরিহারাদের অবস্থান, স্কুলে শিক্ষকের অভাব, সব মিলিয়ে গোটা পরিস্থিতি নিয়েই বিধানসভায় আলোচনার জন্য অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি মুলতুবি প্রস্তাব জমা দেয় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। কিন্তু বিজেপির সেই মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ করেন অধ্যক্ষ। তাঁর যুক্তি, বিচারাধীন বিষয় হওয়া এই নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। তখনই চড়ে পারদ। স্লোগান তোলেন বিজেপি বিধায়করা। নেতৃত্ব দেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওঁরাও। এরপরেই ওই বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। সতর্ক করা হয় বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষকেও। যার প্রতিবাদে বিধানসভা থেকে একে একে বেরিয়ে আসেন বিজেপি বিধায়করা। গাড়ি বারান্দায় এসে জমায়েত করেন তারা। তারপর সেখানে চলে অবস্থান বিক্ষোভ। এমনকি, ওয়াক আউট-অবস্থান কালেও বঙ্গ বিজেপি ভোলেনি মহেশতলার কথা। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি মোতাবেক, তুলসী মঞ্চকে সামনে নিয়ে মিনিট ১৫ বিক্ষোভ চালায় গেরুয়া শিবির। উল্লেখ্য, সোমবার বিধানসভা অধিবেশনের প্রথমার্ধ থেকেই উত্তাল হয়েছে পরিস্থিতি। এদিন প্রশ্নোত্তর পর্ব চলাকালীনই মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ পর্বের মাঝে স্লোগান তোলেন বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর ঘোষরা। মূলত, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরব হতেই চটে যায় গেরুয়া শিবির। তারপর থেকেই দফায় দফায় গরম হয়েছে বিধানসভার আবহাওয়া।

## এসএসসির নিয়োগে গতি আনতে বড় উদ্যোগ রাজ্যের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** স্কুল সার্ভিস কমিশনে যুগ্ম সচিবের জন্য দুটি পদ তৈরি বিষয়ে আলোচনা শুরু হল। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব এসেছে। শীঘ্রই ওই প্রস্তাব কার্যকরী করা হতে পারে। নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের আস্ত প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিমকোর্ট। যার জেরে চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। এ ব্যাপারে ৩১ মে'র মধ্যে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। আদালতের নির্দেশ মেনে গত ৩০ মে রাজ্যের তরফে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য নতুন বিধি প্রকাশ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি আনতেই এসএসসিতে এবার যুগ্ম সচিবের জন্য দুটি পদ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে অনেকের মত। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি গতি আসবে বলেই মত রাজ্যের।

## ভেঙেছে শরীর, সারাক্ষণের সঙ্গী নল, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখতে হাসপাতালে সুকান্ত

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** নাকে ঢোকানো নল, শরীর ভেঙে গিয়েছে। সামনে এল বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি। সোমবার সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই সূত্রেই অভিজিতের ছবি আসে সামনে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''উনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। আমরা আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। যা মনে হল, কম করে হলেও এখনও ১০ দিন থাকবে হবে। এই ধরনের রোগের লম্বা চিকিৎসার প্রয়োজন।'' এখনও আইসিইউ-তেই চিকিৎসাধীন অভিজিৎ। চিকি'সকরা জানিয়েছেন, তিনি এখনও বিপন্মুক্ত নন। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা মনে করছেন, প্যানক্রিয়াটাইটিসের সমস্যা রয়েছে তাঁর। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে অভিজিৎকে। তলপেটে ব্যথা নিয়ে গত শনিবার রাতে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন অভিজিৎ। হাসপাতালে যখন ভর্তি হন, তখন তাঁর বমিও হচ্ছিল। সাংসদের প্যানক্রিয়াটাইটিস অর্থাৎ অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ রয়েছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা। ইঙ্গিত, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসেরও অর্থাৎ পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণের আশঙ্কা। সেই অনুযায়ী সাত সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়। সেই অনুযায়ী চলছিল চিকিৎসা। কিন্তু সোমবার সকালে অভিজিতের ইকো কার্ডিওগ্রাফির রিপোর্ট হাতে পান চিকিৎসকরা। সূত্রের খবর, সেই রিপোর্ট দেখেও উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা। তড়িঘড়ি মেডিক্যাল বোর্ডে যুক্ত করা হয় একজন কার্ডিওলজিস্টকে। অর্থাৎ বিজেপি সাংসদের চিকিৎসায় গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আট। জানা গিয়েছে, প্যানক্রিয়াটাইটিসের সমস্যার পাশাপাশি সাংসদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, থাইরয়েডের অসুস্থতা ঘিরে উদ্বেগে রয়েছেন চিকিৎসকরা।

## ভারতের লটারি লেগে গেল বলে, আন্দামানের নীচেই রয়েছে গুপ্তধন!

# হাজার হাজার কোটির সম্পত্তি মিলবে কবে?

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুনঃ** এমন একটা খাজানার অপেক্ষা ছিল অনেকদিনের। অবশেষে সেই সম্পদ হাতে পেয়েই গেল ভারত। তেলের জন্য এতদিন ইরান, ইজরায়েল, রাশিয়া, আরব আমিরশাহির মতো একাধিক দেশের উপরই নির্ভরশীল ছিল ভারত। বিদেশ থেকে আমদানিই করতে হত। এবার আর অন্য কোনও দেশের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হবে না ভারতকে। এমনই জ্যাকপট পেল ভারত। ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের আবহেই যকের ধন পেল ভারত। আন্দামানে মিলল ক্রুড তেলের ভাণ্ডারের খোঁজ। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানিয়েছেন, আন্দামান সাগরে তেলের ভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছে। হেস কর্পোরেশন এবং গুয়ানার সিএনওওসি এই খোঁজ পেয়েছে। ভারতে বর্তমানে অসম, গুজরাট, রাজস্থান, মুম্বই ও কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলে তেলের খনির খোঁজ মিলেছে। এছাড়া

বিশাখাপত্তনম, মাঙ্গালোর ও পাদুরেও তেলের রিজার্ভ রয়েছে। ওড়িশা ও রাজস্থানে সম্প্রতি তেলের ভাণ্ডারের খোঁজ মিলেছে। এবার আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও তেলের খোঁজ চালাচ্ছে ওএনজিসি ও ওয়েল ইন্ডিয়া। ইতিমধ্যেই সমীক্ষা ও ড্রিলিং চলছে। যদি গুয়ানার মতো আন্দামানেও তেলের খনির খোঁজ পাওয়া যায়, তবে দেশের অর্থনীতিই বদলে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানিয়েছেন, আন্দামানে তেলের খনির খোঁজ মিললে দেশের অর্থনীতি ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হয়ে যাবে। দ্য নিউ ইন্ডিয়ানের সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ''২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে কিছু হয়নি। তারপর আমরা নীতিতে পরিবর্তন আনি।'' ভারত তার প্রয়োজনের ৮৫ শতাংশ ক্রুড তেলই বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে। ক্রুড তেলের ক্ষেত্রে বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম আমদানিকারক দেশ হল ভারত। এবার আন্দামানে যদি তেল উত্তোলন শুরু হয়, তবে ভারতকে আর অন্য কোনও দেশের উপরে নির্ভর করতে হবে না। হরদীপ সিং পুরী জানান, ২০২৪ অর্থবর্ষে ওএনজিসি মোট ৫৪১টি কুয়ো খুঁড়েছে, যা বিগত ৩৪ বছরে সর্বোচ্চ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ৩৫ লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার পলিভূমির মধ্যে ১০ লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটারই খুলে দেওয়া হয়েছে।

## হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। সোমবার এভাবেই হেমন্তবাবুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, তাঁর স্বর্ণকন্ঠের জাদুতে আজও আমরা মুগ্ধ। তাই তাঁর কালজয়ী গানগুলো কখনো পুরোনো হবার নয়। তাঁর সৃষ্টিই তাঁকে অমর করেছে। তাঁর নামে যে আমাদের শহরে আমি একটা মেট্রো রেলস্টেশন করতে পেরেছি, তার জন্য নিজেকে কৃতার্থ মনে হয়।প্রসঙ্গত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৬ জুন ১৯২০ - ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯) ছিলেন কিংবদন্তি বাঙালি কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক এবং প্রযোজক। তিনি হিন্দি সঙ্গীত জগতে হেমন্ত কুমার নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বাংলা, হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গান গেয়েছেন। রবীন্দ্র সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষ নেপথ্য গায়ক বিভাগে দু-বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। এছাড়াও ফিল্মফেয়ার সহ অসংখ্য দেশি ও বিদেশি পুরস্কার পেয়েছিলেন। উপমহাদেশে বিভিন্ন ঘরানার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীদের অন্যতম ছিলেন। শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতই নয়, তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে বলা হয় ভারতীয় সঙ্গীতের একচ্ছত্র সম্রাট।

## দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণ দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম।তিনি ছিলেন বরেণ্য সর্বভারতীয় নেতা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের স্থপতি, আদালতে স্বদেশীদের নির্ভীক কৌঁসুলি, সুভাষচন্দ্র বসুর দীক্ষাগুরু, কলকাতার প্রথম মেয়র, বাংলার সর্বকালের সর্বাগ্রগণ্য নেতাদের অন্যতম।বাংলা তথা ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান আমরা ভুলিনি।আমাদের গর্ব,আদিগঙ্গার পাশে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশবন্ধুর সমাধিস্থলে যে স্মৃতিসৌধ আছে, আমাদের আমলে তার সার্বিক সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন হয়েছে।

## বিহারে পিকআপ ভ্যান উল্টে মৃত ৫

পাটনা, ১৬ জুন ঃ বিহারের পাটনা জেলাতে পিকআপ ভ্যান উল্টে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,বাজিতপুর এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান উল্টে গিয়ে এক মহিলা সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জন যাত্রী।এক পুলিশ আধিকারিক জানান , গাড়িটি দিঘওয়ারা থেকে ভুট্টা বোঝাই করে হাজিপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথে বাজিতপুরের কাছে পিকআপ ভ্যানটির একটি চাকা ফেটে যায় এবং গাড়িটি উল্টে যায়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতাল এবং পাটনার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলেই কয়েকজনের

## ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী, আপাতত শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃফের অসুস্থ হলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। রবিবার তাঁকে দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পেটের সমস্যার কারণে তাঁকে গ্যাস্ট্রো বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর জন্য একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।এর আগে, ৭ জুন শিমলায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া। সেই সময়েও তড়িঘড়ি তাঁকে ইন্দিরা গান্ধী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি মাসেও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধী। সেবারেও পেটের সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাঁর। সেই সময়েও স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।রবিবার তাঁকে দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পেটের সমস্যার কারণে তাঁকে গ্যাস্ট্রো বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

## আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনঃ৮৭ জনের চূড়ান্ত ডিএনএ শনাক্তকরণ

আহমেদাবাদ, ১৬ জুন ঃ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে সোমবারও ভোর থেকেই স্বজনহারাদের ভিড় হাসপাতাল চত্বরে। একে একে কফিনবন্দি দেহ তুলে দেওয়া হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের হাতে। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, ৮৭টি মরদেহ ডিএনএ পরীক্ষার পরে চিহ্নিত করা গিয়েছে। এর মধ্যে ৪৭ জনের দেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হযেছে।হাসপাতালে সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত ৮৭ জনের ডিএনএ চূড়ান্ত শনাক্তকরণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৪৭টি মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অতিরিক্ত সিভিল সুপারিনটেনডেন্ট রজনীশ প্যাটেল বলেন, কয়েকজন নিহতের পরিবার ইতিমধ্যেই এখানে উপস্থিত রয়েছেন, অন্যরাও আসছেন। কিছু পরিবার এখনও আসেনি। আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য তাদের কিছুজনের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান।

## শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে বোমা হামলার হুমকি

শ্রীহরিকোটা, ১৬ জুন ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলার শ্রীহরিকোটায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে বোমা হামলার হুমকি। রবিবার গভীর রাতে তামিলনাড়ুর কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে একটি ফোন আসে এই বিষয়ে।এরপর শ্রীহরিকোটার নিরাপত্তা রক্ষীদের সতর্ক করা হয়। জানানো হয়, জঙ্গিরা সমুদ্র দিয়ে অনুপ্রবেশ করে মহাকাশ কেন্দ্রে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার সকালেও কেন্দ্রের চারপাশে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। উপকূলরক্ষী বাহিনীও সমুদ্র পথে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।রবিবার গভীর রাতে তামিলনাড়ুর কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে একটি ফোন আসে।

## উত্তর প্রদেশের আমরোহায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, হত ৪, চলছে উদ্ধারকার্য

আমরোহা, ১৬ জুন ঃ উত্তর প্রদেশের আমরোহা অঞ্চলের আত্রাসি গ্রামে এক বাজি কারখানায় সোমবার হঠা বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে নিহত হয় চারজন। প্রাথমিক সূত্রে জানা যাচ্ছে , আত্রাসি গ্রামে নিকটবর্তী জঙ্গলের এই বাজি কারখানায় আচমকা বিস্ফোরণে বিকট শব্দে ধসে পড়ে কারখানার ইমারতসহ টিনের চালাটি। ধ্বংসস্তূপে প্রাণ হারায় চার শ্রমিক ও আহত হয় প্রায় বেশ কিছু শ্রমিক যাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে । বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে তপর পুলিশ ও প্রশাসন।উল্লেখ্য, এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে ১ মে ভাওয়ালি গ্রামে একটি অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাণ হারায় এক শিশু। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে রাহরা এলাকার ভাওয়ালি গ্রামে নদীর ধারে একটি বাড়িতে অবৈধভাবে একটি বাজি কারখানা চলছিল। বাজি প্যাকিং এবং তৈরির জন্য মজুরি দেওয়া হতো স্থানীয়দের। সেইরকম গ্রামের এক মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে কাজে গিয়েছিলেন। মায়ের অলক্ষ্যে শিশুটি একটি দেশলাই জ্বালাতে গেলে ঘটে আচমকা বিস্ফোরণ। স্থানীয়রাও এদিন সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, বহুদিন ধরেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে চলছে এই অবৈধ বাজি কারখানাগুলি, এর বিরুদ্ধে প্রশাসন যেন কঠোর পদক্ষেপ নেয় বলে মনে করা হয়েছে আজ থেকে

## বিমান দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের

আহমেদাবাদ, ১৬ জুন ঃ বিমান দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সোমবার আহমেদাবাদে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. পি কে মিশ্র। মেঘনানী নগরে বিজে মেডিকেল কলেজের কাছে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তিনি। রাজ্য সরকার, বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো এবং ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তারা তাঁকে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ সম্পর্কে জানান।আহমেদাবাদের সিভিল হাসপাতালে ড. মিশ্র শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখাও করেন এবং ডিএনএ নমুনা মেলানোর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি কর্মরত আধিকারিকদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সহজ এবং মানবিকভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। তিনি আহতদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং হাসপাতাল কোর্ট কর্তৃপক্ষকে তাদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে বলেন। গান্ধীনগরের ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ড. মিশ্র ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেন।আহমেদাবাদের সার্কিট হাউসে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এক উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করে ডঃ মিশ্র। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তরুণ কাপুর এবং পিএমও-র ডেপুটি সেক্রেটারি মঙ্গেশ ঘিলদিয়াল সঙ্গে কথা হয়।

## ভারত ও সাইপ্রাসের বাণিজ্য মহলের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মতবিনিময় নরেন্দ্র মোদী ও সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডেস সোমবার লিমাসোলে ভারত ও সাইপ্রাসের ব্যবসাবাণিজ্য মহলের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে মতবিনিময় করেন। ব্যাঙ্কিং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উপাদন সংক্রান্ত সংস্থা, প্রতিরক্ষা, পণ্য পরিবাহী সংস্থা, সামুদ্রিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, জাহাজ শিল্প, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম মেধা, তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, পর্যটন এবং পরিবহণ - এই ধরণের সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।তাদের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১১ বছরে ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রে দ্রুত সংস্কারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্র হয়ে ওঠার দৌড়ে ভারত রয়েছে। এক্ষেত্রে আগামী প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে গৃহীত সংস্কার, যথাযথ নীতি সংক্রান্ত পূর্বাভাস, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহজে ব্যবসাবাণিজ্য করার পরিবেশ করার সহায় হয়েছে। উদ্ভাবন, ডিজিটাল বিপ্লব, স্টার্টআপ এবং ভবিষ্যতের চাহিদার কথা বিবেচনা করে যথাযথ পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর ভারত গুরুত্ব দিচ্ছে। আশা করা যায়, বিশ্বে অর্থনীতির নিরিখে পঞ্চম বৃহত্তম এই রাষ্ট্র খুব শীঘ্রই তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রে উন্নীত হবে। অসামরিক বিমান পরিবহণ, বন্দর, জাহাজ নির্মাণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে ভারতের সুস্থায়ী উন্নয়ন সাইপ্রাসের বিভিন্ন সংস্থার কাছে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, এইসব সংস্থাগুলিকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। ভারতের দক্ষ প্রতিভা এবং স্টার্টআপ ব্যবস্থাপনা এদেশের শক্তি। এছাড়াও ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় উৎপাদন, কৃত্রিম মেধা, কোয়ান্টাম, সেমিকনডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্রিটিক্যাল মিনারেলের মতো খনিজ পদার্থগুলি সামিল হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী সাইপ্রাসকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার বলে বর্ণনা করেন। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের মতো ক্ষেত্রে সাইপ্রাসের আগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি সেদেশের সংস্থাগুলিকে ভারতে বিনিয়োগে আহ্বান জানান। আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে গুজরাটের গিফট সিটিতে এনএসই ইন্টারন্যাশনার এক্সচেঞ্জ এবং সাইপ্রাস স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রের বিষয়ে উভয় নেতা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পর্যটন ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ইউপিআই-এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন যাতে দুটি দেশের মধ্যে হতে পারে, সেই লক্ষ্যে এনপিসিআই ইন্টান্যাশনাল পেমেন্টস লিমিটেড এবং ইউরোব্যাঙ্ক সাইপ্রাস একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করে। প্রধানমন্ত্রী ভারত-গ্রিস-সাইপ্রাস বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল গড়ে ওঠায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই পরিষদ পর্যটন, পণ্য পরিবহণ, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী, অসামরিক বিমান চলাচল এবং ডিজিটাল পরিষেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। অনেক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সাইপ্রাসকে ইউরোপের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এই দেশ তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।আগামী বছর ইইউ কাউন্সিলের সভাপতিত্বের দায়িত্ব সাইপ্রাস গ্রহণ করবে। ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে দুই নেতা তাঁদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এবছরের মধ্যে ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে বলে তাঁরা আশাপ্রকাশ করেন। এর ফলে, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যে গতি আসবে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রসারিত হবে। আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকে বিভিন্ন বাস্তবসম্মত পরামর্শ পাওয়া গেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এর সাহায্যে ব্যবসাবাণিজ্য, উদ্ভাবন এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা নিশ্চিত করতে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।ভারত ও সাইপ্রাস অভিন্ন এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। দুটি দেশ ভবিষ্যতের বিভিন্ন চাহিদা বিবেচনা করে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন এক যুগের সৃষ্টি হবে।বিমানে ওঠার আগে প্রধানমন্ত্রী রবিবার জানিয়েছেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির আমন্ত্রণে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর আগামী সফরের বিভিন্ন বৈঠকে সন্ত্রাসদমনের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে বলে জানিয়েছেন মোদী। পহেলগাম কাণ্ডের পরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের লাাইয়ে যে সব দেশকে পাশে পেয়েছেন, তাঁদের তিনি ধন্যবাদ জানাতে চান বলেও জানিয়েছেন মোদী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই তিন দেশ সফর সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে ভারতের প্রতি অবিচল সমর্থনের জন্য দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানানোর একটি সুযোগ। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী বোঝাপড়া জোরদার করারও একটি সুযোগ বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি

## আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রয়াণ দিবসে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।তিনি একাধারে রসায়নবিদ, শিক্ষক, বঙ্গীয় ব্যবসার প্রবক্তা ও বেঙ্গল কেমিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে এক অনন্য মনীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং দূরদর্শী চিন্তা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

## বিজেপির বিধায়ককে মার্শাল দিয়ে সভার বাইরে পাঠালেন অধ্যক্ষ

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না রাজ্যে। তাছাড়াও বহু স্কুলে শিক্ষকের অভাব, চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সমস্যার সমাধান এ পর্যন্ত করা যায় নি। শিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক ইস্যুতে সরব বিজেপি। তাদের আনা মুলতুবি প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভায় পাঠ করেন। যদিও আলোচনার জন্য সুযোগ না দিলে আপত্তি চরমে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই সভাকে আশ্বস্ত করে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় প্রস্তাব খারিজ করে দিতেই হৈ হট্টগোল বাধে সভায়। বিজেপির বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাওঁ এর নেতৃত্বে সরকার বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করেন বিজেপির সদস্যরা। বেশ কিছু সময় ধরেই তা চলেছে। এরপর তাঁকে মার্শাল ডেকে সভা থেকে বাইরে বের করে দেন অধ্যক্ষ। এই ঘটনায় বিরোধী বিজেপি সদস্যরা এককাট্টা হয়ে জোরদার প্রতিবাদ করেন। ওই প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর করেন - দীপক বর্মণ, কমলাকান্ত হাঁসদা, আনন্দময় বর্মণ, বুধরাই টুডু, নদীয়ার চাঁদ বাউরি ও মনোজ কুমার ওরাওঁ। উল্লেখ্য, এদিনের সভায় তাঁকে এদিনের মত যোগদান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে দ্বিতীয়ার্ধের সভায় যোগ দেয় নি বিরোধী দল বিজেপি।

## অগ্নিসতর্কতার নিয়ম না মানার কথা দমকলমন্ত্রীর মুখে

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ দোকান করার সময়ে অনেকেই ঠিক মতো নিয়ম মানেন না। সোমবার সকালে খিদিরপুরের অগ্নিদগ্ধ বাজারে গিয়ে এই দাবি করেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। দমকল ঘটনাস্থলে দেরিতে যাওয়া নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন তিনি।অগ্নিসতর্কতার নিয়ম না মানা নিয়ে তিনি বিশদ জানাতে চাননি। সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না। একটা ঘটনা ঘটেছে, আমরা দেখব।''ঘটনাস্থলে দেরিতে পৌঁছোন নিয়ে দমকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ' একটি গাড়ি আসতে গেলেও তো কিছু সময় লাগে। ওয়াটগঞ্জ, গার্ডেনরিচ থেকে দমকলের গাড়ি এসেছে। জীবন বিপন্ন করে কাজ করেন আমাদের লোকজন।জানা গিয়েছে, রবিবার রাত ১টার কিছু পরে খিদিরপুর বাজারে আচমকা আগুন লেগে যায়। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার মানুষ ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাজারে। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি।

## খিদিরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করল বিজেপি

কলকাতা, ১৬ জুন ঃ খিদিরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সোমবার রাজ্য বিজেপি-র তরফে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, পুড়ে ছাই হয়ে গেল ১,৩০০টি দোকান! অঞ্চলটি কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। অথচ দায় এড়াতে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু দাবি করছেন, অধিকাংশ দোকানই নাকি 'প্রথমত - কলকাতার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বারবার কেন এমন অগ্নিকাণ্ড ঘটছে? এটি কি জীবিকা ধ্বংস করে জমি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার একটি ষড়যন্ত্র?দ্বিতীয়ত - কলকাতার মেয়র কি জানতেন না যে তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকায় বেআইনি নির্মাণ চলছে? তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা এই নির্মাণের অনুমতির বদলে কত টাকা নিয়েছেন?অভিযোগ, থানা এবং দমকলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দমকল দেরিতে আসে। আগুন লাগার অন্তত দু'ঘণ্টা পরে তা নেভানোর কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, গঙ্গা থেকে পাম্পের মাধ্যমে জল এনে আগুন নেভানোর পরিকল্পনা ছিল দমকলকর্মীদের। কিন্তু সেই ব্যবস্থা করতে গিয়েই অনেকটা সময় কেটে যায়। আরও ছড়িয়ে পড়ে আগুন। এই লেখা পর্যন্ত খিদিরপুর বাজারে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে বহু সম্পত্তি নষ্টের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বহু দোকান পুড়ে গিয়েছে।

## ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে পথ অবরোধ ট্রাক মালিক ও চালক সংগঠনের

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন ঃ সোমবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ি স্থলবন্দর এলাকায় পথ অবরোধ করল ট্রাক মালিক ও চালকদের সংগঠন। অভিযোগ, ভারতীয় পাথরের ট্রাক বাংলাদেশে রফতানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ভুটানের ট্রাক অবাধে বাংলাদেশে পাথর রফতানি করছে।জানা গেছে, এর ফলে ভারতীয় ট্রাক মালিক, ব্যবসায়ী, চালক সঙ্কটে পড়েছেন বলে অভিযোগ। ফলে রফতানি বাণিজ্য কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে ফুলবাড়িতে। ভুটানের পাথরের ট্রাক আটকে এদিন তাদের অনশন এবং বিক্ষোভ চলে।

## মাথেরানের শার্লট লেকে ডুবে মৃত তিন

মুম্বই, ১৬ জুন ঃ প্রশাসনের বহু নিষেধ সত্ত্বেও শার্লট লেকে সাঁতার কাটতে নেমেছিলেন এক কিশোর। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে বর্ষায় উপচে পড়া সেই শার্লট লেকের জলের স্রোতে ভেসে গেলেন তিন বন্ধু। তাদের খোঁজে রাতভর চলে তল্লাশি। রবিবার মহারাষ্ট্রের মাথেরানের জনপ্রিয় শার্লট লেকের সেই দুর্ঘটনায় তিন কিশোরের দেহ উদ্ধার হয়েছে অবশেষে।জানা গেছে।

## রাশিফল

**মেষঃ** আজকের দিনটি আপনার জন্য অনেক সুযোগ নিয়ে আসবে। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার শক্তি এবং উসাহ সক্রিয় থাকবে। এই সময়ে, আপনার নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখা উচিত এবং নতুন ধারণা গ্রহণ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়। এই দিন আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রকাশ পাবে, যা আপনাকে দলে অগ্রগতির সুযোগ দেবে। যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করলে আপনি আপনার ধারণাগুলি কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন। সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন। যদি সম্প্রতি কোনও বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা সমাধানের সঠিক সময় এসেছে।

**বৃষঃ** আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

**মিথুনঃ**আজ শ্রমিক শ্রেণী কর্মসংস্থান পাবে। সরকারি ক্ষমতার সুফল পাবেন। রাজনীতিতে লাভের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

**কর্কটঃ**আজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং সুযোগে পূর্ণ থাকবে। আপনার হৃদযের অনুভূতিগুলি প্রকাশিত হবে এবং আপনি আপনার কাছের মানুষদের সঙ্গে সংযুক্ত বোধ করবেন।

**সিংহঃ** স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনি আজ আপনার ব্যবসায় নতুন উচ্চতা দিতে পারেন। গার্হস্থ্য জীবন থাকবে শান্তিপূর্ণ এবং প্রশংসার যোগ্য।

**কন্যাঃ**আজ জমি সংক্রান্ত কাজে অপ্রয়োজেনীয় বাধা আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা থাকবে। রাজনীতিতে প্রত্যাশিত জনসমর্থন পাওয়ার ফলে আধিপত্য বাড়বে।

**তুলাঃ**আজকের দিনটি আপনার জন্য ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি আনার সুযোগ নিয়ে এসেছে।

**বৃশ্চিকঃ** আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সাথে সম্পর্ক এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।

**ধনুঃ**আজ পরিবারে কিছু শুভ অনুষ্ঠান হবে। চাকরিতে পদোন্নতির পাশাপাশি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পাবেন।

**মকরঃ**আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে ভরপুর। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা ফলপ্রসূ হতে পারে, যা আপনাকে আত্মতৃপ্তি এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি দেবে।

**কুম্ভঃ** আপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক সমস্যা ভাগ করে নিন। নিজেদেরকে এক প্রেমপূর্ণ, যত্নশীল দম্পতি হিসাবে পুনর্নিশ্চিত এবং আবার আবিষ্কার করতে একে অপরের জন্য কিছু সময় কাটান।

**মীনঃ** আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র ফলদাযক হবে। আপনার আচরণ ভালো করার চেষ্টা করুন। সমাজে নিজের চিহ্ন তৈরি করার চেষ্টা করুন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি অন্যের উপর ছেড়ে দেবেন না। জীবিকার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকুন। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। গ্রহের ট্রানজিট অনুযায়ী সময় সংগ্রামে পূর্ণ হবে। চলমান কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। কারো দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না।

## আবহাওয়া

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। দুটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি। যা থেকে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে দক্ষিণ ওড়িশা পর্যন্ত। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। আর মঙ্গল বা বুধবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। এদিকে সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমি অক্ষরেখাও। দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুর ও দুই পরগণাতে ভারী বৃষ্টি, কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি। আগামী কয়েক দিনে উত্তরের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের জন্য। এছাড়া জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টি চলবে।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট । ভাটা-সকাল ১০টা ৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতেপারে।

# সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ প্রকল্পে রাজ্যে দুর্ঘটনার হার কমেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ পথ দুর্ঘটনা রুখতে চালু হওয়া সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ প্রকল্পে গত সাত-আট বছরে রাজ্যে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন। বিধানসভায় আজ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে পরিবহনমন্ত্রী জানান, ২০১৫ সালে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৫৫৫। ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৯৯৫-এ। ২০২৩ সালে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হয়েছে ১৫১ জনের। দুর্ঘটনা প্রবণ ব্লাক স্পট চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া, স্কুল-কলেজে সচেতনতামূলক প্রচার, রোড সেফটি কমিটির নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে এই সাফল্য মিলেছে বলে তাঁর দাবি। কলকাতা শহরেও দুর্ঘটনার হার কমেছে বলে জানান তিনি।তবে কেন বেসরকারি বাস এখনো নিয়ম মানছেন না পরিবহন মন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন। তিনি জানান শহরের ১০টি রুটে কড়া নজরদারি চলছে। প্রথমে ২-৩ বার সতর্ক করা হচ্ছে। না শুনলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে। , দুর্ঘটনা কমাতে শুশ্রুষা জরুরি নয়, বিরোধীদেরও সচেতনতার প্রচারে এগিয়ে আসার জন্য স্নেহাশীষ বাবু আবেদন জানিয়েছেন। এইদিকে সাম্প্রতিক কালে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক দুর্ঘটনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতিকে দায়ী করেছেন। বিধানসভায় আজ তিনি বলেন, রোজই দেশ জুড়ে নানা দুর্ঘটনা ঘটছে। চারিদিকে মৃত্যু মিছিল দেখতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার মানুষকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, একের পর এক দুর্ঘটনার পরে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি।

# ক্যানিংয়ের সোনা পট্টিতে ডাকাতির চেষ্টা, আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ৩ দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৬ জুন ঃ সোনার দোকানে ডাকাতি করতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৩ দুষ্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি নাইন এম এম পিস্তল, এক রাউন্ড গুলি ও একটি ভোজালি। রবিবার রাতে ক্যানিং পুরাতন বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম রাজীব সর্দার, আকাশ নস্কর, সত্য মন্ডল। ধৃতদের সোমবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। ৩ দুষ্কৃতীর বাড়িই ক্যানিং থানা এলাকায়। পুলিশের দাবি ৫ জন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছিল এলাকার একটি সোনার দোকানে ডাকাতি করার জন্য। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পালিয়ে যায় দুই দুষ্কৃতী। গ্রেফতার হয় বাকি ৩ জন। ধৃতদের মধ্যে আকাশের বিরুদ্ধে এর আগে খুনের অভিযোগ রয়েছে। ধৃত ৩ জনের মধ্যে আকাশ ও রাজীবকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানাবে ক্যানিং থানার পুলিশ।

# উৎকর্ষ বাংলা আয়োজিত চাকরি সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ে শিক্ষানবিশ মেলা

বনস্পতি দে, চন্দননগর, ১৬ জুন ঃ হুগলি জেলার উৎকর্ষ বাংলা আয়োজিত চাকরি সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ের উপর একটি ''চাকরি এবং শিক্ষানবিশ মেলা'' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চন্দননগর গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক কলেজে। সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে এই চাকরি মেলা।যেখানে চাকরি প্রার্থীরা সকাল থেকেই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে শুরু করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং পর্যটন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল সেন। উপস্থিত ছিলেন বিভাগ এবং জেলার অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। এই মেলায় ১০৫৭ জন তাদের নাম নথিভুক্ত করেন। রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরের ২৮ টি সংস্থা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের প্রয়োজন মেটাতে। সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে তাদের অফার লেটার দেওয়া হয় ১৬২ জন চাকরিপ্রার্থীকে। এছাড়াও ৪২ জন কে নির্বাচিত করে রাখা হয়েছে, যাদের অফার লেটার কিছুদিনের মধ্যেই দিয়ে

# আরিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকড়া ফকিরপাড়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশি পুলিশের

দুরন্ত বাতা, হাওড়া,১৬ জুন ঃ আরিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এবার বাঁকা।। ফকিরপাড়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালালো পুলিশ। সোদপুর নির্যাতিতা-কাণ্ডে ধৃত আরিয়ান খানকে নিয়ে ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সোদপুরে তরুণীকে নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বেতা খান ও আরিয়ান খানকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে আরিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকড়ার ফকিরপাড়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশিতে যায় পুলিশ। তদন্তকারীরা ফ্ল্যাট থেকে বাজেয়াপ্ত করেন বেশকিছু জিনিস। যারমধ্যে রয়েছে নির্যাতিতার মোবাইল, একটি ল্যাপটপ, কাঁচি। এছাড়াও সিসিটিভির ডকুমেন্টসও বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশি জেরায় শ্বেতা ও আরিয়ান দুজনেই পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।

# হরিণঘাটায় শ্বশুরবাড়িতে গলায় ফাঁস লাগানো জামাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ১৬ জুন ঃ হরিণঘাটা ব্লকের মোল্লাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসদিয়া দাসপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়ি থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া গেল জামাইয়ের মৃতদেহ। মৃতের নাম শুভেন্দু সাহা (৩৩)। তিনি হাওড়া দাসনগর এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চলছিল। সেজন্য হাওড়ার বাড়ি ছেড়ে তাঁর স্ত্রী হরিণঘাটায় নিজের বাপেরবাড়িতে দুই সন্তানকে নিয়ে থাকছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মাঝেমধ্যে শুভেন্দু সাহা সেখানে যেতেন। রবিবার তিনি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। রাতে পরিবারের সকলের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করে সেখানেই থেকে যান। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জানিয়েছেন, এদিন সকালে তাঁকে ঘরে দেখা যায়নি। পরে সিঁড়ির ঘরে গলায় ওড়নার ফাঁস দেওয়া ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ির লোকজনই দেহ নামিয়ে প্রথমে থানায় নিয়ে যান। সেখান থেকে কল্যাণী জহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। 'খুন' নাকি অন্য কিছু তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যে ব্যক্তি আগের রাতে সম্পূর্ণ ঠিক ছিলেন, তিনি কেন 'খুন' করবেন? শ্বশুরবাড়ি গেলেও তিনি রাতে থাকতেন না। তাহলে গত রাতে কেন থাকলেন? তাহলে কি তাঁকে 'খুন৪ করা হল? সেই প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

# কথায় গানে একক রবি ঠাকুরের গান গাইলেন শিল্পী ছন্দা দত্ত

মলয় সুর ঃ রবিবার সন্ধ্যায় চন্দননগর ঐতিহাসিক ফরাসি মিউজিয়ামে কথা- সুর আয়োজিত সঙ্গীত শিল্পী ছন্দা দত্তর কথায় ও গানের রবির গান পরিবেশন করলেন। চন্দননগরে এই ধরনের অনুষ্ঠান বিরল। অনুষ্ঠানে শিল্পী ছ ন্দা দত্তী শ্রুকরণে গানের মধ্যে নানা গুরুদেবের নিবেদন ' ঝড়ের মেঘের মতো আমি যাই' সেই দিন স্বাদের গানটি দিয়ে সূচনা হয়। এছাড়া পাঠে স্মৃতিচারণায় গানের মাঝে কবিগুরু শান্তিনিকেতনের শিক্ষা পদ্ধতি , তাঁর ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা ঢুনে অন্য ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।। এ প্রসঙ্গে একদিন স্থানীয় কালাচাঁদ ছাত্রের দুষ্টুমির কথা উল্লেখ করেন তিনি। এদিন শিল্পী মোর ১৮টি গান করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শিল্পী অনবদ্য পাশ্চাত্য সংগীত পরিবেশন করেন। ' ব্যাংকস এন্ড ব্রেজস ' যা বাংলা গানে ' ফুলে ঢোলে ঢোলে ' এদিন শিল্পীকে যন্ত্র সংগীতে সহযোগিতা করেন- কিবোর্ডে সীমন্ত ভট্টাচার্য, পার্কাসনের স্বর্ণ চ্যাটার্জি, তবলায় বিজয় নন্দী ও অপূর্ব চ্যাটার্জী সারেঙ্গীতে। সব মিলিয়ে সঙ্গতে অনুষ্ঠান অন্য মাত্রা পেয়েছিল। শিল্পীর সুরেলা দরদী কণ্ঠ শুনলে সত্যি অবাক হতে হয়। শ্রোতারা উপভোগ করলেন এক মনোরম সন্ধ্যা।

# বিখ্যাত সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ১০৫ তম জন্ম দিবস পালন করা হলো তার জন্মভিটা বহড়ুতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৬ জুনঃ সোমবার জয়নগর থানার বহড়ু দক্ষিন পাড়ায় বিখ্যাত সংগীত পরিচালক,সুরকার ও গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ভিটায় শিল্পীর ১০৫ তম জন্ম দিবস পালন করা হলো।এদিন শিল্পীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগরের সম্পাদক তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ তরুণ কান্তি নস্কর,বহড়ু দক্ষিন পাড়া শ্রীদূর্গা ক্লাবের সম্পাদক সুকল্যান সরকার,প্রগ্রেসিভ কালচারাল এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা কুমকুম সরকার,সদস্য অম্লান কুসুম সরকার, মধুময় চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। ২০২১ সালে শিল্পীর জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে শিল্পীর পৈতৃক বাসভবন লাগোয়া বহড়ু দক্ষিন পাড়ায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় .উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়. এবং সেই উদ্যানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ৯ ফুটের উচ্চমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়ে ছিল। সোমবার এ ব্যাপারে ড্ঃ তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, জয়নগর এক নম্বর বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শিল্পীর একাধিক জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে.ছিলেন তা এখনো বাস্তবায়িত করা হয়নি। হেরিটেজ কমিটির আরও দাবি কুলপি রোডের একটি অংশ এবং বহড়ু স্টেশনের

নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হোক। তাছাড়া তার নামে সংগ্রহশালা ও করা হোক। স্থানীয়দের দাবি, শিল্পীর ভিটার প্রতি কোনো নজর নেই প্রশাসনের। এমনকি জন্ম দিবসে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান ও করতে দেখা গেল না স্থানীয় প্রশাসনের কাউকে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাবা কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের ভিটা ছিল জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণপাড়া গ্রামে। ১৯২০ সালের ১৬ ই জুন বারানসীতে মামার বাড়িতে জন্ম হয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। তারা চার ভাই এক বোন ছিলেন। জন্মের কিছু দিন পর কালিদাস মুখোপাধ্যায় পরিবার নিয়ে. চলে আসেন বহড়ু দক্ষিণপাড়ায়। বহড়ুর এক পাঠশালায়. এবং বহড়ু হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এলাকার মানুষেরা চান বহড়ুর নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হোক।

# শুভেন্দুকে শর্তাধীনে মহেশতলায় যাওয়ার অনুমতি হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তাধীনে মহেশতলায় যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। হাই কোর্টের অনুমতির পর মঙ্গলবার ওই এলাকায় যাওয়ার কথা শুভেন্দুবাবুর। হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, মহেশতলায় শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যেতে পারবেন আরও দু'জন। তবে কোনও মিছিল করা যাবে না। বিতর্কিত মন্তব্যও করা যাবে না বলেই সাফ জানিয়েছেন বিচারপতি। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে হয় মামলার শুনানি। তাঁকে শুভেন্দুবাবুর আইনজীবী সূর্যনীল দাস জানান, পুলিশ সুপারের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। তবে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। পরিবর্তে বলা হয়, ওই এলাকায় সোমবার পর্যন্ত বর্তমানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। মঙ্গলবার তা উঠে যাবে। তা সত্ত্বেও বিরোধী

দলনেতাকে ওই এলাকায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। সেকথা শুনে রাজ্যের আইনজীবীকে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, যদি অনুমতি আদালত দেয় কী আশঙ্কা করছেন? উত্তরে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, যেখানেই কোনও অশান্তির ঘটনা বিরোধী দলনেতা কেন সেখানে যেতে চান? উনি আদালতে আসলেন কেন? নিজেই চলে যেতে পারতেন। আবার রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আদালতকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহৃত হতে দেবেন না। বিচারপতি পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিরোধী দলনেতাকে যদি আটকে দেন তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে? এরপর বিরোধী দলনেতাকে শর্তসাপেক্ষে মহেশতলায় যাওয়ার অনুমতি দেন বিচারপতি। মঙ্গলবার সেখানে যাওয়ার কথা শুভেন্দুবাবুর।

# নিট ইউজি ২০২৫-এ আকাশ ইনস্টিটিউট-এর পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা চমৎকার প্রদর্শন করলো

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ আকাশএডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এইএসএল), নিট ইউজি (ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট-আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে জাতীয় লিডার, গর্বের সাথে ঘোষণা করছে যে তার পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রে পড়ালেখা করা শিক্ষার্থীরা নিট ইউজি ২০২৫-এ অসাধারণ ফলাফল দেখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য শীর্ষস্থানীয় রচিত সিনহা চৌধুরী, আমাদের কলকাতা কেন্দ্রের দ্বিবার্ষিক ক্লাসরুম প্রোগ্রামের একজন শিক্ষার্থী ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৭০ নম্বর পেয়ে অল ইন্ডিয়া ষোড়শ স্থান (এআইআর) অর্জন করেছে, এর পর রয়েছে রুপায়ণ পাল, যিনি রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন, তিনিও আমাদের এক বছরের ক্লাসরুম প্রোগ্রামের একজন শিক্ষার্থী, যিনি ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৬৬ নম্বর পেয়ে এআইআর ২০ তম স্থান অর্জন করেছেন।এই বছর, আকাশের পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রগুলির ১৮ জন শিক্ষার্থী সর্বভারতীয় শীর্ষ ১০০০-র মধ্যে স্থান পেয়েছেন, যা এই অঞ্চলে আকাশের অগ্রণী ভূমিকা প্রমাণ করে। মোট ৪০০

শিক্ষার্থী আকাশ পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রগুলি থেকে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা নিট কোচিংয়ে আকাশকে রাজ্যের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ফলপ্রসূ ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে। শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে আকাশের ফাউন্ডার ডিরেক্টর মি. সঞ্জয় খেমকা বলেন, নিট ২০২৫-এ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফলে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। এই সাফল্য আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের প্রমাণ। আমরা আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্যতের চিকিৎসা যাত্রার জন্য অনেক শুভেচ্ছা জানাই।

# ইলিশের খোঁজে সমুদ্রে রওনা দিলো সুন্দরবনের মৎস্যজীবিরা

দুন্দন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৬ জুন ঃ শেষ পর্যন্ত দু'মাসের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে সুন্দরবনের মস্যজীবীরা পাড়ি দিলো মাছ ধরতে গভীর সুমুদ্রে। রবিবার ও সোমবার শতাধিক ট্রলার সুন্দরবন উপকূল এলাকার কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা,রায়দিঘি, মৈপীঠ, কুলতলি ও সাগরের মৎস্য ঘাটে থেকে রওনা দিলো। এ বার প্রথম পর্যায়ে.প্রায় ২ হাজার ট্রলার সমুদ্রে পাড়ি দিলো বলে মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রতিটি ট্রলারে রয়েছে ১৫ জন মৎস্যজীবী। রবিবার থেকেই ট্রলারগুলিতে বরফ, জ্বালানি তেল ও খাবার মজুত করে সমুদ্রে রওনা দিতে শুরু করেন মৎস্যজীবীরা। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর জীবনবিমা করে দিয়েছে সরকার। এবারে ইসরোর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে. মস্যজীবীদের বহু ট্রলারে স্যাটেলাইট বেসড মেরিটাইম সেফটি অ্যাসিস্ট্যাঃট সিস্টেম ডিভাইস অর্থা ট্রান্সপন্ডার বসানো হয়েছে। গভীর সমুদ্রে যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না সেখানে এই যন্ত্রের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে যে কোনও বিপদ সঙ্কেত উপকূলে পাঠানো যাবে।ভারতীয়. জল সীমান্ত থেকে বাংলাদেশ জল সীমান্তে প্রবেশ করার পূর্বেই ট্রলারে সঙ্কেত পাঠাবে এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটি।বোঝা যাবে সমুদ্রে মাছের ঝাঁকের অবস্থানও।কাকদ্বীপ মহকুমার মোট ৩০০টি ট্রলারে প্রাথমিকভাবে এই অত্যাধুনিক যন্ত্র লাগানো হয়েছে। ইলিশ সহ সামুদ্রিক মাছের প্রজননের জন্য গত ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৪ই জুন পর্যন্ত মস্য দপ্তর সব রকম সামুদ্রিক মাছ শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রতি বছরের মতো।সরকারি এই নিষেধাজ্ঞা ওঠে ১৪ই জুন অর্থা শনিবার মধ্যরাতে। আর রবিবার থেকেই গভীর সমুদ্রে রওনা দেয় মৎস্যজীবিরা। আগামী সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই রূপালি শস্য ইলিশ ও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ শিকার করে বন্দরে ফিরবে ট্রলারগুলি। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহকারী মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) সুরজি বাগ বলেন,রবিবার ভোর রাত থেকে ধাপে ধাপে ট্রলার সমুদ্রে রওনা দেওয়া শুরু করে। সোমবার ও যায়। কড়া নজরদারির মধ্যে নিয়ম বিধি মেনে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাচ্ছেন মৎস্যজীবীরা। ছোট বড় সব মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রায় চার হাজার ট্রলারের মধ্যে অর্ধেক ট্রলার মরশুমের শুরুতে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। গত কয়েক বছর আর্থিক ক্ষতির কথা মাথায় রেখে এ বার প্রথম ট্রিপে ইলিশের পরিমাণ দেখে তবেই বাকি অর্ধেক ট্রলার সমুদ্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রলার মালিকেরা।প্রত্যেকটি ট্রলারে ১৫ জনের বেশি মৎস্যজীবী নেওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য দপ্তর। গত কয়েক বছরে গভীর সমুদ্রে ট্রলার দুর্ঘটনার সংখ্যাটাও বেড়েছে। সে দিকটা মাথায় রেখে এবার মরশুমের শুরুতেই গভীর সমুদ্রে যাওয়া প্রত্যেকটি ট্রলারের মাঝি এবং মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া. হয়েছে।ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক বিজন মাইতি সোমবার বলেন,গত কয়েক বছর মরশুমের শুরুতে পর্যাপ্ত মাছ না হওয়ার কারণে সব ট্রলার এ বার একসঙ্গে গভীর সমুদ্রে যাবে না। রবিবার মধ্যরাত থেকে অর্ধেক ট্রলার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে রওনা দেয়। মাছের পরিস্থিতি যদি ভালো থাকে তাহলে ধাপে ধাপে বাকি ট্রলার গুলো ও গভীর সমুদ্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেবেন মালিকরা।তবে ভালো ইলিশ মেলার আশায় বুক বেঁধেছেন তাঁরা।

# আরামবাগে বাস ধর্মঘটে সমস্যায় যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ জুন ঃ সূপ্তাহের প্রথম দিনেই আরামবাগে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘটের ডাক। বাস মালিক সমিতির সোমবার সকাল ৭টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘটের জেরে যাত্রীদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। বাস রুটে টোটো-অটো চলাচলের ফলে ক্ষতি সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে বাস মালিকরা ধর্মঘটে নেমেছেন। বাস মালিক সমিতি জানিয়েছে, বাস রুটে টোটো-অটোর অবৈধ চলাচল বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। এদিকে, ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে জনজীবনে। দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ বাস চলাচল করে থাকে। ধর্মঘটের জেরে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস না ছাড়ায় যাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন। ধর্মঘট সম্পর্কে আরামবাগ বাস-মিনি বাস কল্যাণ সমিতির সভাপতি বৈদ্যনাথ নন্দী বলেন, আমরা এক মাস আগে ধর্মঘটের বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। জেলায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি চিঠিও জমা দিয়েছি। আমরা জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। হুগলিতে যেখানে ১,৭০০ বাস ছিল, আজ তা ৫০০-এ নেমে এসেছে।

# পঞ্চায়েতে হিসাব ও নিরীক্ষক আধিকারিক নিযুক্ত রয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নিয়মিত অডিটের মাধ্যমে হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্যে রাজ্যজুড়ে ২১৪ জন পঞ্চায়েত হিসাব ও নিরীক্ষক আধিকারিক নিযুক্ত রয়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক কালিপদ মন্ডল এর এক প্রশ্নের জবাবে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন এছাড়াও ১৯৬ জন পঞ্চায়েত উন্নয়ন কর্মকর্তা কাজ করছেন। পাশাপাশি একশো দিনের কাজ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের ৬ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

# ডাকাতির আগেই অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার তিন ক্যানিং-এ

দুরন্ত বার্তা,ক্যানিং, ১৬ জুন ঃ আবার পুলিশের সাফল্য। সোনার দোকানে ডাকাতি করতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়লো তিন দুষ্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি নাইন এম এম পিস্তল, এক রাউন্ড গুলি ও একটি ভোজালি। রবিবার রাতে ক্যানিং থানার পুরাতন বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম রাজীব সর্দার, আকাশ নস্কর, সত্য মন্ডল। ধৃত তিন দুষ্কৃতীরই বাড়িই ক্যানিং থানা এলাকায়। পুলিশের দাবি পাঁচজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছিল এলাকার একটি সোনার দোকানে ডাকাতি করার জন্য। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশের বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে গেলে পালিয়ে যায় দুই দুষ্কৃতী। গ্রেফতার হয়.বাকি তিনজন।ধৃতদের সোমবার ক্যানিং থানা থেকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের মধ্যে আকাশের বিরুদ্ধে এর আগে খুনের অভিযোগ রয়েছে।

# বারুইপুর বাইপাসে বেআইনি দোকান উচ্ছেদ করল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ১৬ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকারি জায়গা দখল করা যাবে না। বারুইপুরের আদি গঙ্গার পাড়ে সেচ দপ্তরের মগরাহাট ড্রেনেজের দক্ষিণ শাসন থেকে একেবারে কামালগাজী পর্যন্ত জায়গা দখল করে রমরমিয়ে চলছিল হোটেল, চায়ের দোকান, মুদি দোকান থেকে শুরু করে বাইকের গ্যারেজ। এমনকী নতুন দোকানও গজিয়ে উঠছিলো। সোমবার বারুইপুরের পদ্মপুকুর থেকে অভিযান শুরু করে মগরাহাট ড্রেনেজ ডিভিশন ও বারুইপুর ব্লক প্রশাসনের বিপর্যয় দপ্তরের লোকজন। জে সি বি মেশিন নিয়ে এসে অভিযান চালিয়ে অবৈধ দোকান ভেঙে দেয়। মোট ১৭ কিলো মিটার এলাকায় অভিযান চলে। পরে লোহার ফেনসিং দিয়ে জাল দিয়ে দেওয়া হবে।এর জন্য ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পদ্মপুকুর থেকে স্মৃতিমহল পর্যন্ত অভিযান শুরু হয়েছে। তারপরে বংশীবটতলা থেকে দক্ষিণ শাসন পর্যন্ত আদি গঙ্গার পাড় দখল মুক্ত করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেল।

# ১০০ দিনের কাজেই রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে মন্ত্রীর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুন ঃ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে অর্থ খরচে অনিয়মের হার সর্বনিম্ন হলেও রাজনৈতিক কারণে শুধুমাত্র এই রাজ্যকে ওই প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার অভিযোগ করেছেন।কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে ব্যাপক অনিয়ম হলেও তারা নিয়মিত বরাদ্দ পেতে থাকছে। তিনি জানান, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ৩৮ হাজার ৭ ৩৮ কোটি টাকা পেয়েছে। তার মধ্যে ৪৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা খরচে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আরেক বিজেপি শাসিত রাজ্য বিহারে ওই সময়কালে ২৪ হাজার ৪৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ এসেছে। যার মধ্যে ১৭ কোটি ৭৬৭ লক্ষ টাকা খরচে অনিয়মের অভিযোগ মিলেছে। মহারাষ্ট্রে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ২০২১ থেকে ২৫ সাল পর্যন্ত বরাদ্দ হয়েছে ৩৮ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৪৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা খরচ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ থেকে ২২ সাল পর্যন্ত ৫০ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা ১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ এসেছে। এর মধ্যে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে, যা সর্বনিম্ন। রাজনৈতিক কারণে ১০০ দিনের কাজেই রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে প্রদীপবাবু অভিযোগ করেন।

# হাওড়া সাউথ নিবড়া ইউথ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে সার্টিফিকেট প্রদান

হাওড়া, ১৬ জুন ঃ হাওড়ার সাউথ নিবড়া ইউথ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার-এর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে শনিবার সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার জুনিয়র ডি পি এস (বর্তমানে জে অ্যান্ড এম দিল্লি-স্কুল) প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে। পশ্চিমবঙ্গ যুব কল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত এই কেন্দ্রে সিসিটিএ, ডিটিএ, মাল্টিমিডিয়া, হার্ডওয়্যার ও ওয়েব ডিজাইন-এর কোর্স করানো হয় নিয়মিতভাবে। সফলতার সাথে কোর্স সম্পূর্ণ করার পর চাকরির সুযোগও তৈরি হচ্ছে বলে জানান কর্তৃপক্ষ। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে পড়ুয়াদের পাশাপাশি যেকোনো বয়সের শিক্ষার্থীর জন্যই এখানে কম্পিউটার শেখার সুব্যবস্থা রয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মহঃ হানিফ শেখ, তাহমিনা বেগম, চন্দন মল্লিক, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, বিশিষ্ট আইনজীবী, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এডুকেশন ট্রাস্টের সদস্যরা ও জুনিয়র ডিপিএস স্কুলের শিক্ষিকাগণ। সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

# উত্তর-পূর্ব রেলযাত্রীদের সুবিধার্থে, ১৯ জুন থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন ছাড়বে

গোরখপুর, ১৬ জুন ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১৯ জুন থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার প্রয়াগরাজ জংশন থেকে ০৪১১৭০৪১১৮ প্রয়াগরাজ জংশন-লালকুয়াও-প্রয়াগরাজ জংশন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন এবং ২০ জুন থেকে ১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার লালকুয়াও থেকে ৭টি ভ্রমণের জন্য পরিচালনা করবে। ০৪১১৭ প্রয়াগরাজ জংশন - লালকুও সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১৯ জুন থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ৯.৩০ মিনিটে প্রয়াগরাজ জংশন থেকে ছেড়ে ফতেহপুর থেকে ০১.০০ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০৩.৩৫ মিনিটে, কনৌজ থেকে ০৪.৫০ মিনিটে, ফারুখাবাদ থেকে ০৬.০০ মিনিটে, কাসগঞ্জ থেকে ০৮.০০ মিনিটে, বাদাউন থেকে ০৮.৫৫ মিনিটে, বেরেলি জংশন থেকে ০৯.৫৫ মিনিটে, বেরেলি সিটি থেকে ০৯.১৫ মিনিটে, ইজ্জতনগর থেকে ০১.৩৫

মিনিটে, বাহেরি থেকে ১১.২৫ মিনিটে এবং কিচ্ছা থেকে ১১.৪২ মিনিটে লালকুও পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪১১৮ লালকুও-প্রয়াগরাজ জংশন৪৫ মিনিটে। সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ২০ জুন থেকে ১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার লালকুও থেকে দুপুর ২.৫০ মিনিটে, কিছা থেকে দুপুর ২.১৭ মিনিটে, বাহেরি থেকে দুপুর ৩.৪০ মিনিটে, ইজ্জতনগর থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিটে, বেরেলি সিটি থেকে বিকেল ৪.০০ মিনিটে, বেরেলি জংশন থেকে বিকেল ৪.২০ মিনিটে, বাদাউন থেকে বিকেল ৪.১০ মিনিটে, কাসগঞ্জ থেকে সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে, ফারুখাবাদ থেকে রাত ৯.১০ মিনিটে, কনৌজ থেকে রাত ১২.১২ মিনিটে, কানপুর সেংট্রাল থেকে রাত ৯.৪০ মিনিটে ছেড়ে দ্বিতীয় দিন দুপুর ১.০০ মিনিটে ফতেহপুর থেকে প্রয়াগরাজ জংশনে পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ১৬টি কোচ স্থাপন করা হবে যার মধ্যে রয়েছে ০২টি এসি তৃতীয় শ্রেণী, ০১টি জেনারেটর সহ লাগেজ ভ্যান, ০১টি এলএসএলআরডি, ০৪টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, ০৫টি স্লিপার ক্লাস, ০১টি এসি প্রথম কাম দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ০২টি এসি তৃতীয় ইকোনমি ক্লাস কোচ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্তবার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার ২ আষাঢ় ১৪৩২

## রামকৃষ্ণ মিশন ও উপাসনার রূপান্তর একটি সভ্যতাগত অধ্যয়ন

ভারতের ধর্মজগতে রামকৃষ্ণ মিশন একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান, যার জন্ম ও বিকাশ এক গভীর ভাবধারার অন্তর্নিহিত প্রেরণায় ঘটেছিল। এই প্রতিষ্ঠান শুধু একটি ধর্মীয় সংগঠন নয়, বরং এক নতুন চিন্তার ধারক এবং সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রতীক। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, এই মিশনের রূপায়ণ, কর্মপদ্ধতি এবং উপাসনার ধারা একধরনের অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটিয়েছে, যার প্রভাব হিন্দু ধর্মের প্রচলিত প্রথাগুলির উপরে সুদূরপ্রসারী। উনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যখন ভারতবর্ষ জাতীয়তাবাদের নতুন উন্মেষে প্রবেশ করছিল, তখন ধর্মীয় সংস্কারও তার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলন, আর্য সমাজ, সাথিয়া আন্দোলনের মতো নানা ধর্মীয় নবজাগরণমূলক চিন্তাধারার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেয়। স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে এই মিশনের মূল দর্শন প্রচারিত হতে থাকে, যেখানে আত্মসাধনার পাশাপাশি মানবসেবাকেই পরম ধর্মরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই মানবসেবা নির্ভর ধর্মতত্ত্ব উপাসনার চিরাচরিত ধারাকেই যেন নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিজস্ব উপাসনা ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও আন্তরিক, যেখানে ভক্তি, নিরাসক্তি ও অদ্বৈত জ্ঞানের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায়। তিনি নানা ধর্মের উপাসনা পদ্ধতি স্ব-অভিজ্ঞতায় প্রয়োগ করেছিলেন এবং এই বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা ছিল গভীরভাবে তান্ত্রিক ও প্রাচীন হিন্দু ধারায় প্রোথিত। তাঁর সাধনার রীতি ছিল একান্তভাবে লোকায়ত, অনেকটা লোকসংস্কৃতির ধারা বয়ে আনা, যেখানে মাতৃ আরাধনা, সহজ ভাষায় গীত, নৃত্য, সঙ্গীত, এমনকি আত্মবিস্মৃতির মতো রূপও উপাসনার অঙ্গ হয়ে উঠত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সাংগঠনিক কাঠামো নির্মাণ করেন, তখন তাঁর সামনে একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল;এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে সমাজকল্যাণের সহায়ক রূপে গড়ে তোলা। বিবেকানন্দ তাঁর প্রয়াসে একধরনের ইউরোপীয় ধারায় প্রভাবিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন করেন। তিনি উপাসনার আঙ্গিককে একধরনের নিয়মতান্ত্রিক ও সম্মিলিত রূপ দিতে চাইলেন, যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বদলে সামাজিক দায়বদ্ধতা মুখ্য হয়ে উঠল। এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, রামকৃষ্ণ মিশনের উপাসনার রীতিতে একধরনের বৌদ্ধ মঠীয় শৃঙ্খলা, খ্রিস্টীয় সংগঠনের আদল এবং প্রাচীন হিন্দু উপাসনার রসায়নের এক সংমিশ্রণ ঘটেছে। গায়ে গেরুয়া বস্ত্র, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে আরতি, ভজন, নির্দিষ্ট গঠনে পূজা, নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচর্যের আদর্শ, এই সমস্তই এক নতুন 'হিন্দু সন্ন্যাসী' চরিত্র নির্মাণ করল, যা পূর্ববর্তী তান্ত্রিক, লোকধর্মাচার থেকে ভিন্নতর। এর ফলে উপাসনা হয়ে উঠল একধরনের আচরণগত অনুশাসনের বহিঃপ্রকাশ। সেখানে ভাব, উন্মাদনা, আত্মবিস্মৃতি তুলনামূলকভাবে গৌণ হয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আশ্রমগুলি আজ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে এবং প্রতিটি আশ্রমেই এই নিয়মতান্ত্রিক উপাসনার পদ্ধতি পালিত হয়। আশ্রমগুলিতে নির্ধারিত সময়ে আরতি হয়, সন্ন্যাসীরা নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস মেনে চলেন, দৈনন্দিন জীবন চলে একধরনের নিরবিচ্ছিন্ন নিয়মে। এই শৃঙ্খলা ও ঐক্যবদ্ধতা মিশনের সাংগঠনিক সাফল্যের মূল ভিত্তি হলেও, তাতে একটি প্রশ্নও থেকে যায়;এই ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে কি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সেই স্বতঃস্ফূর্ত, ব্যক্তিগত সাধনার মেজাজকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে? এই দ্বন্দ্বটি বিশেষভাবে গভীর। রামকৃষ্ণ ছিলেন এক আত্মিক অন্বেষণকারী, যাঁর সাধনা ছিল অভিজ্ঞতামূলক ও বহুত্ববাদী। তিনি মন্দির বা শাস্ত্রনির্ভরতা থেকে মুক্ত থেকে উপাসনার এক সরল ও মানবিক রূপ অনুশীলন করতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান উপাসনার রূপটি অনেক বেশি কাঠামোবদ্ধ ও নিয়মবদ্ধ। এর ফলে সাধনার স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, এই কাঠামোবদ্ধ উপাসনার মধ্যেই মিশনের প্রকৃত শক্তি নিহিত। একটি গঠনমূলক সংগঠন গড়ে তোলা, হাজার হাজার সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকের পরিচালনা, দেশের ও দেশের বাইরে নানা স্থানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো;এই সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে একটি নির্দিষ্ট নীতি ও আচারবিধির অনুশাসনে। এই শৃঙ্খলার মধ্যেই মানবসেবাকেই উপাসনার সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে দেখা হয়েছে। এই পরিবর্তন রামকৃষ্ণ দর্শনের একটি প্রয়োগশীল রূপ, যদিও তা আসল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি কি না, সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই উপাসনার রূপান্তরকে অনেক পণ্ডিত একধরনের 'institutionalization of spirituality' বলে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ধার্মিক অভিজ্ঞতাকে এক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে রূপদান করা হয়েছে। এতে যেমন সুবিধা হয়েছে সাংগঠনিক দিক থেকে, তেমনই হারিয়েছে কিছু 'লোকধর্মীয়' স্পর্শ। ভজন-নৃত্য-সংগীত-উন্মাদনা;এইসব এখন আর প্রধান উপাদান নয়, বরং শৃঙ্খলা, নিরবতা, ও নিখুঁত অনুশাসন প্রধান হয়ে উঠেছে। এই রূপান্তরকে যদি আমরা একটি বৃহত্তর সভ্যতাগত প্রেক্ষাপটে দেখি, তাহলে দেখা যাবে, হিন্দু ধর্মের প্রাচীন লোকায়ত রূপ থেকে সরে এসে রামকৃষ্ণ মিশন একটি মধ্যবিত্ত-মনস্ক আধুনিক ধর্মীয় রূপ গঠন করেছে। এই রূপে তপস্যা আছে, কিন্তু উন্মাদনা নেই; নিয়ম আছে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা কম; চিন্তা আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতার উন্মোচন অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত। তবুও, রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান অস্বীকার করা যায় না। তারা ধর্মকে শুধু মন্দিরে বন্দি রাখেনি, মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে, সেবার মাধ্যমে, চরিত্রগঠনের মাধ্যমে তারা হিন্দু ধর্মের এক নতুন সংস্করণ তৈরি করেছে; যেখানে ধর্ম মানে শুধু পূজা নয়, ধর্ম মানে দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্ম। এই কর্মের দর্শনই আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা। সুতরাং, রামকৃষ্ণ মিশনের উপাসনার রূপান্তর এক ধরনের প্রয়োজনীয় বিবর্তন, যা সময়ের দাবি মেটাতে গিয়ে কিছু হারিয়েছে, আবার কিছু পেয়েছেও। এই যে হারানো ও পাওয়ার সমীকরণ, সেটাই আসলে এক ধর্মীয় আন্দোলনের পরিণত পর্ব। আজকের পৃথিবীতে যেখানে ধর্মের নামে হিংসা ও হানাহানি চলছে, সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন এক শান্ত, সংহত, ও শৃঙ্খলিত উপাসনার মডেল উপস্থাপন করছে;যেখানে মন্দির নয়, মানুষের মনই হচ্ছে প্রকৃত দেবালয়।

## ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিপ্লবী নেত্রী হিসেবে চির স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব - বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ

দুরন্তবার্তা, মধুসূদন দে ঃ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ছিলেন - বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রানী লদীবাঈ। ঝাঁসির রানী ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে নভেম্বর মহারাষ্ট্রের মারাঠি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল মনু বাই। বাবার নাম ছিল মোরোপন্থ তাম্বে এবং মায়ের নাম ছিল ভাগীরথী বাঈ। মনু বাই ছিলেন বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান । তাই তিনি তাদের খুব প্রিয় ছিলেন। মনুর যখন দুই বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান ।তিনি তাঁর পিতার কাছে পালিত হন। এর কিছুদিন পরে দ্বিতীয় বাজীরাও একটি বার্তা পাঠান মোরোপন্থের কাছে। তাঁকে তাড়াতাড়ি বিঠুরে আসতে বলা হয় । সেই কারণে কাশি ছেড়ে তিনি মনু বাইকে নিয়ে বিঠুরে চলে এলেন। মনু বিঠুরে বড় হতে লাগলেন। ছেলেরা ছিল তাঁর খেলার সাথী। তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপী। খুব কম বয়স থেকে মনু ঘোড়ায় চাপতেন ও অস্ত্র চালনা করতেন। তাঁর বাবা তাঁকে 'ছাবিলি' নামে ডাকতেন। যার অর্থ হল- ক্রীড়া প্রেমী সুন্দরী কন্যা।১৮৪২ সালে ঝাঁসির মহারাজা গঙ্গাধর রাও এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । বিবাহের পর মনুর নাম হয় লক্ষীবাঈ। এইভাবে তিনি ঝাঁসির রানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৮৫১ সালে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় ।নাম রাখা হয় দামোদর রাও। চার মাস পর সন্তানটি মারা যায়। ১৮৫৩ সালে পুত্র শোক ভুলতে রাজা ও রানী উভয়েই বাসুদেব রাও এর ছেলে আনন্দ রাও কে দত্তকে নেন। পুত্রের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে এর পরের দিন একুশে নভেম্বর গঙ্গাধর রাও মৃত্যুবরণ করেন। লদীবাঈ খুব অল্প বয়সেই বৈধব্য বেশ ধারণ করলেন। এই সময় লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতি মোতাবেক ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন কোনো রাজা তার দত্তক পুত্র কে উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে বসাতে পারবেন না। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৪ সালের ১৬ ই মার্চ লর্ড ডালহৌসির ঘোষণা পত্র রানী লদীবাঈ কে শোনালেন- ঝাঁসি ব্রিটিশের আশ্রিত একটি রাজ্য। রানীর জন্য ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং ঝাঁসির কেল্লা পরিত্যাগ করার জন্য হুকুম জারি করা হয়। রানী লক্ষীবাঈ প্রতিবাদ করে ওঠেন-মেরি ঝাঁসি নেহি দুঙ্গী। ইংরেজরা গঙ্গাধর রাও এর সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। সেই কারণে আনন্দের উপনয়নও করা সম্ভব হয় না। লদীবাঈ এর মনে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের তীব্র আগুন।১৮৫৭ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহ। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী।ব্রিটিশ সৈন্যরা স্যার হিউরোজ এর নেতৃত্বে ঝাঁসি অবরোধ করে দখল করেন। ঝাঁসির দখলের খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। রানী ঘোড়ায় চড়ে তাঁর দত্তক পুত্র দামোদর রাওকে কোমরে বেঁধে দুর্গের দেওয়াল থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। রানীর নেতৃত্বে ১০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী হিউরোজের অবরোধকারী বাহিনীকে আক্রমণ করে। রানীর নেতৃত্বে গোয়ালিয়রের মধ্যবর্তী পাহাড়ি ভূমিতে লড়াই শুরু হল ।লদীবাঈ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন। তিনি খুব সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। যুদ্ধ করার সময় তরবারির আঘাতে তাঁর চোখ ও মাথার ডান দিক কেটে যায়। তিনি রক্তাক্ত অবস্থাতেই ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যান। এরপর তাঁকে গুলি করা হয়। সেই গুলি তাঁর বুকের বাঁদিকে লাগে। তিনি ঘোড়ার উপর লুটিয়ে পড়েন। সেই সময় নিজের বাহিনীর এক বীর যোদ্ধা তাঁকে ঘোড়ায় তুলে নিলেন। মৃত্যুর মুখে তিনি বললেন-তাঁর দেহ যেন ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়া না হয়। রানীর মৃতদেহটি ইংরেজদের সামনে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দিয়ে তাঁর অনুসারীরা দাহ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ১৭ ই জুন তিনি প্রাণ হারান। ঝাঁসির জন্য প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু মাথা নত করেন নি। রানী লদীবাঈ তাঁর সহজাত সৌন্দর্য্য ,চতুরতা , অসীম সাহসিকতা এবং অসাধারণ অধ্যাবসায়ের জন্য চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভারতীয় নারী শক্তির এক মহান প্রতীক ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ।

## অনুকুলচন্দ্রের বাণী

### চরিত্র

স্তাবক যারা পাওয়ায়- রিক্ত তা'রা চরিত্রে। কেবলই যারা অলস, নির্ভরশীল, প্রচেষ্টাবিমুখ; উন্নতির রাস্তা তাদের প্রায়ই ভণ্ডুল হ'য়েই থাকে। কথায়-কথায় যা'দের প্রতিজ্ঞা, অস্থির সাধুতা তা'দের আজ্ঞাকারী; উল্টোচলন-অভ্যস্ত তা'রা সাড়ে-ষোল-আনা। পাওয়ার লোভে ঢেরই বলে; কাজে কিন্তু একটুও নয়- এমনতর লোক বিপত্তিরই দূত ; নিজস্বার্থ-আগ্রহে ক্ষতি করতে একটুও তা'দের দেরী হয় না, তাই, কথায় ভাল, কাজে নাই; তা'রা কিন্তু লোক-বালাই। বললেই যে বুঝতে চেষ্টা করে না, আবার কাজেও করে না, কিংবা, ঘনঘনই ভুলে যায়, যা' সৎ; তা'র স্বভাব কিন্তু প্রণিধানী নয়- নিজের ধাঁচেই সে অভিভূত, তাচ্ছিল্যপ্রবণ;ঘেঁড়া। বুঝে বা জেনেও যা'রা তা' গ্রহণ করে না বা সক্রিয় সমর্থন করে না, প্রায়শঃ অসৎ প্রলোভন অন্তঃশায়ী তা'দের তখনও।

# সিকিম বিপর্যয় পর্বতপ্রদেশে প্রকৃতির প্রতিহিংসা ও রাষ্ট্রীয় দায়ের প্রশ্ন

**দুরন্তবার্তা, বিশেষ প্রতিনিধি ঃ** হিমালয় — এই শব্দটি শুধু ভূগোল নয়, আবেগেরও প্রতীক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে হিমালয় শুধু পাহাড়ের সারি নয়, তা এক মহামূল্যবান জীবন্ত উত্তরাধিকার, যেখানে বসবাস করেন দেবতা, আর সেই সঙ্গে নির্ভর করে কয়েক কোটি মানুষের জীবিকা ও অস্তিত্ব। কিন্তু এই পর্বতশ্রেণী আজ আমাদের উন্নয়ন নীতির বিক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া পদক্ষেপের ফলে যেভাবে বিপন্ন হয়ে উঠেছে, তার ভয়াবহ নিদর্শন হয়ে উঠছে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সম্প্রতি সিকিমে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্যোগ, যা একটি গ্লেসিয়ার হ্রদের ভেঙে পড়া এবং তার ফলে সৃষ্ট হড়পা বান (GLOF)-এর প্রেক্ষিতে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূগোল, পরিবেশ ও অবকাঠামো নীতির পুনর্মূল্যায়ন জরুরি হয়ে উঠেছে। ঘটনাটি ছিল আচমকা। মধ্যরাতে আচমকা জেগে ওঠা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেসে গেল ঘরবাড়ি, সেনাছাউনির পরিকাঠামো, ব্রিজ, রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র। লাচেন থেকে লাচুং, সিকিমের উত্তর অংশ থেকে রংপো অবধি ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এখনও নিখোঁজ অনেক মানুষ, বহু সেনা ও বেসামরিক নাগরিক নিহত। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন। গোষ্ঠীগত ক্ষতির পাশাপাশি দেশের প্রতিরক্ষা সংস্থাও বড় ধাক্কা খেয়েছে; কারণ এই এলাকা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতসব কিছুর পরও যেন রাষ্ট্রের মনোযোগ সীমিত শুধু উদ্ধার ও ত্রাণে; মূল প্রশ্নগুলো এখনও অন্ধকারে। এই বিপর্যয়ের কেন্দ্রে রয়েছে লোনাক হ্রদ, একটি গ্লেসিয়ার ফেড লেক, যেটি বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রমশ ফুলে উঠছিল। উপগ্রহচিত্রে বহুবার ধরা পড়েছে এই হ্রদের অস্বাভাবিক প্রসারণ এবং হিমবাহ গলনের হার। কিন্তু সেই ছবি দেখেও কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার, এমনকি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প নির্মাতা সংস্থাগুলি কোনো ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকও সময় মতো আগাম সতর্কতা জারি করেনি। বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই হিমালয়ের নানা উচ্চতর অঞ্চলে গ্লেসিয়ার হ্রদের বিপজ্জনক অবস্থা নিয়ে সরব হয়ে আসছিলেন। তাঁদের আশঙ্কা যে কতটা যথার্থ ছিল, তা বুঝতে এই একটি রাতই যথেষ্ট। তবে বিষয়টি শুধু প্রকৃতির রোষ নয়;এর গভীরে রয়েছে রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনের এক মারাত্মক ত্রুটি। বিগত কয়েক দশকে সিকিমে যেভাবে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়েছে, তা যথাযথ পরিবেশগত সমীক্ষা ছাড়া। শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন ও উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে হিমালয়ের অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকায় তৈরি হয়েছে একের পর এক বাঁধ, টানেল, রাস্তা ও পর্যটনকেন্দ্রিক অবকাঠামো। কিন্তু এই সব প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার সময়ে রাজ্য বা কেন্দ্র কেউই পর্বতপ্রদেশের সংবেদনশীল পরিবেশ ও ভূগাঠনিক বাস্তবতা নিয়ে ভাবেনি। বারবার পরিবেশবিদরা জানিয়েছেন, হিমালয়ের পাহাড় নরম, সহজে ধসে পড়ে। সেখানে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সময় বিশাল কম্পন তৈরি হয়, যা ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু সেই সব সতর্কবার্তা যখন রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন হারায় তার গুরুত্ব। সিকিমের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল;আমাদের উন্নয়নের নামে পাহাড়ে কীর্তিমান গড়ার প্রবণতা কেমন ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই রাজ্য ভারতের মধ্যে এমন একটি অঞ্চল, যা ভূতাত্ত্বিকভাবে অন্যতম অস্থির। এখানে রয়েছে বহু সক্রিয় ভূমিকম্পীয় রেখা, হিমবাহ গলে তৈরি হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ জলাধার, এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত। এই অবস্থায় অত্যধিক হস্তক্ষেপ প্রকৃতিকে সঙ্কুচিত করে তুলছে। নদীকে রাস্তা বানানো, পাহাড় কেটে হাইওয়ে নির্মাণ, গ্লেসিয়ার এলাকায় পর্যটন বুম;সবকিছুই আজ পরিণতির চরম নজির। এখানে মনে রাখা জরুরি, সিকিমের মতো রাজ্য শুধু ভূগোল নয়, কৌশলগত দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। চিন সীমান্ত সংলগ্ন এই অঞ্চল ভারতের প্রতিরক্ষার অন্যতম বলয়। কিন্তু যেভাবে এখানে অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে, তাতে পরিবেশের ভারসাম্য হারানো ছাড়াও, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে পড়ছে সেনা শিবিরও। সিকিমের তিস্তা ব্যারেজ ও সেনার বেসের যে ক্ষতি হয়েছে, তা শুধু একটা দুর্ঘটনা নয়;তা ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা। আজ যখন আমরা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছি, তখন এ প্রশ্নও উঠছে;একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বতাঞ্চলে কেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে উদাসীন পরিকাঠামো নির্মাণ করছি? এ ক্ষেত্রে শুধু রাজ্যের দায় নয়, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং পরিবেশ মন্ত্রকের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। কারণ, এই ধরনের প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার আগে কোনো ধরনের সমন্বিত বিপর্যয়-ঝুঁকি সমীক্ষা করা হয়নি। এছাড়াও, ভূমিকম্প ও গ্লেসিয়ার-গলনের বিপর্যয় মোকাবিলায় আমাদের দেশে যথাযথ প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নেই। এখনও পর্যন্ত GLOF সংক্রান্ত সতর্কতা ও মনিটরিংয়ের জন্য যে প্রযুক্তি দরকার, তা সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপগ্রহচিত্র থেকে পাওয়া তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণ হয় না, কিংবা তা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে সময়মতো পৌঁছয় না। ফলে বিজ্ঞানীরা আগাম আশঙ্কা করলেও, তা আর রূপ পায় না সরকারি সতর্কতায়। এই বিপর্যয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানবিক সংকট। যারা ঘরহারা হয়েছেন, যাঁদের আত্মীয়-স্বজন নিখোঁজ, তাঁরা আজও পড়েছেন উদ্ধারকারী দলের ভরসায়। কিন্তু সমস্যা হল, সিকিমের মতো দুর্গম অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছানো কঠিন, কারণ রাস্তা প্রায় সবটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্রিজ ভেঙে পড়েছে। হেলিকপ্টারও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারছে না খারাপ আবহাওয়ার জন্য। ফলে বাস্তব পরিস্থিতি এখনও রয়ে গেছে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যাঁরা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে তাদের জমি সরকারকে দিয়েছেন, তাঁরা আজ পাননি নিরাপত্তার আশ্বাস, পাননি বিপর্যয়ের পূর্বাভাস। বরং আজ তাদের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এই মানুষগুলির প্রতি রাষ্ট্রের কোনও দায় নেই কি? উন্নয়নের নামে তাদের জীবন ও জীবিকা যেভাবে ঝুঁকির মুখে পড়েছে, তার জন্য কি কেউ দায় নেবে? এই প্রশ্ন শুধু সিকিমের জন্য নয়, গোটা হিমালয় অঞ্চলের জন্য। আজ উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে অরুণাচল;যেখানে যেখানে উন্নয়নের নামে পাহাড় কেটে রাস্তা, হোটেল, দফতর, ও বিদ্যুৎ প্রকল্প বানানো হচ্ছে, সেখানে প্রতিটি প্রকল্পকে নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। হিমালয় কোনো লোহার কাঠামো নয়, যা উন্নয়নের ভার সহজে বইতে পারে। তার এক নিজস্ব ইকো-সিস্টেম আছে, যা নির্দিষ্ট ভার বহন করতে পারে। সেই সীমা অতিক্রম করলেই পাহাড় প্রতিহিংসায় ফেটে পড়ে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় স্তরে একটি শক্তিশালী এবং পরিবেশ সচেতন নীতিমালা তৈরি করা, যা হিমালয় অঞ্চলের প্রতিটি প্রকল্প অনুমোদনের আগে বাধ্যতামূলক পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করবে। 'কার্বন নিঃসরণ কমাও', 'সবুজ অর্থনীতি'- এসব শ্লোগান শুধু আন্তর্জাতিক মঞ্চে নয়, বাস্তবে প্রয়োগে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে। নয়তো আগামীদিনে একটির পর একটি সিকিম আমাদের দেখতে হবে, যেখানে আর্তনাদ, ক্ষয়, ধ্বংস, এবং অক্ষম রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই থাকবে না। আরো একটি গভীর প্রশ্ন আমাদের ভাবতে হবে;এই বিপর্যয় কি নিছকই প্রাকৃতিক, নাকি আমাদের লোভ এবং দায়িত্বহীনতা মিলিয়ে এক মানবসৃষ্ট বিপর্যয়? প্রকৃতি কখনও হিংস্র নয়, বরং আমরা যখন তার সীমা না মেনে, তার সত্তাকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের স্বার্থে পরিবর্তন চাপিয়ে দিই, তখনই সে সাড়া দেয় ধ্বংসের ভাষায়। সিকিম তার এক নিদর্শন। এই বিপর্যয়ের পরেও যদি আমরা শিক্ষা না নিই, তাহলে তা হবে এক ভয়াবহ আত্মঘাত। কারণ, হিমালয় শুধুমাত্র সৌন্দর্যের আধার নয়, এটি দেশের বহু নদীর উৎস, কৃষির নির্ভরতা, এবং জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষার মূল ভিত্তি। সুতরাং এর সাথে ছলচাতুরি করার অর্থ শুধু একটি রাজ্য নয়, গোটা দেশের পরিবেশ ও জনজীবনের উপর মৃত্যুঘণ্টা বাজানো। আজ সিকিমের কান্না কেবল একটি রাজ্যের নয়, তা হিমালয়ের কণ্ঠস্বর, প্রকৃতির আর্তি। এই কান্না যদি আমরা না শুনি, তবে আগামীদিনে আরও অনেক উজাড় পাহাড়, ভেসে যাওয়া বসতি, এবং হারিয়ে যাওয়া প্রাণ আমাদের সচেতনতার জন্য প্রতিনিয়ত দংশন করবে। প্রয়োজন এক নতুন রাষ্ট্রচিন্তা, যেখানে উন্নয়ন আর পরিবেশকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহাবস্থানের অংশ হিসেবে দেখা হবে। প্রয়োজন এক এমন পরিকাঠামো-নীতি, যা দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়নের কথা ভাববে, স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক সাফল্যের নয়। প্রয়োজন এক এমন প্রশাসন, যাদের কানে পৌঁছবে পর্বতের নীরব সতর্কতা। কারণ হিমালয় কথা বলে না, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়।

# এলআইসি-র ভবিষ্যৎ সংকট, সম্ভাবনা ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্মূল্যায়ন

**দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ** ভারতের বৃহত্তম জীবনবিমা সংস্থা 'লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন' অর্থাৎ এলআইসি আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারত গঠনের ক্ষেত্রে এলআইসি শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। গত সাত দশকে নানা চড়াই-উৎরাই পার করে প্রতিষ্ঠানটি যেমন তার প্রভাব ও বিস্তার বৃদ্ধি করেছে, তেমনই রাষ্ট্রের আর্থিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এলআইসি-র ব্যবস্থাপনা ও বাজারমূল্য নিয়ে যে প্রশ্নগুলি উঠে আসছে, তা কেবল একটি বিমা সংস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে না;তার চেয়েও গভীরতর অর্থবোধকভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক নীতি ও সংবেদনশীল সম্পদের বেসরকারিকরণ নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এক সময় যা ছিল সরকারি মালিকানাধীন একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, আজ তা শেয়ার বাজারে নাম লিখিয়ে 'আইপিও'-র মাধ্যমে আংশিকভাবে বেসরকারি মালিকানার আওতায় এসেছে। অথচ এলআইসি-র জন্ম হয়েছিল এক রাষ্ট্রীয় আদর্শকে সামনে রেখে;যেখানে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, ঝুঁকির সময় পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই প্রতিষ্ঠান আজ শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যস্ত। এই রূপান্তরের পেছনে যেমন রয়েছে সরকারের বেসরকারিকরণমুখী নীতি, তেমনই রয়েছে বৈশ্বিক পুঁজির নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। এলআইসি-র শেয়ার বাজারে আসা ছিল এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ২০২২ সালের মে মাসে এলআইসি-র আইপিও যেভাবে লঞ্চ হয়, তাতে গোটা দেশের নজর ছিল এই সংস্থার দিকে। বলা হয়েছিল, সরকারের হাতে থাকা বিশাল অ-প্রদর্শিত সম্পদকে পুঁজির বাজারে এনে এর থেকে রাজস্ব আহরণ করা হবে, যার মাধ্যমে অন্যান্য আর্থিক দায় মেটানো যাবে। বলা হয়েছিল, এই আইপিও-তে অংশগ্রহণ করে দেশের নাগরিকেরা একটি দীর্ঘস্থায়ী, স্থিতিশীল এবং মুনাফাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এলআইসি-র শেয়ার মূল্য ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। প্রথম দিকে কিছুটা ওঠানামা হলেও শেষ পর্যন্ত শেয়ারের মূল্য তার ইস্যু মূল্যেরও অনেক নিচে চলে যায়। এমনকি এলআইসি-র মূল্যনির্ধারণের পদ্ধতি নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠে আসে। অনেকেই মনে করছেন, যে আর্থিক অনিয়ম, অস্বচ্ছতা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাকে নষ্ট করছে, তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে এই পরিস্থিতি। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন, সরকার এলআইসি-র যে প্রাথমিক মিশন এবং সামাজিক দায়িত্ব ছিল, তা থেকে ক্রমশ সরে এসেছে। বিমা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর নামে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ঢুকিয়ে দিয়ে, একদিকে যেমন এলআইসি-র একচ্ছত্র আধিপত্য কমানো হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে বীমার উপর থেকে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে তুলে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাজার-নিয়ন্ত্রিত শর্তে ব্যবসা করতে বাধ্য হচ্ছে এলআইসি, যার ফলে প্রতিষ্ঠানটির সামাজিক দায়বদ্ধতা উপেক্ষিত হচ্ছে। বস্তুত, এলআইসি শুধু একটি বিমা সংস্থা নয়; এটি ভারতের বৃহত্তম বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির একটি। এর হাতে রয়েছে প্রায় ৪৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ। দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পে এই সংস্থার বিনিয়োগ রয়েছে। রেল, সড়ক, বিদ্যুৎ, টেলিকম;সব ক্ষেত্রেই এলআইসি-র আর্থিক সহায়তা রয়েছে। এখানেই মূল প্রশ্নটি উঠে আসে; এই সংস্থার শেয়ার মূল্য যদি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে, তবে তার প্রভাব কেবল শেয়ারহোল্ডারদের উপর নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও পড়বে। কারণ, একদিকে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমবে, অন্যদিকে সরকার নিজেও একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এলআইসি-র মূল্যহ্রাসের পিছনে কেবল বাজারজাত চাহিদা বা জিডিপির ওঠানামা দায়ী নয়। বরং, সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করে, তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে আর্থিক পরিসংখ্যানে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিগত কয়েক বছরে এলআইসি-কে এমন সব সংস্থায় বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে, যেগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্বল। সেই বিনিয়োগ যে লাভজনক নয়, তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে একদিকে এলআইসি-র মুনাফা কমছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। সরকার যে এ ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে ধাপে ধাপে বেসরকারিকরণের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই বেসরকারিকরণ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিলে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নষ্ট হয়, তেমনই সমাজের দুর্বল শ্রেণির উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। কারণ, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি অনেক সময় সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে এমন কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে, যা লাভজনক না হলেও জনহিতকর। বেসরকারি সংস্থাগুলি এ ধরনের দায়বদ্ধতা নেয় না। এখানে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি এলআইসি-র ভবিষ্যৎ আর সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় নেই? নাকি এই ধাপে ধাপে বিক্রির মাধ্যমে সরকার কৌশলে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদের কর্তৃত্ব হারাচ্ছে? এবং যদি তাই হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম কি আর এলআইসি-কে সেই ভরসার প্রতীক হিসেবে দেখতে পাবে, যা এক সময়ের ভারতীয় সমাজে ছিল? প্রশ্ন আরও রয়েছে। বিমা খাতে বিদেশি লগ্নির পরিমাণ বাড়ছে। নানা বিদেশি বিমা সংস্থা ভারতীয় বাজারে পা রাখছে। প্রতিযোগিতা যেমন বাড়ছে, তেমনই ঝুঁকিও বাড়ছে। এলআইসি-র মতো একটি সংস্থার পুঁজির উপর আন্তর্জাতিক বাজারের চাপ পড়তে শুরু করেছে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটির মূলনীতি এবং দায়বদ্ধতা বিবর্তিত হচ্ছে এক কৌশলগত বাণিজ্যিক মডেলে, যেখানে সামাজিক দায়ের বদলে মূল লক্ষ্য হচ্ছে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি। এলআইসি-র এই পরিবর্তন শুধু এককভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, বরং ভারতীয় অর্থনৈতিক নীতির একটি প্রতিচ্ছবি। এই পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্পোরেটমুখী অবস্থান এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের স্বার্থ রক্ষার দায়বোধের অভাব। অতএব, এলআইসি-র ভবিষ্যৎ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত কেবল শেয়ার মূল্যের ওঠানামা নয়, বরং রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্কের প্রকৃতি এবং তাতে 'নগদিকরণ' নীতির প্রভাব কীভাবে পড়ছে, তার বিচার। নতুন প্রজন্মের সামনে এলআইসি-র ভাবমূর্তি আর আগের মতো 'নিরাপদ' বা 'বিশ্বাসযোগ্য' নয়। এমনকী গ্রামীণ ভারতেও এখন অনেকেই বেসরকারি বিমা সংস্থার দিকে ঝুঁকছেন, যেখানে 'নির্ভরযোগ্যতা' নয়, বরং 'লভ্যাংশ' মুখ্য হয়ে উঠছে। অথচ এক সময় এলআইসি ছিল গ্রামীণ ভারতীয় অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেখানে এক কর্মচারী বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চয় এবং বিমার গুরুত্ব বুঝিয়ে আসতেন। আজ সেই মানবিক সংযোগটিও হারিয়ে যেতে বসেছে। শেষ পর্যন্ত, এলআইসি-র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সরকারের নীতিগত অবস্থানের উপর। যদি সরকার মনে করে, এই সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সমাজকল্যাণ এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক সুরক্ষা, তাহলে তা বজায় রাখতে হবে। আর যদি রাষ্ট্রীয় সম্পদের আর্থিকীকরণই একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহলে এলআইসি-র মতো সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতা হারিয়ে যাবে। এই পরিবর্তন শুধু আর্থিক ব্যবস্থার নয়, এটি একটি মূল্যবোধগত রূপান্তর। যেখানে নাগরিক আর রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক শুধুমাত্র পণ্য ও সেবার বিনিময়ে স্থির হয়, সেখানে 'বিশ্বাস', 'দায়বদ্ধতা' ও 'সমাজকল্যাণ' ক্রমশ গুরুত্ব হারায়। এলআইসি-র ভবিষ্যৎ সেই অর্থে কেবল একটি বিমা সংস্থার ভবিষ্যৎ নয়, এটি ভবিষ্যতের রাষ্ট্রচিন্তার ও নাগরিক দায়বোধের প্রতিচ্ছবি। তাই এই সন্ধিক্ষণে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় নীতির পুনর্বিবেচনা। প্রয়োজন এলআইসি-র মতো সংস্থার ঐতিহ্য ও আদর্শকে নতুন করে মূল্যায়ন করার। কারণ, একটি রাষ্ট্র তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন সে তার জনগণের আর্থিক সুরক্ষাকে লাভের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। এলআইসি সেই আদর্শের প্রতীক। সেটিকে যদি আমরা হারাই, তাহলে হারাবো আমাদের ভবিষ্যতের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা;যা কেবল একটি সংস্থার নয়, গোটা জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

## এয়ার ইন্ডিয়ার অন্ধকার অধ্যায় আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পর্যালোচনা

**দুরন্তবার্তা, বিশেষ প্রতিনিধি ঃ** আবারও একটি বিমানের দুর্ঘটনা, আবারও কাঁপল দেশের হৃদয়। গুজরাতের আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক বিমান দুর্ঘটনাটি শুধু একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত বিভ্রাট নয়, এটি বহু অদক্ষতা, গাফিলতি এবং অনিয়মের নিষ্ঠুর ফল। ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও গর্বের সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া, যার নাম শুনলেই এক সময় মানুষের মনে ভরসা জেগে উঠত; আজ সেই নামটির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন, আশঙ্কা, আর গভীর হতাশা। আহমেদাবাদে বিধ্বস্ত হওয়া বিমানটি যখন রানওয়ে ছেড়ে আকাশে উঠতে চেয়েছিল, তখনও কেউ ভাবতে পারেনি, আর কিছুমাত্র সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন বিপর্যয়ের দিকে গড়াবে। যাত্রীরা তখনও ভাবছিলেন, হয়তো দেরি হবে, হয়তো সাময়িক কোনও সমস্যার কারণে বিমানের গতি কম, কিন্তু যেটা ঘটল, তা শ্বাসরুদ্ধকর। বিমানের একাংশ হঠাৎ করেই তীব্র শব্দ করে ভেঙে পড়ে, চারিদিকে ধোঁয়া আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই দুর্ঘটনা কেবলই এক মর্মান্তিক ঘটনা নয়, বরং তা ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এয়ার ইন্ডিয়া, এককালে যা ভারতের গর্ব ছিল, আজ একের পর এক অভিযোগ, অদক্ষ পরিচালনা ও বেহাল রক্ষণাবেক্ষণের প্রতীক হয়ে উঠেছে। একাধিক রিপোর্টে ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে, কীভাবে সংস্থার অনেক বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে হচ্ছে না, কীভাবে প্রশিক্ষণের ঘাটতি থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল কর্মীদের অভাব প্রায় প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পরে আবারও সেই প্রশ্ন সামনে উঠে এল;এই সংস্থাকে আদৌ আর ভরসা করা যায় কি? বিমান দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়, সেখানে শুধু পাইলট বা ইঞ্জিনের দোষ নয়, বরং একটি বিস্তৃত কাঠামোতাত্ত্বিক দুর্বলতা কাজ করছে। ফ্লাইট অপারেশন, রানওয়ে ব্যবস্থাপনা, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;এসব মিলেই তৈরি করছে এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে নিরাপত্তা যেন ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে। আহমেদাবাদ দুর্ঘটনা তারই এক করুণ প্রতিফলন। সরকার এয়ার ইন্ডিয়াকে বেসরকারীকরণ করে একটি নতুন দিশা দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু টাটার অধীনে আসার পরও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। কর্মীদের মধ্যে এখনও বহু জায়গায় আগের মতোই দুর্ব্যবস্থা রয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকাঠামোতে বড়সড় বিনিয়োগের অভাব, পুরনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকা; সব মিলিয়ে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আহমেদাবাদে বিধ্বস্ত হওয়া বিমানের যাত্রীদের অভিজ্ঞতা ছিল আতঙ্কে মোড়া। অনেকে প্রাণে বাঁচলেও, তারা এখনও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। একজন যাত্রী বর্ণনা করেছেন, কিভাবে হঠাৎ ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল কেবিন, কীভাবে ছুটোছুটি করে দরজা খোলার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। অথচ এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি ছিল না বিমানকর্মীদেরও। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, ক্রুদের জরুরি অবস্থার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই, যা একটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার ক্ষেত্রে চরম উদ্বেগের বিষয়। এই ঘটনার পর DGCA (Directorate General of Civil Aviation)-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাদের উপর, তাদের নিয়মিত নিরীক্ষা, হঠাৎ পরিদর্শন, এবং বিমানের ফিটনেস রিপোর্ট খতিয়ে দেখা;এসব কাজ আদৌ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। DGCA যদি আগেভাগে রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি ধরতে পারত, তাহলে হয়তো এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। একদিকে যখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিমান সংস্থাগুলি প্রযুক্তির উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি এবং গ্রাহক সন্তুষ্টিতে মনোনিবেশ করছে, তখন ভারতের প্রাচীনতম এই বিমান সংস্থা যেন সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। এই পিছিয়ে পড়া শুধু প্রযুক্তিগত নয়, মানসিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্তরেও গভীর। বিমান দুর্ঘটনা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি এক দীর্ঘদিনের গাফিলতির ফল। একে প্রতিরোধ করতে গেলে শুধু দায়ীদের শাস্তি দিলেই হবে না, বরং গোটা ব্যবস্থাটির আমূল সংস্কার দরকার। কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, স্বচ্ছ অপারেশনাল সিস্টেম এবং জবাবদিহির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এয়ার ইন্ডিয়াকে শুধু একটি সংস্থা হিসেবে নয়, দেশের আন্তর্জাতিক পরিচয়, আস্থার প্রতীক হিসেবেও ভাবতে হবে। কারণ প্রতিটি যাত্রীর জীবন অমূল্য। প্রতিটি দুর্ঘটনা শুধুই পরিসংখ্যান নয়, বরং বহু পরিবারের জীবনের এক অন্ধকার অধ্যায়। আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পরে সরকার এবং টাটা গোষ্ঠী দু'পক্ষই তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে; এই তদন্ত কি শুধু আরেকটি রিপোর্ট হয়ে ফাইলের পাতায় চাপা পড়ে যাবে? নাকি বাস্তবিকই কোনও পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটবে? অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, প্রতিটি দুর্ঘটনার পর একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, কিছু সুপারিশও এসেছে, কিন্তু সেগুলোর কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এবার সময় এসেছে মুখোশ সরিয়ে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার। ভারতের বিমান চলাচলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এয়ার ইন্ডিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে শুধু আর্থিক লগ্নি নয়, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারও অত্যাবশ্যক। প্রতিটি বিমানের নিরাপত্তা, প্রতিটি যাত্রীর আশ্বাস; এই দুই ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে থাকবে আগামী ভারতের আকাশপথ। আহমেদাবাদ দুর্ঘটনা যেন হয়ে উঠুক এক যুগান্তকারী মুহূর্ত, যেখান থেকে ভারতীয় বিমান চলাচলের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। যেন কোনও যাত্রীকে আতঙ্কের যাত্রা করতে না হয়, আর কোনও পরিবারকে প্রিয়জনকে হারাতে না হয়। যেন না ভুলে যাই, একটি বিমানের পতনের পেছনে থাকে বহু মানুষের দায়িত্বে অবহেলা। এবং সেই অবহেলার মাশুল যেন আর কেউ না দেয়; এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

# পণ্য পরিবহনের জন্য গ্রাহক সংযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে জোরদার পদক্ষেপ অব্যাহত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১৬ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের মধ্যে মাল পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং

গ্রাহকদের সাথে আরও ভালো সংযোগ স্থাপনের জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই ধরণের পদক্ষেপের মধ্যে, গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর সুগম ও সহজ পরিবহণের লক্ষ্যে ২০২৫-এর মে মাসে অন্তর্মুখী ও বহির্গামী পণ্য ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ফরবেসগঞ্জ স্টেশনটি ৫ মে, ২০২৫ থেকে ৬ মাসের জন্য খাদ্যশস্য এবং ভুট্টার বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী উভয় ধরণের পরিবহন হ্যান্ডলিং-এর জন্য পুনরায় খোলা হয়েছে। লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর স্টেশনটিও ২৬ মে, ২০২৫ থেকে অভ্যন্তরীণ পার্সেল ভ্যান হ্যান্ডলিং-এর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার ডিভিশনের অন্যান্য ফ্রন্টে বিডিইউ (বিজনেস ডেভলপমেন্ট ইউনিট) পদক্ষেপগুলিকে উন্নত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণিয়া, রানীপাত্র, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ, জালালগড়, বাথনাহা, ফরবেসগঞ্জ, সূর্য্য কমল, ডালখোলা এবং কাটিহার সহ কাটিহার ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্টেশন থেকে ভুট্টার মোট ৮২ টি রেক বুক করা হয়, যার ফলে ৩৯.২৪ কোটি টাকা মালবাহী রাজস্ব পাওয়া যায়। এছাড়াও, বিডিইউ-এর প্রচেষ্টায়, লামডিং ডিভিশনের বিভিন্ন স্থান থেকে জিরাণীয়া এবং সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে পরিবহনের জন্য স্টোন চিপস-এর ১৬০৩টি ওয়াগন বুক করা হয়, যার ফলে ২০২৫-এর মে মাসে ৬.৩০ কোটি টাকার মালবাহী রাজস্ব আয় হয়। এছাড়াও. বিডিইউ পদক্ষেপের অধীনে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ফালাকাটা স্টেশন থেকে আগরতলা স্টেশন পর্যন্ত ১২ রেক আলু লোড করা হয়, যার ফলে ০.৮১ কোটি টাকা মালবাহী রাজস্ব আয় হয়। অতিরিক্তভাবে, ফালাকাটা এবং তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে তিরুপ্পুর, ইরোড এবং মুজাফফরনগর স্টেশনের জন্য ভুট্টার ২.৫টি রেক (১০৫টি ওয়াগন) লোড করা হয়, যার ফলে ২.১০ কোটি টাকার মালবাহী রাজস্ব আয় হয়। মাল পরিবহনে গ্রাহক সংযোগ উন্নত করা হলে ব্যবসায়িক ইউনিট এবং রেলওয়ের মধ্যে মতবিনিময়ের ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে, যা অতুলনীয় সুবিধা, দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা প্রদান করবে। ডিজিটালাইজেশনকে গ্রহণ করে এবং গ্রাহক -কেন্দ্রিক নীতিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে, ভারতীয় রেলওয়ে দেশে লজিস্টিক পরিষেবার জন্য পছন্দের বিকল্প হয়ে উঠার দিকে অগ্রসর।

# সেনাকর্মীর পরিচয় দিয়ে টাকা হাতানো, শিক্ষিকাকে প্রতারণার অভিযোগে ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ জুন ঃ ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে সেনাকর্মীর পরিচয় দিয়ে শিক্ষিকাকে প্রতারণা। নগদ টাকা হাতানো থেকে রাত্রিবাস করার অভিযোগ। শেষপর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ল ভুয়ো সেনাকর্মী যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের নাম অভিষেক মুখোপাধ্যায়, কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা। সোমবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে তিন দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় জানা গেছে, দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের বাসিন্দা এক স্কুল শিক্ষিকা ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে ধৃত অভিষেকের সঙ্গে পরিচয় হয়। অভিষেক নিজেকে একজন সেনা আধিকারিক বলে পরিচয় দেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, অভিষেক নিজেকে তিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে জানান। পরিচয় পর্বের পর ওই যুবক বেশ কয়েকবার দুর্গাপুরে আসেন। তাও আবার নীলবাতি লাগানো গাড়িতে করে। প্রতারিত ওই শিক্ষিকার সঙ্গে ঘোরাঘুরিও করেন। এমনকি শিক্ষিকার বাড়িতে গিয়ে বাবা মায়ের সাথে পরিচয় করেন। অভিযোগ, এমনকি শিক্ষিকার বাড়িতেও রাত্রিবাস করেন ওই যুবক। তারপর বিয়ের প্রস্তাব দেন। মাস কয়েক পর ওই যুবকের কাজ-কর্ম সহ কথাবার্তাতে শিক্ষিকার বাবা - মায়ের সন্দেহ হয়। এবং তাঁরা মেয়ের বিয়েতে আপত্তি করেন। কিন্তু শিক্ষিকা, বাবা- মায়ের আপত্তিকে তোয়াক্কা না করে ওই যুবককে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন। যদিও পরে জানা যায় ওই বিয়েটাও ছিল ভুয়ো। প্রতারিত হয়ে ওই শিক্ষিকার বাবা- মা সিটিসেন্টার ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হন। তারমধ্যে কয়েকদিন আগে ওই যুবক দুর্গাপুরে এসে একটি হোটেল থাকতে শুরু করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিষেক নামে ওই যুবকে থানায় ডেকে পাঠান। সেইমত রবিবার এক আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ফাঁড়িতে যান ওই যুবক। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন। যুবকের কথায় অসঙ্গতি থাকায় সন্দেহ জোরালো হয় তদন্তকারী পুলিশের। এবং সেনাকর্মীর পরিচয় পত্র দেখতে চায় পুলিশ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী হওয়া সেসব দেখাতে অস্বীকার করে দায় এড়ানোর চেষ্টা করে ওই যুবক। কিন্তু পুলিশের কড়া জেরার মুখে অবশেষে নতি স্বীকার করে ওই যুবক। এবং স্বীকার করে নেয় ভুয়ো সেনা আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে ওই শিক্ষিকার সঙ্গে মেলামেশা করছিলেন। তারপরই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, 'যুবককে আদালতে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

# কোলাঘাটের টোপা-ড্রেনেজ খালের উপর ভেঙে যাওয়া কাঠের ব্রীজটি জরুরী ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ সহ কংক্রিটের ব্রীজ নির্মাণের দাবী

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ১৬ জুন ঃ কোলাঘাটের গোবিন্দচকে টোপা-ড্রেনেজ খালের উপর ভেঙে যাওয়া কাঠের ব্রীজটি জরুরী ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ সহ দ্রুত কংক্রিটের ব্রীজ নির্মাণের দাবী। সেচ দপ্তরের আধিকারিকের ব্রীজ পরিদর্শন। কোলাঘাট ব্লকের টোপা-ড্রেনেজ খালের উপর গোবিন্দচকের কাঠের ব্রীজ দিয়ে সম্প্রতি মোটর সাইকেল নিয়ে এক ব্যক্তি পারাপার করার সময় ব্রীজটির খানিক অংশ ভেঙে যায়। তবে মোটর সাইকেল আরোহী ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। আপাতত স্থানীয় অধিবাসীরা ব্রীজে বাঁশ দিয়ে ঘিরে যাতায়াত বন্ধ করে রেখেছে। অবিলম্বে ভেঙে যাওয়া কাঠের ব্রীজটি জরুরী ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ সহ দ্রুত কংক্রিটের ব্রীজ নির্মাণের দাবীতে কোলাঘাটের বি ডি ও এবং সেচ দপ্তরের এস ডি ও কে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে অবহিত করা হলে আজ সেচ দপ্তরের খন্যাডিহির সেকশান অফিসের আধিকারিকরা ব্রীজটি সকালে পরিদর্শনে আসেন। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দ্রুত নতুন করে ওই স্থানে কাঠের ব্রীজ নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে এস্টিমেট তৈরি করে উচ্চ আধিকারিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। সাগরবা। গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোবিন্দচক গ্রামের ওই কাঠের ব্রীজ দিয়ে গোবিন্দচক, আমিরচক সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মানুষজন যাতায়াত করেন। ওই ব্রীজ সংলগ্ন দুই দিকের বাঁধে কয়েকটি হোসিয়ারী কারখানা থাকায় কয়েক'শ মহিলা সহ পুরুষেরা নিয়মিত ব্রীজ দিয়ে যাতায়াত করেন। খালের একদিকের বাঁধটি কংক্রিটের, আরেকদিকের বাঁধটি মোরামের। এছা।।ও ওই ব্রীজ দিয়ে উপরোক্ত গ্রামগুলির মানুষজন চাষাবাদ সহ বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করেন। কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক অভিযোগ করেন, ওই খালের উপরে যোগীদহ,চাপদা, উত্তর জিঞ্জাদাতে কংক্রিটের ব্রীজ রয়েছে। সম্প্রতি পুরানো ওই ব্রীজগুলি ভেঙে ওই স্থানে আবার নতুন ব্রীজ নির্মান সহ চাপদা ও যোগীদহের মাঝে পরমানন্দপুরে আরো একটি অতিরিক্ত নতুন কংক্রিটের ব্রীজ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অথচ বরদাবা। ও উত্তর জিঞ্জাদার মাঝে গোবিন্দচকের এই কাঠের ব্রীজটি কংক্রিটের করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। আমাদের দাবী, অবিলম্বে জরুরী ভিত্তিতে ওই কাঠের ব্রীজটি পুনর্নির্মাণ করে যাতায়াতের বন্দোবস্তের পাশাপাশি দ্রুত কংক্রিটের ব্রীজ করা হোক।

# প্রবীণদের প্রতি নির্যাতনে আইনী সহায়তা বিষয়ক আলোচনা সভা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ জুন ঃ সমাজের প্রবীন মানুষরা সকলের আশীর্বাদ, অভিভাবক। সেই প্রবীন মানুষেরা কোনো আইনী সমস্যায় পালে তারা কি সাহায্য পাবেন এই বিষয়ে এক আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্থ ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির নির্দেশে বীরভূম ডিস্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি ও বীরভূম জেলা পুলিশের শান্তিনিকেতন থানার সংযুক্ত যৌথ উদ্যোগে ১৫ জুন ওয়ার্ল্ড অবজারভেশন এলডার এ্যাবইউজ ডে উপলক্ষ্যে এই আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। বোলপুর শান্তিনিকেতন এলাকার একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সমাজকর্মী, বোলপুর এলাকার দুটি আইন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, পুলিশ কর্মী সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করেন। প্রবীন মানুষদের জমি জায়গা সংক্রান্ত সহ ব্যাক্তিগত বা পারিবারিক কারনে যদি কোনো সমস্যার সম্মুক্ষীন হন তাহলে কিভাবে আইনী সাহায্য পাবেন সে বিষয়ে এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের প্রতি নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। পরিবারে বৃদ্ধ বাবা মা বা দাদু দিদিমাদের প্রতি নির্যাতন, বঞ্চনার ঘটনা বা।ছে। কোন প্রবীণ মানুষ নির্যাতনের শিকার হলে তারা পুলিশ ও আদালত থেকে কি ভাবে আইনী সহায্য - পরামর্শ পাবেন, এবং তাদের সমস্যার সমাধান করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রবীনরা কোনো সমস্যায় প।লে পুলিশ সব সময় সব বিষয়ে সাহায্য করবে সেকথাও জানানো হয় পুলিশের তরফে।

# গুলিবিদ্ধ টোটো চালক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুনঃ মালদা যেন পরিণত হয়েছে বন্দুকরাজে। অস্ত্র নিয়ে চলছে সর্বত্র দাপাদাপি। এবার সেই দৌরাত্মের শিকার এক টোটো চালক। তিনি গোটা ঘটনায় জড়িত নন। চেনেন না উভয় পক্ষের কাউকেই। কিন্তু তারপরেও দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মাশুল গুনতে হল এই টোটো চালককে। ঘটনা মালদার মোজমপুরের। সোমবার সেখানে একেবারে প্রকাশ্যে মাঝরাস্তায় বন্দুক হাতে সংঘর্ষে মেতেছিল দুই দুস্কৃতী গোষ্ঠী। সেই সময়েই ওখানে রাস্তা পার করছিলেন এক টোটো চালক। দুই গোষ্ঠীর বেপরোয়া গুলির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে যান তিনি। হন গুলিবিদ্ধ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের নাম আমির শেখ। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার অন্তর্গত গোলাপগঞ্জ এলাকায়। এদিন মোজমপুর হয়ে আম নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে আসছিলেন তিনি। তখন বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যান আমির। বেশ কয়েকটি গুলি ছেদ করেছে তার টোটোর সামনে কাচ। গুলির দাগ রয়েছে টোটোর অন্যান্য অংশেও। এদিন গুলির লাগার পরেই প্রথমে অবস্থাতেই পরিবার-পরিজনকে খবর দেন আমির। বেশ সময়ই তাকে উদ্ধার করে পৌঁছে যায় তার বাড়ির লোকজন। মোজমপুর থেকে উদ্ধার করে আমিরকে নিয়ে যাওয়া সিলামপুরের একটি গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে রেফার করে তাকে পাঠানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে সাময়িক চিকিৎসা হওয়ার পর পরিবারের উদ্যোগে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। আপাতত সেখানে চিকিৎসাধীন আমির। ইতিমধ্যে কালিয়াচক থানায় আক্রান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে দুই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে লিখিত অভিযোগ। তদন্ত চলছে। এখনও অভিযুক্তদের পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি।

# বজ্রপাতে মৃত্যু নাবালকের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ জুন ঃ বজ্রপাতে মৃত্যু নাবালকের। ঘটনাটি ঘটেছে সিমলাগরের চাঁপাহাটির মাঠপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পান্ডুয়া থানার পুলিশ। বজ্রপাতে মৃত্যু হলো এক নাবালকের। মৃতের নাম শেখ বাদশা (১৬)। তারাই দেহ উদ্ধার করে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এ দিন বেলা ১২টা নাগাদ বাদশা বাড়ির কাছের একটি পুকুরে স্নান করতে যায়। সেই সময়ে আচমকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হয়। তখন বাদশা পুকুর থেকে উঠে এসে একটি বট গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। এর পরেই বাজ পড়ে সেখানে। অচৈতন্য হয়ে যায় বাদশা। তাকে গাছের তলায় অচৈতন্য অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তারাই খবর দেয় পুলিশে। ইতিমধ্যেই মৃতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বজ্রাঘাতেই ওই নাবালকের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান।

# মন্ত্রীর স্বামীকে বেধড়ক মার! প্রতিবাদে পথে তৃণমূল, তুলকালাম পরিস্থিতি বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জুন ঃ মন্ত্রীর স্বামীকে মারধরের ঘটনায় এবার পথে নামল তৃণমূল। খাতড়া বাজারে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল ও সভা তৃণমূলের। গত শুক্রবার রাতে রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামী তুহিন মান্ডির উপর হামলা ও মারধরের ঘটনাকে ঘিরে ক্রমশই উত্তাপ চাচ্ছে বাঁকুড়ায়। মিথ্যা অভিযোগে বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতার ও মারধরের প্রতিবাদে দলীয় কার্যালয়ে পুলিসি হানার প্রতিবাদে বিজেপির আন্দোলনের পর এবার হামলা ও মারধরের প্রতিবাদে রাস্তায় নামল তৃণমূল। গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার খাতড়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে মিছিল ও সভা করে তৃণমূল। হাজির ছিলেন খোদ মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। গত শুক্রবার বাঁকুড়ার খাতড়ায় আক্রান্ত হন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামী তুহিন মান্ডি। বিজেপি পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়ে মারধর করেছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী। এই ঘটনার পর থেকেই উত্তপ্ত খাতড়া তথা বাঁকুড়ার রাজনীতি। পুলিস এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ৫ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতারের পাশাপাশি শনিবার গভীর রাতে অভিযুক্তদের খোঁজে হানা দেয় বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে। অভিযোগ দলীয় কার্যালয়ের তালা ভেঙে পুলিস ভিতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। সেই ঘটনায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বাঁকুড়া সদর থানা ঘেরাও করে বিজেপি কর্মীরা রবিবার প্রবল বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার কড়া প্রতিক্রিয়া দেন। ঘটনা নিয়ে বিজেপি রাস্তায় নামায় পাল্টা রাস্তায় নামার ডাক দেয় তৃণমূলও। বাঁকুড়ার খাতড়ায় মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে তার প্রতিবাদে খাতড়ায় মিছিল ও সভার আয়োজন করেন। মন্ত্রীর দাবি, এতদিন ধরে খাতড়াকে তাঁরা শান্ত করে রেখেছেন। বর্তমানে বিজেপির গুন্ডা বাহিনী সেই খাতড়াকে অশান্ত করতে চাইছে। সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপির সেই পরিচয় তুলে ধরতেই এই মিছিল ও সভার আয়োজন।

# সামনেই রথযাত্রা, পূর্বস্থলীর নতুনগ্রামে ৪০ হাজার কাঠের জগন্নাথ মূর্তি তৈরিতে চূড়ান্ত ব্যস্ততা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৬ জুন ঃ নতুনগ্রামে এখন উৎসবের আমেজ। কারণ সামনে রথযাত্রা। আর এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে চূড়ান্ত ব্যস্ততায় মেতে উঠেছে পূর্বস্থলী-২ ব্লকের পিলা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী

কাঠপুতুল শিল্পীগ্রাম নতুনগ্রাম। একে একে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি যেন এক একটি ছোট কারখানায় পরিণত হয়েছে। শিল্পীরা এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত। ছোট থেকে বড়- বিভিন্ন সাইজের কাঠের তৈরি মূর্তি তৈরি হচ্ছে এখানে, যেগুলি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রথের মেলায় পাড়ি দেবে। গ্রামের প্রবীণ শিল্পী বিশ্বনাথ সূত্রধর ও মাধব ভাস্কর জানান, এবছর প্রায় ৪০ হাজার কাঠের জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম তৈরি হয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ কাঠপুতুল এবার রথের মেলার বাজারে বিক্রি হবে। দমদম, নাগেরবাজার, শ্রীরামপুর, গুপ্তিপাড়া, কালীঘাট, চন্দননগর, এমনকি দিঘার মত পর্যটনস্থলেও বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে এই পুতুলগুলি। শুধু পুরুষ শিল্পীরাই নন, গ্রামের মহিলারাও এই শিল্পে সমানভাবে যুক্ত। কেউ রঙ দিচ্ছেন, কেউ কাঠের পুতুলে খড়িমাটির প্রলেপ বসাচ্ছেন, কেউ আবার ঝুড়িতে পুতুল সাজাচ্ছেন বিক্রির জন্য। গ্রামের মহিলা শিল্পী টুম্পা সূত্রধর ও মাম্পি সূত্রধর জানাচ্ছেন, প্রতিটি বাড়িতেই প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০টি ছোট-বড় জগন্নাথ তৈরি হয়েছে। ছোট পুতুল তিন ইঞ্চি থেকে শুরু করে বড় মূর্তিও তৈরি হয়েছে। রথের মেলায় বিক্রি ভালো হওয়ায় অনেকেই এবার দীঘার মতো জায়গায় যাচ্ছেন নতুন বাজার ধরার আশায়। নতুনগ্রামের শিল্পীরা আগে শুধু কাঠের পেঁচা, রাজা-রানী পুতুল তৈরিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তাঁরা ঘরসজ্জার উপযোগী নানান কাঠের সামগ্রীও তৈরি করছেন-যেমন পেঁচা দিয়ে তৈরি ঘড়ি, চেন, শোপিস, এমনকি কাঠের আসবাবপত্রও। ডাইনিং টেবিল, বসার চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, পুরনো আমলের সিন্দুক-সবেতেই থাকছে কাঠপুতুলের ছোঁয়া ও সূক্ষ্ম কারুকার্য। এসব নতুন ধারা স্থানীয় শিল্পের বাজার বাড়িয়ে দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিয়েছে গ্রামবাসীদের। এই ঐতিহ্য আজ শুধুই রথের মেলার সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। ব্যাঙ্গালুরু, দিল্লি, মুম্বইসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নতুনগ্রামের কাঠপুতুলের কদর বাড়ছে। এমনকি বিদেশেও পৌঁছে গেছে এখানকার শিল্প। যেমন-কাঠের তৈরি রাশিয়ান ডল স্থান পেয়েছে স্পেনের এক মিউজিয়ামে এবং আফ্রিকান ডলের অনুকরণে তৈরি দুর্গাপ্রতিমা বিক্রি হচ্ছে 'বিশ্ববাংলা' বিপণন কেন্দ্রে। নতুনগ্রামের কাঠপুতুল শুধু একটি শিল্প নয়, এটি একটি জীবনধারা, একটি ঐতিহ্য, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে আছে। রথের মেলা হোক বা ঘরসজ্জার আসবাব, নতুনগ্রামের শিল্পীরা আজ তাদের দক্ষ হাতে গড়া কাঠপুতুল দিয়ে বাঙালির সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতাকে তুলে ধরছেন রাজ্য, দেশ ও বিদেশের দরবারে।

# টাকা খরচ করে ভারতের নাগরিক হয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশিরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুনঃ লাগবে শুধু ৩৫ হাজার টাকা। তা হলেই কেল্লাফতে। তৈরি হয়ে যাবে ভুয়ো আধার কার্ড। ক্রেতা সেজে শিলিগুড়িতে এই ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির চক্রকে ধরল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে ৭ জনকে। উদ্ধার করা হয়েছে জাল আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড। সোমবার শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় একটি বহুতলে অভিযান চালায় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, ভক্তিনগর থানার পুলিশ ও আশিঘর আউটপোস্টের পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। ক্রেতা সেজেই ওই আধার কার্ড তৈরির সেন্টারে

এসেছিল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশের একটি টিম। ৩৫ হাজার টাকায় আধার কার্ড তৈরির কথা হয়। অগ্রিম হিসেবে ১৭ হাজার টাকাও দেওয়া হয়। এরপরই হাতেনাতে ধরা হয় সাতজনকে। ধৃতদের নাম চিত্তরঞ্জন সরকার, ষষ্ঠী মণ্ডল, টিটু দাস, বিশ্বজিৎ রায়, মঙ্গলু সিংহ গৌতম, হরি কিশোর রায় এবং আবেশ গুপ্তা। ধৃত চিত্তরঞ্জন সরকারের ঊষা ডিজিটাল ফোটো স্টুডিয়োতে তৈরি হত নকল আধার কার্ড, নকল ভোটার কার্ড, নকল জাতি শংসাপত্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই ফাঁদ পেতেছিল পুলিশ। এদিন পুলিশের অভিযানে একের পর এক নথি বেরিয়ে আসে। এই চক্রে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, বাংলাদেশিদের তৈরি করে দেওয়া হত এইসব সরকারি পরিচয়পত্র। এই পরিচয়পত্র ব্যবহার করেই 'ভারতীয়' হয়ে যান বাংলাদেশিরা। এখনও পর্যন্ত কাদের আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# 'পুলিশের চাপ, ফ্ল্যাগ মিটিং করল বিএসএফ', বাংলাদেশ থেকে ফিরলেন 'পুশ ব্যাক' হওয়া বাংলার ৩ শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ জুনঃ বিএসএফ-এর ওপর 'চাপ' কোচবিহার পুলিশের। বাংলাদেশে পাঠানো তিন ভারতীয় শ্রমিককে ফের নিয়ে আসা হল ভারতে। মহারাষ্ট্র থেকে তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। তারপর তাঁদের বিএসএফ হেফাজতে নেয়। এরপর বিএসএফ তাঁদের পুশব্যাক করে বাংলাদেশে। সেই তিন শ্রমিক আদতেই ভারতীয়, তাঁদের কাছে রয়েছে যাবতীয় নথি। এ খবর পাওয়া মাত্রই কোচবিহার পুলিশের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয় বিএসএফের সঙ্গে। এরপর ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাঁদের ফের ফিরিয়ে আনা হয় দেশে। বর্তমানে মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দফতরে রয়েছেন তিন শ্রমিক। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানিয়েছেন, বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া ওই তিন শ্রমিক হলেন নিজামুদ্দিন মণ্ডল, তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায়। মিনারুল শেখ, তাঁর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়, মোস্তাফা কালম শেখ পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের বাসিন্দা। তাঁরা যখন মুম্বইতে কাজ করতেন। তখন তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে মুম্বই পুলিশ গ্রেফতার করে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। এরপর তাঁদের কোচবিহার জেলায় এনে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশ সুপার বলেন, ''আমরা খবর পাই ১৫৬ ব্যাটেলিয়নের রতনপুর বিওপি-এলাকায় জিরো পয়েন্টে বিজিবি-র হেফাজতে ওই তিন শ্রমিক রয়েছেন। খবর পেয়েই কোচবিহার পুলিশ তৎপর হয়। মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমান পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁদের নথি সংগ্রহ করা হয়। বিএসএফের কাছে আবেদন করা হয়। যাতে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হয়। কোচবিহার পুলিশের চাপে পড়ে বিজিবি-র সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করে তিন জনকে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর মেখলিগঞ্জ থানায় দেওয়া হয়।'' বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া নিজামুদ্দিন শেয়ার করেন নিজেদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলেন, ''মুম্বইয়ের নালাসুপাড়াতে আমরা থাকি। গত ৯ তারিখ রাত তিনটের সময়ে মুম্বই পুলিশ আসে। বলা হয়, বাঙালিতে চেকিং করা হচ্ছে। আইডি দিতে বলা হয়। আমরা কাগজপত্র নিয়ে পুলিশ চৌকিতে যাই। সব কাগজ দেখাই। তারপরওমোবাইল নেয়। আর তারপরই বাধে গোল।'' তিনি বলেন, ''কল লিস্টে আমার এক বাংলাদেশি বন্ধুর নম্বর পায়। অনেক আগেফোন করেছিল। তখন বলা হয়, আমাদের ভারতের সমস্ত নথিই মিথ্যা। তারপর আমাদের পানরেলে পাঠায়। সেখান থেকে পুনেতে। বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে হ্যান্ড ওভার করে।'' খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই পুশব্যাক ইস্যুতে সোমবার বিধানসভাতেও সরব হন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যেখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার, সেখানে বাংলায় কথা বললেই নিশানা। পরিচয়পত্র থাকলেও ভারতীয়দের বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। বাংলায় কথা বললেই পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে।'' তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ''এটা একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ আসছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও বাংলা ভাষায় কথা বললেই, বলে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশি। বাংলাভাষায় তো বাঙালি কথা বলবেই। তারা তো ভারতীয়। সব নথি, তথ্য রয়েছে। কিন্তু, বাংলাভাষায় কথা বললেই তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছে। সত্যি কেউ অনুপ্রবেশকারী হলে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু, বাংলায় কথা বলেন এবং ভারতীয়, তাঁদের ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। চূড়ান্ত অপসংস্কৃতি শুরু হয়েছে। আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।''

# সন্তানদের সামনেই স্ত্রীর গলা কেটে পালালো স্বামী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৬ জুন ঃ তিন সন্তানের সামনেই স্ত্রীকে 'খুন' করে পালাল স্বামী! চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে সুতি থানার আহিরণ মাঠপাড়ায়। মৃতার নাম রেশমি বিবি (২২)। ঘটনা জানাজানি হতেই ওই বাড়ির সামনে ভিড় করেন এলাকার বাসিন্দারা। বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল মসিবুল শেখ ও রেশমি বিবির। তাঁদের তিন সন্তানও আছে। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন মসিবুল। ফলে বেশিরভাগ সময়ই তিনি কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। রবিবার রাতে বাড়িতে ফেরেন ওই ব্যক্তি। রাতেই শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ। সেই ঝগড়া ক্রমে আরও বা।ে। অভিযোগ, রেশমি বিবিকে মারধর করে মসিবুল। তিন সন্তান ভয়ে সিঁটিয়েছিল। সোমবার সকালের দিকে ফের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ দেখা যায় বলে। অভিযোগ, সে সময় হাঁসুয়া স্ত্রীর গলায় মসিবুল চালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকেন রেশমি। মেঝে ভেসে যায় রক্তে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান বলে খবর। সন্তানরা ওই ঘটনা দেখে আর্তনাদ করে উঠেছিল। অভিযোগ, মুখ বন্ধ না করলে তাদেরও মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয় বাবা। এরপরেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় ওই ব্যক্তি। প্রতিবেশীদের ঘটনার কথা জানায় সন্তানরা। ঘরের ভিতর রক্তাক্ত অবস্থায় রেশমিকে প।ে থাকতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেয়। আহিরন ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

**Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT**
**Birshibpur, Uluberia, Howrah**
**NOTICE INVITING e-TENDER**

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/ bidders vide NIT reference / memo no. 112/MGP , Dated : 16.06.2025 at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **18.06.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **26.06.2025 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
**PANCHLA PANCHAYAT SAMITY**
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
**NIT NO.-77/15th F.C. UNTIED/EO/PANCHLA/2025-2026**

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for **06 (Six) Nos**. different works at different places. Last date of submission of Bid **24/06/2025 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **26/06/2025 at 17.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

**মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা**

প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার জোকা-মাঝেরহাটের মাঝে রানিং ট্রাফিকের অধীনে বিয়ারিং-এর সিটিং সার্ফেস-এর সংশোধনী সহ গার্ডার সাপোর্ট সিস্টেম-এর পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ৯,৪১,৮৮,৯৮২.৪৮ টাকা। বায়না মূল্যঃ ৬,২১,০০০.০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমাঃ ১২(বারো) মাস। বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৮.০৭.২০২৫, দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/ পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৯১-২০২৪-রিকল(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Civil)/BR.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:-

**(1) NIT No.: KMC/XIII/122/5/25-26/BS (1st Call)**
Name of the work: **Maintenance of U/G Sewer at Bye Lane of M.G. Road, Banamali Banerjee Road near Pr. No. 1850, 13/2 etc in Uttaran Area in Ward No. 122, BR.-XIII.** Work Value: **₹ 2,99,880.30.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**

**(2) NIT No.: KMC/XIII/120/007/25-26/BUSTEE (1st Call)**
Name of the work: **Maint. of Sanitary Latrines at Bama Charan Roy Road & Sisir Bagan Road (Uttaran Area) in Ward No. 120, BR.-XIII.** Work Value: **₹ 2,99,827.82.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(3) NIT No.: KMC/XIII/119/12/25-26/UTTARAN (1st Call)**
Name of the work: **Construction of Sanitary Latrines at 50 S.N. Chatterjee Road and 7, Kedar Chatterjee Road (Uttaran Area) in Ward No. 119, BR.-XIII.** Work Value: **₹ 2,98,983.66.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **40 Days.**

**(4) NIT No.: KMC/XIII/117/010/25-26/BUSTEE (1st Call)**
Name of the work: **Development of C.C. Pavement at Roy Bahadur Road Bye Lane near Pr. No. 313/3, Jyotish Roy Road By Lane near Pr. No. 121C etc. Slum Area in Ward No. 117, BR.-XIII.** Work Value: **₹ 1,98,991.39.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **25 Days.**

**(5) NIT No.: KMC/XIII/117/003/25-26 (1st Call)**
Name of the work: **Maintenance of C.C. Pavement due to laying of under ground sewer at Roy Bahadur Road Bye Lane near Pr. No. 263 in Ward No. 117, BR.-XIII.** Work Value: **₹ 1,51,827.50.** Earnest Money: **₹ 3,100.00.** Period of Completion: **21 Days.**

**(6) NIT No.: KMC/XIII/120/006/25-26/BUSTEE (1st Call)**
Name of the work: **Repairing of U/G Drain at Indrajit Pally Uttaran Area at Bye Lane of James Long Sarani near Pr. No. 33/1, 33A etc, in Ward No. 120, BR.-XIII.** Work Value: **₹ 2,99,327.08.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **24.06.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 1) & 26.06.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 2 to 6).** Tender will be opened on: **26.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1) & 28.06.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 2 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2025 from 5 p.m. (for Sl. No. 1) & 17.06.2025 from 5 p.m. (for Sl. No. 2 to 6).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 6).**

**The EE (W.S)/(TPS), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works:-

**(1) NIT No.: KMC/WS/TPS/20/2025-2026**
Name of the work: **Renewing of 2 Nos. Exhaust Fans in Station 3 and procurement of spares for Starters and Exhaust Fans installed in TPS.** Estimated Amount: **₹ 1,81,300.77.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

**(2) NIT No.: KMC/WS/TPS/19/2025-2026**
Name of the work: **Renewing of LT Cables, Switches for existing Pillar Box and improvement of illumination by installing 105W LED Fittings near Park Circus Valve under Station 3 of TPS.** Estimated Amount: **₹ 3,07,618.42.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **26.06.2025 up to 2 p.m. (for Sl. No. 1& 2).** For detail information please visit website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

**The Executive Engineer II (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works:-

**(1) NIT No.: KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-06/2025-26**
Name of the work: **Lifting the existing defective 6 KV HT Motors against pump no. 3 from the base plate and reinstallation of 6 KV HT repaired spare motor on the base plate with other allied works at Clear Water Pumping Station ph-I under GRWW.** Estimated Amount : **₹ 1,80,530.43.** Earnest Money: **₹ 3,650.00.** Period of Completion: **03 Days.**

**(2) NIT No.: KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-05/2025-26**
Name of the work: **Supply & laying of power cable & control cable and other accessories for electrical operation of 05 nos. delivery side 600 mm dia. butterfly valve from control desk against 5 nos. V.T Pump at Low Lift Pumping Station under GRWW.** Estimated Amount: **₹ 4,73,673.84.** Earnest Money: **₹ 9,500.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last Date and Time of receipt of Tender (online): **28.06.2025 at 2 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Last Date and Time of opening of Tender (online): **30.06.2025 at 2 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

**The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following work:-

**NIT No.: KMC/WS/W79-15/T-24/25-26**
Name of the work: **Repairing of leakage by M. S. Jacketing on existing 1200 mm dia filtered water reserve main on Remount Road near the gate of Concor India Company Limited in Ward No. 79.** Estimated Amount: **₹ 2,96,879.00.** Earnest Money: **₹ 5,950.00.** Period of Completion: **07 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (online): **28.06.2025 at 11 a.m. / 30.06.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in.**

**The EE/WS/(ARSM SQ.BPS)** invites e-tender online in two bid system for the following work:-

**NIT No.: KMC/WS/ARSM/12/2025-26**
Name of the work: **Replacement of defective agitator shaft and blade of flocculator of flocculation tank at Jorabagan WTP cum BPS.** Estimated Amount: **₹ 1,65,599.00.** Earnest Money: **₹ 3,320.00.** Period of Completion: **25 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **26.06.2025 up to 2 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

**444/25-26**

# বিজ্ঞান ও পরিবেশ

## মৌসুনি দ্বীপে মানুষের স্বার্থে স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রও করার নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৬ জুন ঃ নদীভাঙন থেকে বিপর্যয় আসে। আর তা রুখতে প্রয়োজন সঠিক নদী বাঁধ। সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপে স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধের প্রয়োজন। আর সেটা চায় কলকাতা হাই কোর্ট। এই সংক্রান্ত এক জনস্বার্থ মামলায় গত শুক্রবার এমনই মত বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চের। আদালত জানিয়েছে, অবিলম্বে এনিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি, মৌসুনি দ্বীপের মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থে কংক্রিটের নদী বাঁধের পাশাপাশি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এছাড়াও জনস্বার্থ মামলায় একাধিক আবেদন জানিয়েছিলেন আইনজীবী রাজেশ ক্ষেত্রী। তাতে সেতু নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে জানিয়েছে আদালত।

মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত দ্বীপ হল মৌসুনি। কলকাতার কাছে পিঠে পর্যটকদের ভ্রমণের অন্যতম স্থানও এটি। কিন্তু একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ঘূর্ণিঝড় তছনছ করে দিয়েছে এই দ্বীপকে। ফি-বছর নদী বাঁধ ভেঙে

প্লাবিত হয় সুন্দরবনের গ্রামের পর গ্রাম। বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্রে ঘর ছাড়া মানুষের ঠাঁই হলেও, প্রতিবছরই বিপুল পরিমাণ ক্ষতির মুখে পড়তে হয় সুন্দরবনের এই দ্বীপের বাসিন্দাদের। মৌসুনি দ্বীপের স্থানীয়দের ক্ষতির প্রেক্ষিতে একাধিক আরজি নিয়ে ২০২১ সালে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন আইনজীবী রাজেশ ক্ষেত্রী। দীর্ঘ চার বছর ধরে ওই মামলা চলে। অবশেষে হাই কোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার নিস্পত্তি করে দেয়। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়লে একটি সেতু নির্মাণের সম্ভাবনা বিবেচনা এবং দ্বীপটি সার্বিক অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। আইনজীবী রাজেশ ক্ষেত্রী বলেন, মৌসুনি দ্বীপের স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন হলে মানুষ অনেক উপকৃত হবেন। যদি সেখানে একটি সেতু নির্মাণ করা যায় তাহলে যাতায়াতের যেমন সুবিধা হবে, তেমনই পর্যটকদের অন্যতম ভ্রমণের জায়গা হয়ে উঠবে মৌসুনি দ্বীপ। মানুষেরা নিরাপদে এখানে ভ্রমণ করতে পারবেন। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ি করে তা দেখার বিষয়।সেই সঙ্গে গঙ্গাসাগরের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা বাড়ল। বায়ুদূষণের মাত্রা সেখানে মারাত্মক। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। গঙ্গাসাগর সে পথেই এগোচ্ছে বলে আশঙ্কা পরিবেশবিদদের। কলকাতাকেও টেক্কা দিয়েছে দূষণমাত্রা।

বাতাসের মান সাধারণত যে সূচকের মাধ্যমে মাপা হয়, তা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স। সাধারণত শূন্য থেকে পঞ্চাশের মধ্যে থাকলে তা স্বাস্থ্যকর, অর্থা ' জোন' বলে চিহ্নিত করা হয় সেই এলাকাকে। এখানে দূষণের কোনও ঝুঁকি থাকে না। হলুদ জোনে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স থাকে ৫১ থেকে ১০০-র মধ্যে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য সামান্য ঝুঁকি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা তেমন বিপজ্জনক না। এর পরে রয়েছে অরেঞ্জ জোন। এক্ষেত্রে AQI ১০১ থেকে ১৫০। ১৫১ থেকে ২০০ হল রেড জোন। আর ২০১ থেকে ৩০০-র মধ্যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স থাকলে তা পার্পল জোন। অর্থা এখানে বায়ুর মান খুব খারাপ বলে চিহ্নিত।

## হাতি করিডর উন্মুক্ত রাখতে নানা পদক্ষেপ পশ্চিম মেদিনীপুরের

বন্যপ্রাণ রক্ষার পথে হাঁটতে চলেছে পশ্চিম মেদিনীপুর। হাতিদের জন্য যাতায়াতের করিডর উন্মুক্ত রাখতে একাধিক পদক্ষেপ নিচেছ জেলা প্রশাসন। জবরদখল উচ্ছেদ থেকে শুরু করে বেসরকারি হোটেল ও সংস্থার লাগানো পথবাতিগুলিকেও সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেদিনীপুরের ডিএফও জানিয়েছেন, সব কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চালানো হচ্ছে সমীক্ষা। হাতির যাত্রাপথে কী কী বাধা আসছে, তা পর্যবেক্ষণ করে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, হাতিদের করিডর ফ্রি রাখতে ইতিমধ্যে পুরুলিয়ার বনবিভাগ পথবাতির জন্য পোঁতা খুঁটি তুলে দিয়েছে। বেসরকারি ধাবা তথা হোটেল লজ বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনেকটা দূর এলাকা থেকেই ওইসব খুঁটির মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করে থাকে। জঙ্গলের মধ্যে গ্রাম বা লোকালয়ের বাইরে আলো ফেলার কারণে হাতির যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটে থাকে। এর জন্য একাধিক দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটেছে। সেসব থেকে রক্ষা পেতেই খুঁটি উপড়ে দিয়েছে পুরুলিয়ার বনদপ্তর। তবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ভৌগলিক অবস্থান কিছুটা পৃথক। পুরুলিয়ার মতো পর্যটনকেন্দ্র না হওয়ায় এখানে জঙ্গলের মাঝে হোটেল ও লজের সংখ্যা অনেকটাই কম। তবে এখন জঙ্গলমহল এলাকায় হাতির অবস্থানের আশেপাশেই গড়ে উঠছে একাধিক বিনোদন ক্ষেত্র। কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এলাকায় রেস্তরাঁ তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তো কোথাও গড়ে উঠছে পার্ক। বিঘার পর বিঘা জমি কিনে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে প্রোমোটাররা। যার ফলে হাতি থেকে শুরু করে জঙ্গলের বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ওই সব এলাকায় বাধা পেয়ে হাতির দল ঢুকে পড়ছে গ্রামের ভিতরে। পশ্চিম মেদিনীপুরে বনদপ্তরের তিনটি ডিভিশন রয়েছে- মেদিনীপুর, খড়্গপুর ও রূপনারায়ণ। তিনটি ডিভিশন এলাকাতেই নতুন এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রোমোটারদের থাবা বসছে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায়। বেসরকারিভাবে গড়ে উঠছে রিসর্ট, বিনোদন কেন্দ্র। সেসব জায়গায় সারারাত আলো জ্বলতে থাকে। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সম্প্রতি মেদিনীপুর সদর ব্লকের নন্দগাড়িতে একটি বেসরকারি পার্ক তথা রিসর্ট কর্তৃপক্ষ সেখানে যাতায়াতের জন্য বনদপ্তরের রাস্তা ব্যবহার করছিল। আইনি নোটিস দিয়ে তা বন্ধ করা হয়েছে বলে সোনা গেল।

## অতিকায় এক গ্রহাণু আছড়ে পড়বে চাঁদের বুকে

অতিকায় এক গ্রহাণু আছড়ে পড়বে চাঁদের বুকে। তেমন সম্ভাবনাই দেখছেন বিজ্ঞানীরা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবার এর দেখা

পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। তখন মনে করা হয়েছিল পৃথিবীতে অ্যাস্টরয়েড ২০২৪ ওয়াইআর৪ নামের গ্রহাণুটির আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা ১ শতাংশ। কিন্তু পরে দেখা যায় পৃথিবীর সঙ্গে সেটির সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ৫৩ থেকে ৬৭ মিটার ব্যাসের ওই গ্রহাণুর পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৩.৮ শতাংশ থেকে ৪.৩ শতাংশ।

গত মাসে নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ফের গ্রহাণুটিকে দেখতে পায়। কেননা সেটি এর আগে সূর্যের পিছনদিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার সেটি সেখান বেরিয়ে আসায় দৃশ্যমান। ওই টেলিস্কোপের নিয়ার-ইনফ্রারেড ক্যামেরার লেন্স থেকে প্রাপ্ত তথ্য খতিয়ে দেখেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যান্ডি রিভকিনের নেতৃত্বাধীন এক গবেষক দল। সেই দলেরই দাবি, ২০২৮ সালের মধ্যে আরও তথ্য হাতে আসবে। তখন গ্রহাণুটির সঙ্গে চাঁদের সংঘর্ষের বিষয়টি আরও ভালো করে বোঝা যাবে।

তবে সত্যিই যদি চাঁদের সঙ্গে সেটির সংঘর্ষ হয়, তাহলেও পৃথিবীবাসীর এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কেননা তার কোনও প্রভাব পৃথিবীর উপরে পড়বে না। তবে চাঁদের মাটিতে সেটি আছড়ে পড়লে ৪০০ মিটারের মতো ব্যাসের বড় গর্ত তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে কোনও গ্রহাণু আছড়ে পড়লে কী ধরনের প্রভাব পড়ে সেটা একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন বিজ্ঞানীরা।

প্রসঙ্গত, এই ধরনের আগন্তুক গ্রহাণু অতীতে বহুবার পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে এবং পৃথিবীর বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করা ডাইনোসরদের অবলুপ্তির পিছনেও এই ধরনের মহাজাগতিক বস্তুর আছড়ে পড়াকে অন্যতম কারণ হিসেবে দাবি করেন বিজ্ঞানীরা। সাম্প্রতিক অতীতে বহুবারই গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে মানব সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার নানা জল্পনা ও গুজব শোনা গিয়েছে।

বঙ্গনারী সম্মান ২০২৫ এ পুরস্কারের সম্মানে সম্মানিত হলেন পঞ্চালী মুনশি।

## ইজরায়েলে পরমাণু বোমা ফেলবে পাকিস্তান!

১৬ জুন ঃ ইরানের উপর পরমাণু বোমা ছুড়লে পাল্টা ইজরায়েলের উপর বোমা নিক্ষেপ করবে পাকিস্তান! এমনটাই দাবি করলেন ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য মহসিন রেজাই। তাঁর কথায়, ইসলামাবাদের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তেহরানকে। তবে সংঘাতের শুরু থেকে ইরানের পাশে থাকলেও এই মন্তব্য অস্বীকার করেছে ইসলামাবাদ। পরমাণু বোমা প্রায় হাতে পেয়ে যাচ্ছে ইরান, এই আশঙ্কায় শুক্রবার সকালে অপারেশন রাইজিং লায়ন শুরু করে তেল আভিভ। ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি এবং ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডারের। প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানিরও। এছাড়াও পারমাণবিক গবেষণাকারী অন্তত ৬ জন বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান। বহু সেনাকর্মী এবং আধিকারিকেরও মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েলি হামলায়।

## জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৬ জুন ঃ সোমবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের স্বাভাবিক হয়েছে সব ধরনের যান চলাচল। ছোট গাড়িগুলিকে দুই দিক থেকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে বড় গাড়িগুলিকে আপাতত শুধু শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে যেতেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক নিয়মে যান চলাচল শুরু হয়েছে। ছোট যানবাহনগুলিকে নিজ নিজ লেনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করতে ও ওভারটেক এড়াতে বলা হয়েছে, যাতে কোনও রকম যানজটের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। অন্যদিকে, রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলাকে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সঙ্গে যুক্ত করা মুঘল রোডও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

## বিহারে পিকআপ ভ্যান উল্টে মৃত ৫, আহত অন্তত ১২

পাটনা, ১৬ জুন ঃ বিহারের পাটনা জেলাতে পিকআপ ভ্যান উল্টে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,বাজিতপুর এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান উল্টে গিয়ে এক মহিলা সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জন যাত্রী। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , গাড়িটি দিঘওয়ারা থেকে ভুট্টা বোঝাই করে হাজিপুরের দিকে যাচ্ছিল। পথে বাজিতপুরের কাছে পিকআপ ভ্যানটির একটি চাকা ফেটে যায় এবং গাড়িটি উল্টে যায়।

## ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাইপ্রাস

তিন দেশীয় সফরের প্রথম পর্যায়ে সাইপ্রাসে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লারনাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি নিকোস ক্রিস্টোডুলিডেস। দুই নেতা লেমেসোসে ভারতীয় ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একটি ব্যবসায়িক গোলটেবিল বৈঠক করবেন। পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক গভীরতর হওয়ার সময়েই প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সাইপ্রাস সফর কৌশলগত ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানের মতোই তুরস্ক ও সাইপ্রাসের মধ্যেও সীমান্ত নিয়ে বিরোধ রয়েছে। তাছাড়া, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাইপ্রাস। এই পরিকাঠামো প্রকল্প ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করতে চলেছে সাইপ্রাস। এই মুহূর্তে ইউরোপের সঙ্গে থে বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তাগত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চাইছে ভারত।

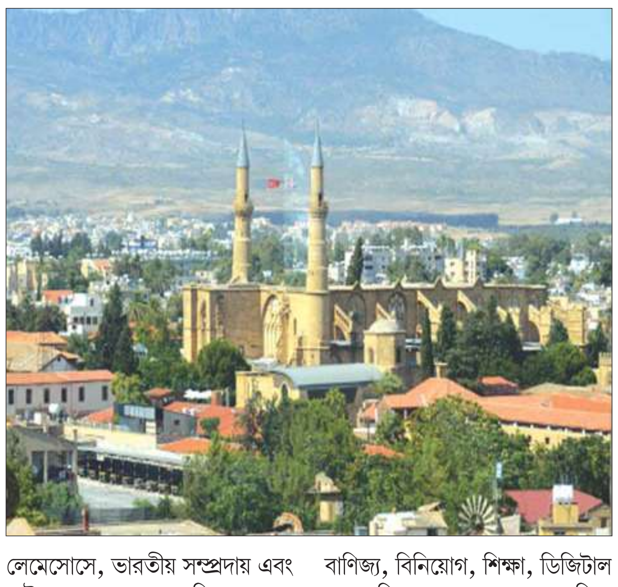

লেমেসোসে, ভারতীয় সম্প্রদায় এবং সাইপ্রাসের .জনগণ মোদিকে স্বাগত জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন। সোমবার মোদি নিকোসিয়ায় প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোডোলিডসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন। আলোচনায় বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা, ডিজিটাল সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য কানাডায় যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্মানে আয়োজিত এক আনুষ্ঠানিক মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে এই সফর শেষ হবে। এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছে কংগ্রেস।

বিশেষ করে, মোদির কানাডা সফরকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষে বিদ্ধ করেছেন কংগ্রেসের রাজ্যসভার সংসদ জয়রাম রমেশ। রবিবার তিনি সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন। জয়রামের কথায়, ' ভক্তরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছিল কানাডায় জি-৭ সম্মেলনে কোনভাবেই যোগ দেবেন না প্রধানমন্ত্রী। আমন্ত্রণ করা হলেও তিনি সেখানে যাবেন না বলেও দাবি করেছিল ভক্তরা। এখন কী হল?' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ঘনঘন বিদেশ সফরে গেলেও তাঁর কাছে মণিপুরে যাওয়ার সময .নেই বলেও সমালোচনায় মুখর হয়েছেন জয়রাম।

## পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেকে ট্রাম্পের জুনিয়র পার্টনার বলে দাবি নেতানিয়াহুর

১৬ জুন ঃ ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষের মাঝেই এবার বিস্ফোরক দাবি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর। তিনি বললেন, ইরানের শত্রু তালিকায় সবার উপরে ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকী তাঁকে হত্যার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করছিল ইরানের গুপ্তচররা। এই তালিকায় নিজের নামও ছিল বলে দাবি নেতানিয়াহুর।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, ইরান ট্রাম্পকে হত্যা করতে চায়। কারণ উনি শক্তিশালী নেতা। অন্যদের মতো দুর্বল শর্ত নিয়ে কোনও দর কষাকষির পথে হাঁটেননি। উনি (ট্রাম্প) স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন ইরানের কাছে পরমাণু অস্ত্র রাখা যাবে না। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালানো যাবে না। পুরনো চুক্তি উনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কাসেম সুলেমানিকে হত্যা করেছেন। যার জেরে ইরানের শত্রু তালিকায় সবার উপরে চলে এসেছেন ট্রাম্প। একইসঙ্গে নেতানিয়াহু বলেন, ইরানের পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি ট্রাম্পের জুনিয়র পার্টনার। যার জেরে তাঁকেও খুনের ষড়যন্ত্র করছিল ইরান। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ইরানের সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয় ইজরায়েলের তরফে। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার হোসেন সালামি, ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডার এবং দুই শীর্ষ সেনা

আধিকারিকের। প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানিরও। এছাড়াও ৯ পারমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের অপারেশন ' লায়ন'-এর পাল্টা ' ট্রু প্রমিস ৩' শুরু করেছে ইরান। দুই তরফের এই যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শুক্রবারের পর সোমবার পর্যন্ত টানা একের অপরের উদ্দেশে বেলাগাম ড্রোন ও মিসাইল ছুড়েছে দুই দেশ।

ইরানের মাটিতে কেন হামলা চালানো হয়েছে আগেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নেতানিয়াহু। তিনি জানান, এই লড়াই আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। ইজরায়েলের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। ভেবে দেখুন, ইরানের কাছে যদি ইজরায়েলের শহর ধ্বংস করার জন্য পরমাণু বোমা থাকত তাহলে কী হত? যদি ইরানের কাছে এমন ২০ হাজার মিসাইল থাকে তাহলে তা গোটা ইজরায়েলের জন্য অস্তিত্বের সংকট। এই মহাপ্রলয় থেকে বাঁচতেই যুদ্ধ শুরু করেছি। এবং সর্বশক্তি দিয়ে ল।ব। আমাদের সেনা, আমাদের পাইলট ইরানের আকাশে লড়াই চালাচ্ছেন।

## ইরানে সারারাত আকাশপথে হামলা

তেহরান, ১৬ জুন ঃ রবিবার রাতভর ইজরায়েলি হামলা চলেছে ইরানে। মৃতের সংখ্যা অন্তত ২৩০। ইজরায়েলেও ১৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। সোমবারও রয়েছে থমথমে ভাব। ইরানের অনড় অবস্থানের কারণে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত আরও তীব্র হতে চলেছে বলে আশঙ্কা পর্যবেক্ষকদের। টানা ৪দিন ধরে একে অপরের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান-ইজরায়েল। সকাল থেকে শুরু করে রাত চলছে আক্রমণ। এহেন রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতিতে ইরানের অস্ত্র উপাদনকারী ভবন এবং বিদেশমন্ত্রকের ভবনে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান রেভোলিউশনারি গার্ডের গোয়েন্দা প্রধানেরও। তা সত্ত্বেও শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বসতে নারাজ তেহরান। ইজরায়েলের হামলার প্রত্যাঘাত সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত থামবে না ইরান। এমনটাই তারা জানিয়ে দিয়েছে দুই মধ্যস্থতাকারী দেশ ওমান এবং কাতারকে। ইজরায়েল থেকে এখনও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হচ্ছে। পাল্টা জবাব দিচ্ছে ইরানও। ক্ষেপণাস্ত্রে ছেয়ে গিয়েছে দুই দেশের আকাশ। অনবরত বেজে চলেছে সাইরেন।

## রাজস্থানে প্রাক-বর্ষার আগমন

জয়পুর, ১৬ জুন ঃ রাজস্থানে প্রাক-বর্ষার আগমনে স্বস্তি। রাজস্থানের রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় তাপমাত্রা কমেছে। আবহাওয়া দফতর সোমবার ১১ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে। অন্যদিকে অন্যান্য জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার জেরে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়াও, রবিবার রাতে আলওয়ার শহরে এক কিশোর বজ্রাঘাতে প্রাণ হারায়। যোধপুরে গাছ ভেঙে পড়ে, তবে হতাহতের খবর নেই। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতা হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

## উত্তর প্রদেশে গ্রেফতার ৬

জৌনপুর, ১৬ জুন ঃ উত্তর প্রদেশের জৌনপুরে পুলিশের এনকাউন্টারে গ্রেফতার দুস্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে ,সোমবার সকালে শাহগঞ্জের নিজামপুরে গ্রাহক সেবা কেংদ্রে লুটপাটের সঙ্গে জড়িত ৬ জন দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ,পুলিশের যৌথ অভিযানে খুটহন রোডের কাছে নায়রা পেট্রল পাম্পের কাছে তাদের ধরা হয়। এনকাউন্টারে দুই অভিযুক্তের পায়ে গুলি লাগে।


**Name Change**

I, PUKRAJ PUROHIT(Old Name) S/O SAMELAJI PUROHIT residing at 93, Athamanavas, Alasan, Jalor, Rajasthan-343001 have changed my name and shall henceforth be known as PUKHRAJ PUROHIT(New Name), as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, 24 Parganas(S) 4th Court vide affidavit no. 11239 dated 16th June 2025. PUKRAJ PUROHIT(Old Name) and PUKHRAJ PUROHIT(New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sunil Ignatius Baptist S/o Late Peter Baptist Residing at 4, Girish Chandra Bose Road, P.o+P.s - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal India shall henceforth be known as Sunil Baptist. I declare that Sunil Ignatius Baptist and Sunil Baptist is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-06-2025.

**Name Change**

I, Md Sariful Islam S/o Late Ajet Ali Residing at Vill - Basudevpur, P.o - Jadurhati, P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743293 West Bengal India shall henceforth be known as Sariful Islam. I declare that Md Sariful Islam and Sariful Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-06-2025.

**Name Change**

I, Netai Das S/o Sakti Pada Das Residing at Vill+P.o - Kultikri, P.s - Daspur, District - West Medinipur, Pin - 721153 West Bengal India shall henceforth be known as Nitai Das. I declare that Netai Das and Nitai Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-06-2025.

**Name Change**

I, Monotosh Sengupta S/o Late Akshay Kumar Sengupta Residing at 181, Dharmatala Road Salkia Howrah, P.o - Salkia, P.s - Malipanchghara, District - Howrah, Pin - 711106 West Bengal India shall henceforth be known as Manotosh Sengupta. I declare that Monotosh Sengupta and Manotosh Sengupta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-06-2025.

**Name Change**

I, Tarak Nath Mondal S/o Late Sachin Mondal Residing at Vill - Sutra, P.o - Gouripur, P.s - Chakdaha, District - Nadia, Pin - 741223 West Bengal India shall henceforth be known as Tarak Mondal. I declare that Tarak Nath Mondal and Tarak Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-06-2025.

**Name Change**

I, Qamrun Nisha W/o Md Nehal Ahmed Residing at Rahmat Nagar, P.o - Burnpur, P.s - Hirapur, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713325 West Bengal India shall henceforth be known as Qamrun Nisa. I declare that Qamrun Nisha and Qamrun Nisa is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-06-2025.

**Name Change**

I, Rukhshana Khatoon W/o Imtaz Mia Residing at Ningha Azad Nagar, Jamuria, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713370 West Bengal India shall henceforth be known as Rukshana Khatoon. I declare that Rukhshana Khatoon and Rukshana Khatoon is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-06-2025.

**Name Change**

I, Md Alamgir S/o Imam Hussain Residing at Mirza Ghalib Street Raniganj, P.s - Raniganj, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713347 West Bengal India shall henceforth be known as Md Alamgir Sekh. I declare that Md Alamgir and Md Alamgir Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-06-2025.

**Name Change**

I, Pranab Roy (Old Name) S/o Proloy Roy Residing at Babla Uttarpara, Vtc - Gobindapur, P.o - Bablagobindapur, District- Nadia, Pin- 741404 West Bengal shall henceforth be known as Pronab Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 33/2025 Dated 16-06-2025. Pranab Roy (Old Name) and Pronab Roy (New Name) both are same and one identical person.

# সুচিকিৎসা

**Name Change**

I, Prolay Roy (Old Name) S/o Jitendra Ray Residing at Babla Uttarpara, Gobindapur, District- Nadia, Pin- 741404 West Bengal shall henceforth be known as Proloy Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 34/2025 Dated 16-06-2025. Prolay Roy (Old Name) and Proloy Roy (New Name) both are same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Rabiul Hossain Mondal alias Robiul Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Abuchhaddi Mondal ঠিকানা Huda, Purbanawapara, Dhantala, District - Nadia, Pin - 741501 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-06-2025 এর Affidavit no 76/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rabiul Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rabiul Mondal (নতুন নাম) ও Rabiul Hossain Mondal, Robiul Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি Salim Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Rabiul Mondal ঠিকানা Huda, Purbanawapara, Dhantala, District - Nadia, Pin - 741501 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-06-2025 এর Affidavit no 75/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Selim Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Selim Mondal (নতুন নাম) ও Salim Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**

I, Mossammat Murshida Khatun (Old Name) W/O–Saiful Sekh resident of Vill- Bhadurikhamar , Po- Mirzapur , PS-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby decrale that I have changed my name from Mossammat Murshida Khatun to Mst Murshida Khatun and hencefort I shall be known as Mst Murshida Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/06/2025 . My name Mst Murshida Khatun & Mossammat Murshida Khatun both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Faroj Ali Mondal (Old Name) S/O–Habul Mondal resident of Paschim Gobindapur, Hanskhali, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741505 do hereby decrale that I have changed my name from Faroj Ali Mondal to Faraj Ali Mondal and hencefort I shall be known as Faraj Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/06/2025 . My name Faraj Ali Mondal & Faroj Ali Mondal both are same and one identical person.

**Name Change**

I, MANOHAR SARKAR S/o LT AYOSH KANTI SARKAR MY PASSPORT MY NAME HAS BEEN RECORDED AS MANDHAR SARKAR AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT ON 10/6/25 I MANOHAR SARKAR AND MANDHAR SARKAR IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS MANOHAR SARKAR R/O PASCHIM BAJITPUR P.O GARAPOTA P.S HANSKHALI, DIST NADIA PIN 741502.

**Name Change**

I, Oyasim Akram, S/o- Ashadul Shaikh, resident of Vill. Dakshin Bangaljhi, P.o- Bangaljhi, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Wasim Akram Shaikh to Oyasim Akram and henceforth I shall be known as Oyasim Akram in all purpose, vide affidavit No. 2111 sworn in The Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Krishnagar, Nadia on 23.05.2025. Oyasim Akram and Wasim Akram Shaikh both are same and identical person.

# মা ও সদ্যোজাতের মৃত্যুতে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুন ঃ সন্তান প্রসবের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু মায়ের। দুদিনের মধ্যে মৃত্যু হল সদ্যোজাতেরও। এই ঘটনায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন বাবা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদায়। ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জের মির্জাপুরের বাসিন্দা মিজান শেখ। গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে তাঁর স্ত্রী ফুলটুসি খাতুনকে (২৪) মালদায় নিয়ে আসেন। অভিযোগ, এক অ্যাম্বুলেন্স চালক ভুল বুঝিয়ে তাঁদের কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেদিন রাতেই ফুলটুসি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। রাতেই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সদ্যোজাতকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করতে বলে। ভোর পাঁচটা নাগাদ সদ্যোজাতকে মেডিকেলে ভর্তি করেন পরিবারের লোকজন। সেখান থেকে ফিরে গিয়ে পরিবারের লোকজন দেখেন ফুলটুসির মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে মালদা মেডিকেলে মৃত্যু হয় সদ্যোজাতেরও। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দাবি, রাতেই শিশুকে রেফার করা হয়েছিল। ওই মহিলারও শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তাঁকেও সকালে মেডিকেলে রেফার করা হয়। নার্সিংহোমে ওই মহিলার মৃত্যু হয়নি। নথিপত্র না দেওয়ার অভিযোগও মিথ্যে।

# 'জনপ্রতিনিধিদের সাম্মানিক বন্ধ করে দেওয়া হবে', হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেতৃত্বের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ জুনঃ পরপর দলীয় কর্মসূচিতে অনুপস্থিত থাকলে এবার জনপ্রতিনিধিদের সাম্মানিক বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে দলে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই হুঁশিয়ারি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সভাধিপতির এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সম্প্রতি তৃণমূলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও দলীয় কাজে বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিয়ে তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা নেতৃত্বের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে। এবার বাঁকুড়ার শালতোড়ায় দলের কর্মিসভার প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে দলের কাজ না করলে জনপ্রতিনিধিদের সাম্মানিক বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে বসলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। অনুসূয়া নিয়ম উল্লেখ করে বলেন, ''পঞ্চায়েতের পরপর তিনটি বৈঠকে জনপ্রতিনিধিরা গরহাজির থাকলে যেমন পঞ্চায়েত সদস্যদের সাম্মানিক বন্ধ হয়ে যায়, তেমনই এরপর থেকে দলের বৈঠকে জনপ্রতিনিধিরা গরহাজির থাকলে তাঁদের সাম্মানিক বন্ধ করে দেওয়া হবে।'' সভাধিপতির এই বক্তব্য সামনে আসতেই শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলের দাবি পঞ্চায়েতের তিন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা নির্দিষ্ট হারে সরকারি সাম্মানিক পান। দলীয় কর্মসূচিতে গরহাজির থাকলে সেই সাম্মানিক আদৌ কি তৃণমূলের বন্ধ করার কোনও এক্তিয়ার রয়েছে? বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সৌগত পাত্র বলেন, ''বাংলায় তৃণমূলের দলীয় কাজ ও সরকারি কাজ এক হয়ে গিয়েছে। নেতারাই বুঝতে পারছেন, দলেরই জনপ্রতিনিধিদের একাংশ দলীয় কাজে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। ২০২৬ এর নির্বাচনের আগে তাঁদের উজ্জীবিত করতেই এখন তৃণমূল নেতৃত্বকে এমন হুঁশিয়ারি দিতে হচ্ছে।''

# হারিয়ে যেতে বসেছে হারমোনিয়াম তৈরি শিল্প

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৬ জুন ঃ ঝাড়গ্রামে হারমোনিয়াম তৈরি শিল্প লুপ্ত হওয়ার মুখে। সরকারের দাবি শিল্পীদের। জেলার বিভিন্ন এলাকায় আগে হারমোনিয়াম তৈরি হতো। কিন্তু ডিজিটাল বাদ্যযন্ত্রের দাপটে হারমোনিয়ামের কদর কমেছে। স্থানীয় কারিগররা পেশা বদলে অন্য কাজ বেছে নিচ্ছেন। তবে বিনপুর-১ ব্লকের আঁধারিয়ায় এখনও হারমোনিয়াম তৈরি হয়। আঁধারিয়ার অরুণাভ মাসান্ত পারিবারিক পেশা আগলে হারমোনিয়াম তৈরি করে চলেছেন। দোকান থেকে ভেসে আসে হারানো দিনের সুর। বর্তমানে সঙ্গীতের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়াম, তবলা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ইলেকট্রিক গিটার, কি বোর্ড, ড্রাম সেট সঙ্গীতের জগতে পাকা জায়গা করে নিয়েছে। একদশক আগেও শহর, মফস্বল থেকে গ্রামগঞ্জের সাংস্কৃতি উৎসব

অনুষ্ঠানে হারমোনিয়াম তবলা শোভা পেতো। স্কুল, কলেজ, পাড়ার জলসায় হারমোনিয়াম ছাড়া চলত না। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শিখতো। তাই প্রায় প্রতিটি বাড়িতে হারমোনিয়াম থাকত। মান্না দে থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়রা সারা জীবন হারমোনিয়াম বাজিয়েই গান গাইতেন। সময় বদলে যাওয়ার আক্ষেপ এখন কারিগরদের গলায়। হারমোনিয়াম চাহিদা কমতে থাকায় ঝাড়গ্রামের দক্ষ কারিগররা কাজ হারাচ্ছেন। তবে আঁধারিয়ার বাজার এলাকায় ছোট দোকান ঘরে হারমোনিয়াম তৈরি এখনও হয়ে চলেছে। অরুণাভবাবুর বাবা পেশায় শিক্ষক নিমাইচাঁদ মাসান্ত প্রায় নব্বই বছর আগে আঁধারিয়ার বাজারে দোকান খুলেছিলেন। নিজের হাতে হারমোনিয়াম তৈরি করতেন। তৈরি করেছিলেন একাধিক দক্ষ কারিগর। পুরনো দিনের সেই দোকান আজও টিকে রয়েছে। দোকান ঘরে ঢুকলেই দেখা যায় সেগুন কাঠের কাঠের পাটা ছড়ানো ছিটানো। ঘরজুড়ে কাঠপালিশের গন্ধ। সার সার করে সাজানো ছেনি ও হাতুড়ি। সেই সময় কলকাতা শহর থেকে হারমোনিয়ামের জার্মান রিড আনা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেই রিড আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ইতালিয়ান রিড আনা শুরু হয়। ষাটের দশক পর্যন্ত সেই সরবরাহ ঠিক ছিল। বর্তমানে গুজরাতের সৌরাষ্ট্র থেকে কলকাতা হয়ে হারমোনিয়ামের রিড আসে। যার জন্য খরচও বেশি পড়ে। অরুণাভ মাসান্ত বলেন, বাবাকে হারমোনিয়াম তৈরির নেশা পেয়ে বসেছিল। হারমোনিয়ামের সুর নিয়ে নানা পরীক্ষা - নিরীক্ষা করতেন। তাঁর তৈরি হারমোনিয়ামের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাবার কাছেই আমরা দুই ভাইয়ের হারমোনিয়াম তৈরি করা শেখা। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর হারমোনিয়াম তৈরিকে পেশা হিসেবে বেছে নিই। হারমোনিয়াম তৈরির জন্য মূলত সেগুন কাঠ লাগে। ছাড়াও পাইন ও ওক কাঠের প্রয়োজন হয়। টু সেট বক্স হারমোনিয়ামের দাম ১৪ হাজার টাকা। থ্রি সেটের দাম ১৮ হাজার টাকা পড়ে। একটা হারমোনিয়াম তৈরি করতে প্রায় একমাস সময় লেগে যায়। রিডগুলো গুজরাতের সুরাত থেকে কলকাতার ডিলারদের কাছে আসে। সেখান থেকে আমরা নিয়ে আসি। জেলায় আমরাই এখনও হারমোনিয়াম তৈরি করি। এই শিল্প লুপ্ত হওয়ার মুখে। কারিগরের দক্ষতার উপর নির্ভর করে হারমোনিয়ামের আওয়াজের মিষ্টত্ব। নতুন প্রজন্ম অবশ্য এই শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ হারাচ্ছে। বিনপুরের সিংপুরের বাসিন্দা বছর তিরিশের অর্জুন পাত্র বলেন, হারমোনিয়াম কীভাবে তৈরি হয় তা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। অরুণাভবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে উনি কাজ শেখাতে রাজি হন। কিন্তু এখন নতুন করে হারমোনিয়াম তৈরির দক্ষ কারিগর তৈরি না হলে অচিরেই এই শিল্প হারিয়ে যাবে।

# ভারতীয় বাসিন্দাদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ জুন ঃ শনিবার মেখলিগঞ্জের জামালদহে কৌশিক বিওপির অন্তর্গত ১৯৩ রতনপুর সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেই সময় ৬ জন ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে বলে বিএসএফ মারফত জানা যায়। কিন্তু সেই ৬ জনের মধ্যে তিনজন আদতে ভারতীয় ছিল বিডিআর এর পক্ষ থেকে রবিবার সেই খবর বিএসএফ এর কাছে পাঠানো হয়। তারপরেই বিএসএফ এবং কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে সেই ভারতীয় বাসিন্দাদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। জানা যায় এদের মধ্যে নাজিমুদ্দিন মণ্ডল ও মিনারুল শেখ এর বাড়ি মুর্শিদাবাদে ও অপর একজন মুস্তফা কামাল যার বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলায়। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানান, মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ রবিবার তাদের নিয়ে এসে নির্দিষ্ট হেফাজতে নেয়। পরবর্তিতে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রত্যেককেই ফেরানো হবে।

## আকাশছোঁয়া হোটেল ও টোটো ভাড়া!

# রথের দিন যত এগোচ্ছে দিঘায় বাড়ছে উত্তেজনার পারদ, কড়া ব্যবস্থা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও দিঘা , ১৬ জুন ঃ রথের দিন যত এগোচ্ছে দেশের এই নবতম তীর্থস্থান জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে দিঘায় তত উত্তেজনার পারদ চড়ছে। একদিকে সেজে উঠছে রথ। আয়োজন গড়াচ্ছে চূড়ান্ত প্রস্তুতির দিকে। তার সঙ্গে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে দিঘায় বাড়তে থাকা হোটেল ও টোটোর ভাড়া। ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘা যেতে টোটো আগে মাথাপিছু ২০ টাকা করে নিত। সেই ভাড়াই পাঁচগুণ বেড়ে এখন মাথাপিছু হয়েছে ১০০ টাকা। দিঘার হোটেল ব্যবসা বরাবর রমরমাই ছিল। সমুদ্র থেকে দূরে গড়পড়তা হোটেলের নন-এসি রুমের এক রাতের ভাড়া এখন ২০০০ টাকা। আগে এই রুমই মিলত ৫০০-৬০০ টাকায়। এসি রুম মিলত ১২০০-১৫০০ টাকায়। তার জন্যই এখন দিতে হচ্ছে ৪০০০-৪৫০০টাকা। এমনকী, রাস্তার পাশে ঝুপড়ি দোকানেও খাবার দাম বেড়ে গেছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ করেছে দিঘা- শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। বিরক্ত পর্যটকদের অভিযোগের কথা মেনে নিয়েই অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তাঁদের ফেসবুক পেজে এই সংক্রান্ত অভিযোগ কোনও পর্যটক জানালেই তৎক্ষণাত ব্যবস্থা নেবেন। তাঁর কথায়, আমরা হোটেল মালিকদের নিয়ে বসেছিলাম। পর্যটকদের অভিযোগ ধরে ধরে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এরপরও পর্যটকরা আমাদের অভিযোগ জানালে বা সোশাল মিডিয়ায় সংগঠনের পেজে অভিযোগ জানালেও আমরা হোটেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। জগন্নাথ মন্দিরের ৭ নম্বর গেট দিয়ে তিনটি রথ বেরোবে। রথযাত্রার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকার কথা ৫০ জনের বেশি বিদেশি ভক্তের। কারা কোন রথ টানবে, তাঁদের নামের তালিকাও তৈরি হয়েছে। পুণ্যার্থী-পর্যটকদের সকলেই যাতে রথের রশি ছুঁতে পারেন, সেই লক্ষ্যে একেবারে পুরনো মন্দির পর্যন্ত রাস্তাজুড়ে থাকবে রথের রশি। রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রতিদিন ১ লক্ষ দর্শনার্থী আসছেন। এখনও পর্যন্ত এসেছেন ৩০ লক্ষ পর্যটক। ওড়িশার বালাশোর, ভদ্রক, কেওনঝড়, জাজপুর, ময়ূরভঞ্জের মতো এলাকা থেকে বহু মানুষ এসেছেন। ৮৫০ হোটেলের মধ্যে ১০০টি প্রিমিয়াম হোটেল আছে দিঘায়। যেখানে প্রতিদিন প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ হাজার করে অতিথি থাকছেন। ফলে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, এই ক'দিনেই স্থানীয় ব্যবসার প্রসার হয়েছে বিপুল পরিমাণে, বেড়েছে কর্মসংস্থানও। মাসির বাড়ির সামনে রথ রাখার জন্য পাথরের চাতাল তৈরি হয়েছে। পুরনো জগন্নাথ মন্দিরের পাশে আর একটি ছোট মন্দির তৈরি হয়েছে। যে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা দিঘার জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টের সদস্য রাধারামণ দাস বলেন, রথের প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। ওই দিন ৫০ জনেরও বেশি বিদেশি ভক্ত দিঘার মন্দিরে আসবেন। তিনটি রথ ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে। ২৬ জুন সকাল ৭টা থেকে জগন্নাথদেব ভক্তদের দর্শন দেবেন। প্রথা মেনে নেত্র উৎসব হবে। ১১ জুন স্নানযাত্রার পর থেকে মন্দির দর্শন বন্ধ রয়েছে। ২৬ জুন সকালে ফের ভক্তদের দর্শন হবে। আদি জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টের সভাপতি সুশীল প্রধান বলেন, রথযাত্রার দিন থেকে এখানে মেলা বসবে। সপ্তাহব্যাপী ভোগের ব্যবস্থা থাকবে। উল্টোরথের দিন বহু ভক্তকে অন্নভোগ খাওয়ানো হবে। মন্দিরের আশপাশে ১০০টি দোকান বসার আয়োজন করা হচ্ছে। জানা গেছে, নতুন জগন্নাথ মন্দির থেকে আদি মন্দির পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তায় কিছুদূর অন্তর এলইডি স্ক্রিন লাগানো থাকবে।

# শহীদ বেদী সংস্কারে এগিয়ে এলেন জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ১৬ জুন ঃ নানুরের মাটিতে শহীদের রক্তে ২০০০ সালে ২৭ জুলাই বীরভূম জেলায় তৃণমূলের উত্থান। সেই শহীদ বেদী সংস্কারে এগিয়ে এলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখ। সোমবার নানুরের বাসাপাড়ায় শহীদ বেদী স্থান সরে জমিনে তদন্ত করে কাজল শেখ বলেন, রাস্তা দিন দিন উঁচু হচ্ছে। এর ফলে শহীদ বেদী নিচু হয়ে যাচ্ছে। কার্যত সমস্ত অবাঞ্ছিত পরিতক্ত জিনিস শহীদ বেদীর কাছে জমা হচ্ছে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। শহীদ পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের পরামর্শে শহীদ বেদীটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে আরো ভালোভাবে সংস্কার করতে চায়। সেক্ষেত্রে সারাবছর শহীদবাদী খোলা থাকবে না। শুধুমাত্র ২৭ জুলাই শহীদ স্মরণে স্থানটি উন্মুক্ত রাখা হবে সর্বসাধারনের জন্য। সেদিন কাজল শেখ বলেন, ২০০০, ২৭ জুলাই সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর দ্বারানা নুরের সূচপুরের ১১টি পরিবারের ১১ জন সদস্যকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। এগারো জন ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের বর্বরোচিত গণহত্যার ঘটনায় গোটা দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সেই দিনটির স্মরণে শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে নানুরের বাসা পাড়ার চৌরাস্তা মোড়ের শহীদ বেদী নির্মাণ হয়। প্রতি বছর ওই বিশেষ দিনটিতে মাল্যদান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় নানুর শহীদ দিবস। এলাকার হাজার খানেক মানুষ হাজির হন শহীদ সভায়। সামনেই কোর কমিটির বৈঠক আছে সেখানে আমি সকল সদস্যের কাছে আবেদন রাখব যে যে সমস্ত শহীদের রক্তে আমাদের জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান ঘটেছে তাদের নামও এই শহীদের সঙ্গে সংযুক্তি করা হোক। তারা বিবেচনা করে দেখবেন যদি সেটা করা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গতঃ ২০০০ সালের ২৭ জুলাইয়ে সেই ঘটনার প্রধান সাক্ষী ছিলেন তৃণমূল সমর্থক আব্দুল খালেক। তিনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। ২০০০সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত পরিবারের সদস্যদের চাকরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই কথা মত নিহত ১১টি পরিবারের মধ্যে প্রায় সকল পরিবার সদস্য সরকারী চাকরী দেন। বিধায়ক শাহনাওয়াজের ভাই সাজু সেখকে ওই একই বৎসরের ২৮ মার্চ শাহনাওয়াজের নানুরের পাপুড়ির বাড়িতে পুলিশের ছদ্ম বেশে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হানা দেয়। তারা শেখ সাজুকে বাড়ির বাইরে ডেকে আনে। তারা তাকে বোমা মারার পর শেখ শাহ নাওয়াজকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। তারপর তাকে মৃত ভেবে ফেলে যায় দুষ্কৃতীরা। বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন বাবা সেখ সামসুল হক। তার ক'দিন বাদে তিনি মারা যান। সেই ঘটনার তিন বছর বাদে ভাই রঘু সেখ সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীর হাতে খুন হন। তার আগে ২০০৯ সালের ২১ জুলাই অশোক দাসও সিপিএমের হাতে চারকোল গ্রামে খুন হন।

# ছাত্রী নিখোঁজ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৬ জুন ঃ বাজারে জিনিস কিনতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছাত্রী। রবিবার বিকালে ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর এনআইটি ৭ নং গেট এলাকায়। অপহরনের অভিযোগ তুলেছে পরিবারের লোকজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ ছাত্রীর নাম রুপা কুমারী। দুর্গাপুর সিআরপিএফ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি)- ৭ নম্বর গেটের সামনের বস্তি এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস করেন সিকন্দর পাসোয়ান। অভিযোগ তিনি বলেন, রবিবার বিকালে মেয়ে রুপা কুমারী কিছু জিনিস কেনার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। সন্ধ্যা নামার পরেও বাড়ি ফিরে না আসায় চিন্তিত হয়ে পড়ি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজার পরেও খোঁজ মেলেনি। দুর্গাপুর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছি। অনুমান কেউ ফুসলিয়ে অপহরন করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা মনি রায় বলেন, রুপা এলাকার খুব ভালো মেয়ে। পুলিশকে জানিয়েছি। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

**E-Tender Notice**
**eN.I.T. No-01/25-26**
Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Untied Fund). Last date of online bid submission-**25/06/2025**. For details information contact.
**Sd/-Prodhan,**
**Budbud Gram Panchayat**
**Budbud, Galsi-I, Purba Bardhaman**

**e-Tender**
**Kalekhantala-II Gram Panchayat**
**Parulia, Purba Bardhaman.**
**NIT no.190/NIT/CFC-T/K2GP/2025 (1 nos drain) date 13/06/2025** Published on eNIT site on **17/06/2025 Fund:15th CFCG tied (24-25)** For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-Prodhan**
**Kalekhatala-II Gram Panchayat.**

I, **Chuni Lal Agarwal**, S/o Late Hanuman Prasad Agarwal residing at 4, Girish Ghosh Road, P.O. - Belurmath, District- Howrah 711202 do hereby affirm and declare vide Affidavit dt. 16.6.2025 Before The Notary , C.M.M.'s Court, Kolkata 700001(W.B.) that in certain documents/ records, my name has been wrongly written as **Chuni Lal Agarwala** instead of my correct name Chuni Lal Agarwal. **Both CHUNI LAL AGARWAL and CHUNI LAL AGARWALA are same & identical person.**

Tender has invited by the **Block Development Officer, Pursurah Development Block** for **Construction of School Building Repairing, Office building Painting, NIT No. 03/PUR/BDO/2025-26 Dt.- 16.06.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_864798 SL No. 1 to 12**. Last date for submission of Tender: **23/06/25 up to 5.00 P.M. wbtenders.gov.in**
**Sd/- Executive Officer**
**Pursurah Panchayat**
**Samity, Hooghly**

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসআরসি-ওবিভিবি-ডিটি১৩-০৬-২৫**। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. সিডিও, সাঁতরাগাছি, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য টেন্ডারদাতাদের নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী কেবলমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অফলাইন টেন্ডার গৃহীত হবে না। বিশদের জন্য ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথি পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ১ বছর সময়সীমার জন্য কোচিং ডিপো, সাঁতরাগাছি/শালিমারে বন্দে ভারত রেকের আন্ডারস্লাং এবং অনবোর্ড সরঞ্জামগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩০,৪৬,৮১০.৬৯ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৬০,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ৩,০০০ টাকা (অ-ফেরতযোগ্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০৫.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টা। (PR-274)

**উত্তর গড়ালবাড়ী চৌধুরীপাড়া এস কে ইউ এস লিমিটেড**
রেজিঃ ৪১, তাং ৩০.০৩.১৯৬২
গ্রামঃ প্রধানপাড়া, পোঃ গড়ালবাড়ী, জেলা জলপাইগুড়ি
**বিজ্ঞপ্তি**
এতদ্বারা সমিতির সকল সদস্য / সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ইং ১৪।০৭।২০২৫ তারিখে সোমবার সকাল ১২ টা থেকে বিকাল ২.৩০ টা পর্যন্ত উত্তর গড়ালবাড়ী চৌধুরীপাড়া এস কে ইউ এস লিমিটেড সমিতির বিশেষ সাধারন সভা হবে। স্থান- উত্তর গড়ালবাড়ী চৌধুরীপাড়া এস কে ইউ এস লিমিটেড এর মাঠ প্রাঙ্গন, জলপাইগুড়ি। উক্ত সভায় সমিতির পরিচালন কমিটির নির্বাচন হবে। এই উপলক্ষ্যে সময়সূচি প্রকাশ হয় ইং ১৭।০৬। ২০২৫ তারিখ। এই উপলক্ষে মনোনয়ন পত্র বিতরন ও গ্রহন করার তারিখ ও সময় ২০।০৬।২০২৫ থেকে ২৩।০৬।২০২৫ দুপুর ১১.৩০ থেকে বেলা ৩.০০ পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে হবে। বিষদ ভাবে জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
**Sd/-HDE**
**Uttar Goralbari Choudharipara SKUSLTD**

**Office of The Block Development Officer**
**Purbasthali-I Development Block**
**SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN**
**NOTICE INVITING TENDER**
1. **e-Tender Reference No**-P-I/17/1879/BDO/MAME/2025-26, **Dated-11/06/2025,** Tender ID: 2025_ZPHD_862552_1 to 4 has been floated 4 nos. **Construction of Boundary Wall surrounding public Graveyard under Purbasthali-I Panchayat Samity Fund-MAME 2024-25.**
2. **e-Tender Reference No**-P-I/18/962/EO/BEUP/2025-26, **Dated-12/06/2025,** Tender ID: 2025_ZPHD_863340_1 to 3 has been floated 2 nos. **Construction of Children Park and 1 no. Construction of waiting shed under Purbasthali-I Panchayat Samity Fund-BEUP (2024-25).** Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
**Sd/-Block Development Officer/E.O.**
**Purbasthali-I Development Block/P.S**
**Srirampur, Purba Bardhaman**

**পূর্ব রেলওয়ে**
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১২.০৬.২০২৫**। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-০৭-২৫-২৬। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে রানাঘাট স্টেশন পরিসরে নতুন আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক (২টি, প্রতিটি ১,০০,০০০ গ্যালন) নির্মাণ তৎসহ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৫,২২,১৪,৮০৪.০৬ টাকা। **ইএমডি:** ৪,৪৪,১০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বারুইপুর-নামখানা (সিঙ্গল লাইন) শাখায় কিমি ৯৪.২৩ থেকে ১০৮.১০ পর্যন্ত (মোট ১৩.৫০ টিকিমি) সিটিআর(পি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ১,৭৬,৫০,৮২৩.৮২ টাকা। **ইএমডি:** ২,৩৮,৩০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৬-২৫-২৬। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বনগাঁ (২২,০০০ গ্যালন) ও দত্তপুকুর (২২,০০০ গ্যালন) স্টেশন পরিসরে নতুন আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ তৎসহ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ১,৮০,১৬,২১৮.৫৪ টাকা। **ইএমডি:** ২,৪০,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ১৮ মাস (ক্র.নং ১ ও ৩-এর জন্য) ও ১২ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৭.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০৭.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।
(SDAH-86/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**নোটিশ**
আমার মক্কেল সুমন হালদার, পিতা সুভাষ হালদার, শ্রাবন্তী হালদার। স্বামী- সুমন হালদার গত ইংরাজী ২৮।১।২০১৪ তারিখে হাওড়া A.D.S.R রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বিয়িন নং 72 / 14 পাওয়ার অফ অ্যাটানী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা প্রধান পিতা তপন কুমার প্রধান মহাশয়ের নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল ৬০৮ নম্বর দাগে হাল ৪৫০ খতিয়ানে ১ কাঠা ১০ ছটাক জমি বিক্রয় কবিরার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালি জগাছা, বি. এল. এন্ড.এল আরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**নোটিশ**
আমার মক্কেল মিঠু ধাড়া, স্বামী মিলন ধাড়া গত ইংরাজী ৩১.১.২০০৭ তারিখে হাওড়া A.D.S.R রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বিয়িন নং I -53 পাওয়ার অফ অ্যাটানী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী শিবু রায়, নিলয় রায়চৌধুরী, পিতা বলরাম রায়, অনিল রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় হাল ২৫৬২ নম্বর দাগে হাল ৬১৭১ খতিয়ানে ৮০ শতক জমি বিক্রয় কবিরার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালি জগাছা, বি. এল. এন্ড.এল আরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**নোটিশ**
আমার মক্কেল উমেশ কুমার ভগদ, পিতা দ্বারিকা ভগদ গত ইংরাজী ২২।৩।২০১৬ তারিখে হাওড়া A.D.S.R রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত বিয়িন নং I 200/2016 পাওয়ার অফ অ্যাটানী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী অশোক নস্কর পিতা ধ্রুব নস্কর মহাশয়ের নিকট হইতে চামরাইল মৌজায় হাল ১৩৭৭, ১৩৭৫ নম্বর দাগে হাল ৪৬২০ খতিয়ানে ৪ কাঠা ৪ ছটাক শতক জমি বিক্রয় কবিরার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালি জগাছা, বি. এল. এন্ড.এল আরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

**OFFICE OF THE PRADHAN**
**Barameshya Ramnagar Gram Panchayat**
**eNIT NO-(1)BRGP/01(e)/2025-26, (2) BRGP/02(e)/2025-26, Dated-13.06.2025 and NIT No-(1) 03 of 2025-26, (2) 04 of 2025-26 & (3) 05 of 2025-26 date-13.06.2025**
Offline tenders & online e-tenders are hereby invited by the Pradhan, Barameshya Ramnagar Gram Panchayat from the reliable bonafide resourceful contarctors for various types of works. Last date of original draft & original documents submission **24.06.2025 upto 18.00 pm** [for **e-NIT No.- BRGP/01(e)/2025-26 & BRGP/02(e)/2025-26 (ONLINE)] and 26/06/2025 upto 16.00 pm** [for **NIT NO-03 of 2025-26 & 04 of 2025-26 & 05 of 2025-26 (OFFLINE)**]. Date & Time of technical bid opening **26.06.2025 at 12.30 pm** [for **e-NIT No.- BRGP/01(e)/2025-26 & BRGP/02(e)/2025-26 (ONLINE)] and 02/07/2025 at 12 pm [for NIT NO-03 of 2025-26 & 04 of 2025-26 & 05 of 2025-26 (OFFLINE)]**. For details visit: **http://www.wbtenders.gov.in** or Gram panchayat office.
**Sd/- Pradhan**
**Barameshya Ramnagar Gram Panchayat**

**নোটিশ**
এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমরা ১) শ্রী প্রিতম সামন্ত ২) শ্রী প্রিয়ম সামন্ত পিতা- বাবলু সামন্ত সাং-জয়পুরবিল থানা- লিলুয়া জেলা -হাওড়া, জয়পুরবিল মৌজায় হাল ১৯৩২ নং দাগে হাল-২৩৭৯, ২৩৮০ নম্বর খতিয়ানে- ০২ কাঠা পরিমান ডাঙ্গাভূমি ১। মনসা মাঝি পিতা জন্মেজয় মাঝি ২। শ্রীমতি পদ্ম মাঝি ৩। সুনীল মাজি ৪। দিলীপ মাজি, ৫। মিনতি প্রামানিক ৬। শেফালী নেয়ে সকলের পিতা যুগোল মাজি এদের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ১। চন্দ্র নাথ দাস পিতা বসন্ত কুমার কুমার দাস দাস ২। অর্পনা দাস স্বামী চন্দ্রনাথ দাস, এদের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি আমমোক্তার নামা দলিল নম্বর-(১) ০৫০২১৩৮২১ তারিখ-! ১৮।১২।২০২২, ADSR হাওড়া (২) ০৫০২০৮০০৮ তারিখ-০৩।০৮।২০২৩ ADSR হাওড়া উক্ত আমমোক্তার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ১ মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O বালি জগাছা ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

**Office of the**
**JHIKIRA GRAM PANCHAYAT**
**Vill–Jhikira, P.O–Jhikira, P.S–Joypur, Dist–Howrah**
**NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/8, (2) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/9 & (3) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/10**
The Prodhan, JHIKIRA GRAM PANCHAYAT, JHIKIRA, JOYPUR, HOWRAH invites e-tender for the 3 (Three) Nos. different works. Bid Submission closing date (online) **18/06/2025 at 5:30 P.M.** Bid opening date for Technical Proposals **23/06/2025 at 12:00 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/- Prodhan**
**JHIKIRA GRAM PANCHAYAT**

**DEHIMONDALGHAT-I GRAM PANCHAYAT**
**BARADABAR, AJODHYA, DIST-HOWRAH**
**Email Id-dmghat1@gmail.com**
**NIT NO-DMGHAT-I-12 OF 2025-26, DATED-17/06/2025, MEMO NO-286/DMGHAT-1/25-26, DATED-17/06/2025 15TH. CFC TIED AND UNTIED 1ST. INSTALMENT OF 2025-26.** Bid submission upload end date(online) **23/06/2025 at 13.30 PM** Technical Bid opening date (online): **25/06/2025 at 10.00 AM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/-Pradhan,**
**D. M. Ghat-I No. G.P.**
**Baradabar, Ajodhya, Howrah**

**OFFICE OF THE**
**MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT**
**UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK**
**MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302**
**e-mail: mukundabaghgp@gmail.com**
**NOTICE INVITING e-Tender**
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 04/MGP/15th FC/2025-26 Dated: 13-06-2025.** The last date for online submission of tender is **30-06-2025 (Monday) up to 16:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
**Jayanti Mahato**
**(Prodhan, Mukundabagh GP)**

**বিজ্ঞপ্তি**
এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী কল্যানী নন্দী, স্বামী শ্রী দিলীপ নন্দী, জাতি হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা- গৃহস্থালী, সাকিম ও পোঃ- ভাদুল, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২১৫৫ গত ইং ০৯।১০।২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া Kolkata ARA II Office এর ১২৩১০ নং কোবালা দলিল মূলে ১। শ্রী অসীম কুমার তেওয়ারী, পিতা-স্বর্গীয় হীরালাল তেওয়ারী, পেশা- অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরী, সাকিম নামোপাড়া ভাদুল, পোঃ - ভাদুল, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২১০৭। উক্ত ১ নং দাতা পক্ষে গত ইংরাজী ৩০।০৫।২০২৩ তারিখে বাঁকুড়া অতিরিক্ত জেলা অবর-নিবন্ধক অফিসের ১ নং বহির ০১০২০২৭২৩ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী দিলীপ নন্দী, পিতা স্বর্গীয় ফকির নন্দী, পেশা- চাষাদী, সাকিম ও পোঃ- ভাদুল, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২১৫৫, ২। শ্রী পরেশ কুমার তেওয়ারী, পিতা স্বর্গীয় হীরালাল তেওয়ারী, পেশা- অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, সাকিম ও পোঃ -ভাদুল, থানা ও জেলা -বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২১৫৫, ৩। শ্রীমতী রুমা মিশ্র, পিতা স্বর্গীয় হীরালাল তেওয়ারী, স্বামী শ্রী দিলীপ মিশ্র, পেশা- গৃহস্থালী, সাকিম জালানপুর, পোঃ- মালিয়াড়া, থানা- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পিননং- ৭২২১৪২, ৪। শ্রীমতী সুষমারানী মিশ্র, পিতা স্বর্গীয় হীরালাল তেওয়ারী, স্বামী শ্রী অমিয় কুমার মিশ্র, পেশা- গৃহস্থালী, সাকিম ও পোঃ- মালিয়াড়া, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২১৪২, উক্ত ২ নাগাদ ৪ নং দাতা-দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ১৩।১২।২০২২ তারিখে বাঁকুড়া অতিরিক্ত জেলা অবর-নিবন্ধক অফিসের ১ নং বহির ০১০২০৬৫৭৪ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী দিলীপ নন্দী, পিতা স্বর্গীয় ফকির নন্দী, পেশা- চাষাদী, সাকিম ও পোঃ- ভাদুল, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২১৫৫, সর্ব্বজাতি -হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক কে নিম্ন বর্ণিত জমিন যথা-
**১ নং দাতার তপশীলঃ**
১। জেলা, চৌকী, কালেক্টারী, রেজিস্ট্রী সাব-রেজিস্ট্রী অফিস ও থানা বাঁকুড়া সামিল ২০৬ নং থানাওয়ার শ্যামদাসপুর মৌজার মধ্যে বর্তমান হাল এল.আর. মাপের ৬১ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ৩২৮ তিনশত আঠাশ নং দাগে বাইদ মোট পরিমান ০.৪৫ একর মধ্যে আমার প্রাপ্তীয় অংশে সম্যক স্বত্বাদী ০৯ শতক বা ০.০৯ একর।
**২ নাগাদ ৪ নং দাতা-দাত্রীগনের তপশীলঃ**
২। জেলা, চৌকী, কালেক্টারী, রেজিস্ট্রী সাব-রেজিস্ট্রী অফিস ও থানা বাঁকুড়া সামিল ২০৬ নং থানাওয়ার শ্যামদাসপুর মৌজার মধ্যে বর্ত্তমান হাল এল.আর মাপের ৬১ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ৩২৮ তিনশত আঠাশ নং দাগে বাইদ মোট পরিমান ০.৪৫ একর মধ্যে আমাদের প্রাপ্তীয় অংশে সম্যক স্বত্বাদী ২৭ শতক তন্মধ্যে ২১ শতক বা ০.২১ একর।
একুনে ১ ও ২ দফায় সর্ব্বমোট ৩০ শতক বা ০.৩০ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্যের প্রমান লইয়া আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া ২ নং বি. এল এ্যান্ড এল.আর. ও অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।
Apurba Kumar Goswami
Advocate
District Judges' Court, Bankura
Enrolment No. F-601/585

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**
**ABRIDGED NIT**
The **Dy. CE (M)/S&D, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work :
**NIT No. : KMC/S_D/TDPSA/03/25-26 (1st Call)**
Name of work : **Repairing and overhauling with replacement of worn out components of pump unit No. 2 at Topsia Drainage Pumping Station**; Estimated Amount : **Open quotation**; Earnest Money : **2% of the quoted amount**; Period of completion : **18 Days**; Last date and time of submission of bid : **30.06.2025 (5 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**; For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Dy. Ch. Engineer (M) / EWS, KMC** invites e-tender online two bid system for the under mentioned work :
**NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/08/2025-26/R (2nd Call)**
Name of the work : **Installation of electrical control panel at almira shop and arrangement of power supply to the panel from main panel in EWS**; Estimated Cost : **₹ 1,48,499.29**; Earnest Money : **₹ 3,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid (Online) : **30.06.2025 (3 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
**(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/CEN/25-26/003**
Name of work : **Raising and repairs to broken manhole cover with shafts at Shamsul Huda Road in front of Br.-VII office and different location in Ward No. 59, 63, 65 under Br.-VII**; Estimated Cost : **₹ 3,39,356.79**; Earnest Money : **₹ 6,800.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.06.2025 at 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 at 3 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**
**(2) NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/02/25-26 (1st Call)**
Name of work : **Thorough repairing of 3 Nos. H.T. VCB (6.6KV) of pump unit E, F, G, & other allied works at Dhapa Lock Drainage Pumping Station**; Estimated Amount : **Quoted Amount**; Earnest Money : **₹ 12,000.00**; Period of completion : **07 Days**.
**(3) NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/03/25-26 (1st Call)**
Name of work : **Repairing with replacement of damage accessories of star-delta motor starter panel of pump unit No. 4 at Ambedkar Bridge D.P. Station**; Estimated Amount : **Quoted Amount**; Earnest Money : **₹ 12,000.00**; Period of completion : **07 Days**.
**(4) NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/01/25-26 (1st Call)**
Name of work : **Rewinding and replacement of defective components of the motor (210 KW/415V) of pump unit No. 3 including other allied electrical works at Ambedkar Bridge Drainage Pumping Station**; Estimated Amount : **Quoted Amount**; Earnest Money : **₹ 12,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **30.06.2025 (5 pm) (For Sl. No. 2 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **17.06.2025 (5 pm) (For Sl. No. 2 to 4)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2 to 4)**; For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 2 to 4)**.

The **Dy. C.E. (M) / SCD, KMC** invites e-tender for the following works :
**(1) NIT No. : KMC/SCD(N)/2025-26/12 (1st Call)**
Name of work : **Repairing of pulley with MS pipe of different sizes for power bucket machines under SCD(N)**; Estimated Cost : **NA**; Period of completion : **14 Days**.
**(2) NIT No. : KMC/SCD(N)/2025-26/13 (1st Call)**
Name of work : **Repairing & servicing with replacement of worn out component of power bucket machine set No. SCD(N)/11/15 & SCD(N)/11A/15 and SCD(N)/14/15 & SCD(N)/14A/15 of S.C.D. (North)**; Estimated Cost : **NA**; Period of completion : **14 Days**.
**(3) NIT No. : KMC/SCD(N)/2025-26/14 (1st Call)**
Name of work : **Manufacturing and fitting, fixing of various item in power bucket machines of SCD (N)**; Estimated Cost : **NA**; Period of completion : **14 Days**; Last date and time of submission of bid : **01.07.2025 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 - 9 am** onwards **(For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**; For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed **(For Sl. No. 1 to 3)**. 447/25-26

# দেবাশিসই সভাপতি, মোহনবাগানের সহ-সভাপতি কুণাল-সৌমিক

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** এবার মোহনবাগানের নির্বাচন নিয়ে কয়েক মাস আগে থেকে যে ধুন্ধুমার শুরু হয়েছিল, তা দেখে মনে হয়েছিল জল অনেকদূর গড়াবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়েছে। যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ ক্লাব সমর্থকদের আবেগের বিষয়টি মাথায় রেখে এক হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও উদ্যোগী হয়েছিলেন সমস্যা মেটাতে। তাঁর দূত হয়ে মাঠে নেমেছিলেন অরূপ বিশ্বাস ও কুণাল ঘোষ। সব মিটে যাওয়ার পর গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবে এখন বসন্তের আবহ। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর শনিবার বাগানের সচিব হয়েছেন সৃঞ্জয় বোস। সেদিন সচিব হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছিলেন মোহনবাগান নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়। সৃঞ্জয় দায়িত্ব নেওয়ার পর এদিন হলনতুন কর্মসমিতির প্রথম বৈঠক। আর সেখানেই ঘোষণা হল ক্লাবের নতুন সভাপতি ও সহ-সভাপতির নাম। সোমবার দুপুরে মোহনবাগান ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় কর্মসমিতির বৈঠক। বৈঠক থেকে মোহনবাগান সভাপতি হিসাবে দেবাশিস দত্তর নাম ঘোষণা করেন সৃঞ্জয় বসু। আর সভাপতি হিসাবে দেবাশিস দত্তর নাম মেনে নেন উপস্থিত সকল সদস্যই। পাশাপাশি একই বৈঠক থেকে মনোনীত করা হয়েছ সহ-সভাপতিদেরও। বাগানের সহ-সভাপতি পদে এবার দেখা যাবে সৌমিক বোস, মানস ভট্টাচার্য, উত্তমকুমার সাহা, কুণাল ঘোষ ও দেবাশিস মিত্রকে।

# অক্টোবরে ফের মুখোমুখি ভারত-পাক, মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ

**মুম্বই, ১৬ জুনঃ** ২০২৫ সালের মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের আসর শুরু হতে চলেছে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে। এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ভারত। তবে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এর মধ্যে সমঝোতার ফলে হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তান তাদের সকল ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ৩০ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ভারত মহিলা দল মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা মহিলা দলের। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচটি ৫ অক্টোবর কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া তাদের অভিযান শুরু করবে ১ অক্টোবর ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এরপর ৮ অক্টোবর কলম্বোয় পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে তারা এবং ২২ অক্টোবর ইন্দোরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের সঙ্গে লড়াই করবে। ২০২৫ সালের মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপে মোট ২৮টি লিগ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ পর্বের পর তিনটি নকআউট ম্যাচ খেলা হবে। ম্যাচগুলো বেঙ্গালুরু, ইন্দোর, গুয়াহাটি, বিশাখাপত্তনম এবং কলম্বোর মাঠে ছড়িয়ে থাকবে। প্রথম সেমিফাইনাল ২৯ অক্টোবর গুয়াহাটি অথবা কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হবে। তবে, পাকিস্তান যদি নকআউট পর্বে পৌঁছায়, তবে এই ম্যাচটি কলম্বোয় খেলা হবে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ৩০ অক্টোবর এবং ফাইনাল ২ নভেম্বর বেঙ্গালুরু অথবা কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হবে। এটি উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৩ সালের পর এই প্রথম ভারত মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের আয়োজন করছে। আয়োজক দেশ ভারত ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কা সরাসরি এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান এবং

বাংলাদেশ বাছাইপর্বের মাধ্যমে এই আসরে জায়গা করে নিয়েছে। এই টুর্নামেন্টে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য রয়েছে অসংখ্য উত্তেজনা। ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মতো হাই-ভোল্টেজ লড়াই দর্শকদের মন জয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন শহর এবং কলম্বোর মাঠগুলো এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে বিশ্ব ক্রিকেটের রঙে রাঙিয়ে উঠবে।

**বিশ্বকাপের দল**-বিশ্বকাপে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী দলগুলো মুখোমুখি হবে। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে বেঙ্গালুরু, ইন্দোর, কলম্বো, গুয়াহাটি এবং বিশাখাপত্তনমে। প্রতিটি ম্যাচ শুরু হবে বিকেল ৩টায়।

**ম্যাচের সময়সূচি দেওয়া হল**- • ৩০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার-ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা, বেঙ্গালুরু • ১ অক্টোবর, বুধবার-অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড, ইন্দোর • ২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার-বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান, কলম্বো • ৩ অক্টোবর, শুক্রবার-ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, বেঙ্গালুরু • ৪ অক্টোবর, শনিবার-অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা, কলম্বো • ৫ অক্টোবর, রবিবার-ভারত বনাম পাকিস্তান, কলম্বো • ৬ অক্টোবর, সোমবার-নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোর • ৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার-ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ, গুয়াহাটি • ৮ অক্টোবর, বুধবার-অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান, কলম্বো • ৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার-ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, বিশাখাপত্তনম • ১০ অক্টোবর, শুক্রবার-নিউজিল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ, বিশাখাপত্তনম • ১১ অক্টোবর, শনিবার-ইংল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা, গুয়াহাটি • ১২ অক্টোবর, রবিবার-ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া, বিশাখাপত্তনম • ১৩ অক্টোবর, সোমবার-দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ, বিশাখাপত্তনম • ১৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার-নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা, কলম্বো • ১৫ অক্টোবর, বুধবার-ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান, কলম্বো • ১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার-অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ, বিশাখাপত্তনম • ১৭ অক্টোবর, শুক্রবার-দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম শ্রীলঙ্কা, কলম্বো • ১৮ অক্টোবর, শনিবার-নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান, কলম্বো • ১৯ অক্টোবর, রবিবার-ভারত বনাম ইংল্যান্ড, ইন্দোর • ২০ অক্টোবর, সোমবার-শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ, কলম্বো • ২১ অক্টোবর, মঙ্গলবার-দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম পাকিস্তান, কলম্বো • ২২ অক্টোবর, বুধবার-অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড, ইন্দোর • ২৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার-ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড, গুয়াহাটি • ২৪ অক্টোবর, শুক্রবার-পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা, কলম্বো • ২৫ অক্টোবর, শনিবার-অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা, ইন্দোর • ২৬ অক্টোবর, রবিবার-ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড, গুয়াহাটি • ২৬ অক্টোবর, রবিবার-ভারত বনাম বাংলাদেশ, বেঙ্গালুরু • ২৯ অক্টোবর, বুধবার-সেমিফাইনাল ১ (টিবিএ), গুয়াহাটি/কলম্বো • ৩০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার-সেমিফাইনাল ২ (টিবিএ), বেঙ্গালুরু • ২ নভেম্বর, রবিবার-ফাইনাল (টিবিএ), কলম্বো/বেঙ্গালুরু।

# সরাসরি লিডসে যোগ দিচ্ছেন গম্ভীর

## বুমরাহর ডেপুটি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা

**লিডস, ১৬ জুনঃ** গত ১২ জুন ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসেন গৌতম গম্ভীর। প্রথমে বিসিসিআইয়ের তরফে জানানো হয়, পারিবারিক কারণে এই সিদ্ধান্ত। পরে সামনে আসে গৌতম গম্ভীরের মা সীমা গম্ভীর অসুস্থ। হার্ট অ্যাটাকের কারণে ভর্তি করা হয়েছে দিল্লির বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই আইসিইউতে ছিলেন তিনি। তড়িঘড়ি খবর পাওয়ামাত্র নেট সেশন ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসেন হেডকোচ। কতদিন থাকবেন সেটা তখনও স্পষ্ট ছিল না। বোর্ডের তরফেও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়া হয়নি। তবে আজ জানা গিয়েছে, আগামিকাল, অর্থাৎ, ১৭ জুন, ফের শিবিরে যোগ দেবেন গম্ভীর। ২০ তারিখ প্রথম টেস্ট। হেডিংলেতে। তার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ও অনুশীলন নিজের চোখে দেখে নিতে চাইছেন গম্ভীর। উল্লেখ্য, এর আগে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দুটি বেসরকারি ম্যাচে নামে ভারতীয় দল। রান পান করুণ নায়ার। হাঁকান ডবল সেঞ্চুরি। লোকেশ রাহুল, সাই সুদর্শনদেরও ছন্দে দেখা যায়। ১২ তারিখ রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজন করেছিলেন গম্ভীর নিজে। সেটাও আবার আন্তঃ দল প্রতিযোগিতা। একদিকে তরুণদের নিয়ে এ টিম, অন্যদিকে প্রধান দল। কিন্তু সেই ম্যাচ শেষের আগেই বাড়ি ফিরতে হয়। এমনিতেই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির প্রায় পিঠোপিঠি অবসরের পর দলের ব্যাটিং ইউনিট অভিজ্ঞতার অভাবে ভুগছে। কে কোথায় নামবেন তা এখনও চূড়ান্ত নয়। অন্যদিকে বুমরাহ, যিনি চোট এড়াতে আগেভাগেই সর্বোচ্চ তিনটি ম্যাচ

খেলবেন বলে জানানো হয়েছে, তাঁকে নিয়ে শেষমেশ কী সিদ্ধান্তে আসে টিম ম্যানেজমেন্ট, নজর থাকবে সেদিকেও। পাশাপাশি বুমরাহর ডেপুটি কারা হবেন, পেস সহায়ক পিচে অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর মধ্যে কোন দুজন জায়গা পাবেন আর কাকে যেতে হবে বাইরে-এই নিয়েও পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিতে হবে গৌতম গম্ভীরকে। আগামিকাল ফিরে তাই শুধুমাত্র দলের রিপোর্ট কার্ড নয়, প্রথম একাদশ বাছাই নিয়েও হেডস্যারের মাথায় একগুচ্ছ প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে চলেছে। বোর্ডের একটি সূত্র বলছেন, 'যাই হোক না কেন, সফর শুরুর আগে টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন গম্ভীর।' একই সঙ্গে লক্ষ্মণকে নিয়ে যে খবর রটেছে, তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, গম্ভীর জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে লন্ডন ছাড়ায় কিছুটা হলেও চাপে পড়ে গিয়েছিল দল। ঠিক ওই সময়ই আবার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচ লক্ষ্মণ লন্ডনে পৌঁছেছিলেন। যদিও তিনি গিয়েছেন অন্য কাজে। সুইজারল্যান্ডে একটি সেমিনারে যোগ দেবেন তিনি। গম্ভীর জরুরিকালীন ভিত্তিতে দল ছাড়ায় যে সঙ্কট তৈরি হয়েছিল, তা খানিকটা সামাল দিয়েছেন লক্ষ্মণ। তবে তাঁকে সরকারি কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ওই সূত্র ক্রিকবাজকে জানিয়েছে, ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজ জিততে মরিয়া ভারত। সেই কারণেই লন্ডনে উপস্থিত কোচদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলা হয়েছিল। লক্ষ্মণের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই সাহায্য চাওয়া হয় বোর্ডের তরফে। শুধু তাই নয়, জাতীয় নির্বাচকদেরও টিমের সঙ্গে থাকার কথা বলা হয়েছিল। নির্বাচন কমিটির প্রধান অজিত আগরকর সেখানেই রয়েছেন।

# হায়দরাবাদের আব্দুল রাবীহকে নিতে আগ্রহী মোহনবাগান

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** সেলিব্রেশনের মধ্যে দিয়েই গত মরসুম শেষ করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হলেও পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে ম্যাচ শেষ করতে হলেও পরবর্তীতে অনায়াসেই জয়ের সরণিতে ফিরেছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান দল। টুর্নামেন্টের একের পর এক শক্তিশালী ফুটবল দলকে অনায়াসেই টেক্কা দিয়েছিল জোসে মোলিনার ছেলেরা। যারফলে অনায়াসেই বাকি দল গুলিকে পিছনে ফেলে দিয়ে লিগ শিল্ড জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। সর্বাধিক পয়েন্ট নিয়ে দেশের প্রথম ফুটবল ক্লাব হিসেবে এই খেতাব জয় করে মোহনবাগান। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। পরবর্তীতে ব্যাপক আত্মবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে লিগ কাপের ফাইনালে উঠে এসেছিল এই ফুটবল ক্লাব। এখানে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছিল শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির বিপক্ষে। প্রথমদিকে সেই ম্যাচে পিছিয়ে থাকতে হলেও পরবর্তীতে সমতায় ফিরেছিল মেরিনার্সরা। তারপর অজি বিশ্বকাপার জেমি

ম্যাকলারেনের গোলে আসে সাফল্য। যারফলে লিগ শিল্ডের পাশাপাশি একই মরসুমে লিগ কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। এক কথায় যা বিরাট সাফল্য। নয়া ফুটবল সিজনে সেই ধারা বজায় রাখাই অন্যতম লক্ষ্য গঙ্গা পাড়ের এই ফুটবল ক্লাবের। এক্ষেত্রে একাধিক দেশীয় ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে ম্যানেজমেন্টের। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে আব্দুল রাবীহর নাম। গত ফুটবল সিজনে হায়দরাবাদ এফসির জার্সিতে খেলেছিলেন কেরালার এই ফুটবলার। দলের পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো না হলেও একক দক্ষতায় যথেষ্ট নজর কেড়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে তাঁকে নিতে আসরে নামে একাধিক ফুটবল ক্লাব। নয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁকে দলে নিতে অনেকটাই এগিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সেইমতো কথাবার্তা ও নাকি এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা দূর।

# ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যস্ত সূচিতে বাংলা দলের চ্যালেঞ্জ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুনঃ** ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সম্প্রতি প্রকাশ করেছে ২০২৫ ঘরোয়া মরসুমের পূর্ণাঙ্গ সূচি। দীর্ঘ মরসুমের সূচনা হবে ঐতিহ্যবাহী দলীপ ট্রফি দিয়ে, এরপর একে একে ইরানি ট্রফি, রনজি ট্রফি, সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি ও বিজয় হাজারে ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টগুলিতে অংশ নেবে দেশের প্রতিটি রাজ্যের দল। এই সূচির দিকে নজর রাখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঘরোয়া ক্রিকেট এখন আর কেবল প্রতিভা তুলে ধরার প্ল্যাটফর্ম নয়-বরং এটি হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতের ভারতীয় জাতীয় দলের খেলার জমি। এবারের রনজি ট্রফিতে বাংলা দল গ্রুপ সি'তে পড়েছে। গ্রুপে রয়েছে গুজরাট, হরিয়ানা, সার্ভিসেস, রেলওয়েজ, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড এবং অসমের মতো দল। তুলনামূলকভাবে এই গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুটা সহজ হতে পারে বলেই মনে করছেন বঙ্গ ক্রিকেটমহল। তবে আগের বছর অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিচ্ছে বাংলা। মাঠের পারফরম্যান্স খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও আবহাওয়ার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলি পরিত্যক্ত হয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল বিহার ও কেরলের বিপক্ষে ম্যাচ। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার অতিরিক্ত প্রস্তুতি নিতে চাইছে দল। রনজি ট্রফির গ্রুপ পর্ব শুরু হবে ১৫

অক্টোবর থেকে। এই দীর্ঘ টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই হবে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলা দলের কাছে এবারের মরসুমটা নতুন শুরু-নতুন লক্ষ্য নির্ধারণের সময়। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি অবসর নেওয়ার পর দায়িত্বের ভার উঠেছে অনুজদের কাঁধে। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের পাশাপাশি তরুণ মুখদের নিয়ে গড়া দল এবার নিজেদের প্রমাণ করতে প্রস্তুত। রনজির পাশাপাশি সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতেও ব্যস্ত থাকবে বাংলা। তবে এই দুই টুর্নামেন্টে তুলনায় কঠিন গ্রুপে পড়েছে তারা। গ্রুপ সি'তে রয়েছে বাংলা, বরোদা, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, সার্ভিসেস এবং পুদুচেরির মতো শক্তিশালী দল। অন্যদিকে, বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা রয়েছে গ্রুপ বি'তে। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি হল বিদর্ভ, বরোদা, হায়দরাবাদ, উত্তরপ্রদেশ, অসম, চণ্ডীগড় এবং জম্মু ও কাশ্মীর।

# বেকি ওরামের ওপর আস্থা রাখল নর্থইস্ট ইউনাইটেড

**গুয়াহাটি, ১৬ জুনঃ** ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সবসময়েই প্রতিভার এক বিশাল ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চল থেকে উঠে আসা একের পর এক তরুণ ফুটবলার দেশের ময়দানে আলো ছড়িয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির জার্সিতে নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন একজন নাম, বেকি ওরাম। সম্প্রতি ২০২৮ মরসুম পর্যন্ত ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছেন এই তরুণ মিডফিল্ডার। ২০২৩-২৪ মরসুমে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির হয়ে যাত্রা শুরু করেন বেকি। প্রথম সিজন থেকেই তিনি নজর কাড়েন তাঁর পজিশন সেন্স, খেলার পড়াশোনা এবং মাঠে পরিণত মানসিকতার জন্য। মিডফিল্ডের প্রাণ হিসেবে যেমন, তেমন প্রয়োজনে রক্ষণেও তিনি নেমে আসেন সাহসিকতার সঙ্গে। এই মাল্টি-পজিশনাল অ্যাবিলিটি-ই তাঁকে করে তুলেছে কোচদের ভরসার প্রতীক। বেকি ওরামের অন্যতম বড় অর্জন নর্থইস্ট ইউনাইটেডের হয়ে ৪০তম সিকিম গভর্নরের গোল্ড কাপ জয়। এই টুর্নামেন্টে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল দলীয় সাফল্যের চালিকাশক্তি। শুধু তাই নয়, ডুরান্ড কাপ এবং সুপার কাপে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল ধারাবাহিক।

পাশাপাশি, রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগেও অংশ নিয়ে তিনি আরও পরিণত হয়েছেন কৌশলগত দিক থেকে। চুক্তি নবায়নের পর বেকি ওরাম বলেন, ''এই ক্লাব আমার জন্য শুধু একটি জার্সি নয়, এটি একটি পরিবার। কোচ, টিমমেট, এবং ম্যানেজমেন্ট-সবাই আমাকে আগলে রেখেছেন। এই দুই বছরে আমি অনেক কিছু শিখেছি এবং আমি বিশ্বাস করি, আগামী দিনে আমি আরও বড় অবদান রাখতে পারব। এই কথা থেকেই স্পষ্ট যে তাঁর মনের মধ্যে ক্লাবের প্রতি এক গভীর ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধ জন্ম নিয়েছে।'' প্রধান কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি বলেন, ''বেকি এমন একজন খেলোয়াড়, যিনি খেলার ভেতরটা বোঝেন। তাঁর ডিসিশন মেকিং, মাঠে উপস্থিত বুদ্ধি, আর পজিশনিং অসাধারণ। সে শুধু তরুণ প্রতিভাই নয়, বরং ভবিষ্যতের নেতা।''

# পিএসজির সামনে পাত্তাই পেল না আতলেতিকো মাদ্রিদ

দলের সেরা ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলের অনুপস্থিতি বুঝতেই দিলেন না তার সতীর্থরা। আক্রমণাত্মক ফুটবলে আতলেতিকো মাদ্রিদকে উড়িয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করল পিএসজি।

**ক্যালিফোর্নিয়া, ১৬ জুনঃ** ক্যালিফোর্নিয়ার রোজ বোলে রবিবার হাইভোল্টেজ ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে এবারের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ীরা। একবার করে জালে বল পাঠান ফাবিয়ান রুইস, ভিতিনিয়া, সেনি মায়ুলু ও লি কাং-ইন। পুরোনো ও নতুন সংস্করণ মিলিয়ে প্রতিযোগিতাটিতে এবারই প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছে এই দুই ক্লাব। এছাড়া, এবারই প্রথম এই মঞ্চে মুখোমুখি হলো ইউরোপের দুটি দল। কিন্তু লড়াইটা একেবারেই জমল না। প্রায় ৭৫ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৬টি শট নিয়ে ১১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে পিএসজি। বিপরীতে, আতলেতিকোর পাঁচ শটের একটিই কেবল লক্ষ্যে ছিল। লুইস এনরিকের হাত ধরে বদলে যাওয়া এবং ইউরোপ সেরার মর্যাদায় খেলতে নামা পিএসজির বিপক্ষে পজেশন রাখতেই লড়াই করতে হয়েছে আতলেতিকোর। প্রথম ২০ মিনিটে ২০ শতাংশ সময়ও বল পায়ে ছিল না তাদের। ওই সময়ে এগিয়েও যায় ফরাসি দলটি। ১৯তম মিনিটে পাসিং ফুটবলে শাণানো আক্রমণে, খাভিচা কাভারাসখেলিয়ার ব্যাকপাস পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে দলকে এগিয়ে নেন রুইস। পিছিয়ে পড়ার পর বল দখলে রাখায় একটু উন্নতি হয় আতলেতিকোর, যদিও প্রতিপক্ষের চাপে নিজেদের সীমানা থেকে বের হতেই পারছিল

না তারা। ৪৫তম মিনিটে লক্ষ্যে একমাত্র শটটি নিতে পারে দলটি, তবে রদ্রিগো দে পলের সোজাসুজি শট সহজেই গ্লাভসে নেন দোন্নারুম্মা। ওখান থেকে দ্রুত প্রতি-আক্রমণে উঠে ব্যবধান দ্বিগুণ করে পিএসজি। কাভারাসখেলিয়ার পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে জোরাল শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ভিতিনিয়া। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে ইয়ান ওবলাকের দারুণ এক সেভ আতলেতিকোকে লড়াইয়ে রাখে। প্রথম দুই গোলে অবদান রাখা জর্জিয়ার ফরোয়ার্ড কাভারাসখেলিয়ার জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকান ওবলাক, বল তার হাতে লেগে ক্রসবারে বাধা পায়। সাত মিনিট পর মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে নিয়ে দ্রুত আক্রমণে ওঠে আতলেতিকো, বল জালেও পাঠান হুলিয়ান আলভারেজ। কিন্তু পজেশন নেওয়ার সময় দিজিরে দুয়েকে আতলেতিকোর কোকে ফাউল করায়, ভিএআরের সাহায্যে গোল দেননি রেফারি। ৭৮তম মিনিটে আতলেতিকোর ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় বড় চোট লাগে। রেফারির একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন দলটির ডিফেন্ডার ক্লেমোঁ লংলে। গত মাসে লা লিগার ইতিহাসে দ্রুততম হ্যাটট্রিকের রেকর্ড গড়া এবং রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ওই ম্যাচে একাই চারটি গোল করা আলেকসান্ডার সরলথ এদিনও দলকে পথে ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে ফাঁকা পোস্ট পেয়েও, ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে উড়িয়ে মারেন নরওয়ের এই ফরোয়ার্ড। এর পাঁচ মিনিট পর ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন সেনি মায়ুলু। প্রতিপক্ষের ভুলে ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে নিচু শটে গোলটি করেন ১৯ বছর বয়সী ফরাসি মিডফিল্ডার। আর যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে সফল স্পট কিকে আতলেতিকোর কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন দক্ষিণ কোরিয়ার মিডফিল্ডার কাং-ইন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com